উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

সেনসেক্স : ৮১,৫৮৩.৩০ (-২১২.৮৫)
নিফটি : ২৪,৮৫৩.৪০ (-৯৩.১০)

একযোগে বাতিল ৭ উড়ান
একদা আকাশের মহারাজার এখন গলদঘর্ম দশা। শুধুমাত্র মঙ্গলবারই আহমেদাবাদ-লন্ডন, দিল্লি-প্যারিস, মুম্বই-সান ফ্রান্সিসকো সহ মোট সাতটি আন্তর্জাতিক উড়ান বাতিল করেছে এয়ার ইন্ডিয়া। » ৭

উদ্বেগ বাড়ছে ইরানিদের
যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের খবর শুনে মন ভারাক্রান্ত হয়ে আসে। হাজার হাজার মাইল দূরে থেকেও বুক ধড়ফড় করে, চোখে ঘুম নামে না। ঠিক এমনই অবস্থা দিল্লিতে পড়াশোনা করা ইরানি পড়ুয়াদের। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩২° সর্বোচ্চ	২৫° সর্বনিম্ন	৩১° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন	৩২° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন	৩১° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন

আইপিএলের সময় নেতৃত্ব ছাড়ার সিদ্ধান্ত » ১১

৩ আষাঢ় ১৪৩২ বুধবার ৫.০০ টাকা 18 June 2025 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 31

ওবিসি তালিকা স্থগিত, কলেজে ভর্তিতে শঙ্কা

রিমি শীল ও নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ১৭ জুন : অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি (ওবিসি) তালিকা নিয়ে ফের ধাক্কা রাজ্য সরকারের। ১৪০টি জনগোষ্ঠীকে ওবিসি চিহ্নিত করে রাজ্য সরকারের সদ্য প্রকাশিত তালিকায় স্থগিতাদেশ দিল হাইকোর্ট। ৩১ জুলাই পর্যন্ত বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চ স্থগিতাদেশ দেওয়ায় বুধবার থেকে কলেজে ভর্তির প্রক্রিয়ায় জটিলতা দেখা দিতে পারে বলে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু মঙ্গলবারই চলতি শিক্ষাবর্ষে স্নাতক স্তরে কেন্দ্রীয়ভাবে কলেজে ভর্তির জন্য পোর্টালের উদ্বোধন করে ওবিসিদের জন্য কোনও সমস্যার সম্ভাবনা খারিজ করে দিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'বিচারাধীন ওবিসি সংরক্ষণ মামলার জন্য ভর্তিতে বাধা হবে না।' যদিও তাঁর কথায় জটিলতার ইঙ্গিত স্পষ্ট। শিক্ষামন্ত্রীর ভাষায়, 'আদালতের নির্দেশে ওবিসি সংক্রান্ত সমস্যা হলে আপৎকালীন পরিস্থিতিতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

সেই ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু অবশ্য ব্রাত্য বলেননি। তবে আইনজীবী মহলের ব্যাখ্যা, ২০১০ সালের আগে ওবিসি তালিকাভুক্ত ৬৬টি জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে কোনও অসুবিধা হবে না। কিন্তু ১৪০টির মধ্যে বাকি গোষ্ঠীগুলির ক্ষেত্রে জটিলতার সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে। এতে শুধু কলেজে ভর্তি নয়, বিভিন্ন নিয়োগ প্রক্রিয়া, এমনকি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে স্কুল সার্ভিস কমিশনের অধীনে শিক্ষক নিয়োগে সমস্যা দেখা দিতে পারে।

আদালতের পর্যবেক্ষণ, 'গত ১৫ বছর ধরে ওবিসি সুবিধা দিয়ে এসেছে রাজ্য। কিন্তু আইন অনুযায়ী ১০ বছর অন্তর যে সমীক্ষা করতে হয়, তা করেনি।' ১৪০টি জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করে সম্প্রতি নতুন ওবিসির তালিকা প্রকাশকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের মামলায় রাজ্যের ভূমিকায় প্রশ্ন তোলে হাইকোর্ট। রাজ্যের কোনও আবেদনই মঙ্গলবার গ্রাহ্য করেনি দুই বিচারপতির বেঞ্চ।

কেন্দ্রের তরফে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল অশোককুমার চক্রবর্তী বলেন, 'ওবিসি নিয়ে দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিবর্তন করা হয়েছে। এর ফলে ডেঞ্জারাস ডেমোগ্রাফিক এফেক্ট হবে।'

এরপর দশের পাতায়

এল বৃষ্টি ঝেঁপে।। *খুদের আনন্দ তখন বাঁধভাঙা। মঙ্গলবার তাজমহলে। -পিটিআই*

দুর্ঘটনাতেও হুঁশ ফেরে না রেলের

চলতি কা নাম 'রেলগাড়ি'

উত্তরবঙ্গ সংবাদ স্পেশাল

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৭ জুন : রোদ-বৃষ্টিতে মুছেছে রক্তের দাগ। দু-একটি চাকা ইতিউতি ছড়িয়ে থাকলেও কালের নিয়মে আবছা হয়েছে গত বছরের ভয়ংকর ট্রেন দুর্ঘটনার স্মৃতি। কুণ্ডলী পাকানো দেহগুলি যেখানে পড়েছিল, সেখানে এখন সবুজ ঘাস হাওয়ায় খেলে বেড়াচ্ছে। পাশ দিয়ে একটু পরপরই ছুটে চলেছে রেলগাড়ি। যাত্রীদের কেউ আর সেদিকে ফিরেও তাকাচ্ছেন না।

দিনটা ছিল ১৭ জুন, ২০২৪। কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস দুর্ঘটনায় শিরোনামে উঠে এসেছিল রাঙ্গাপানির ছোট নির্মলজোতের নাম। অখ্যাত এই গ্রামে ছুটে এসেছিলেন খোদ রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো। দুর্ঘটনার কারণ নিয়ে কাঁটাছেঁড়াও হয়েছিল বেশ। কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটি (সিআরএস)-এর রিপোর্টে উঠে এসেছিল রেলের একাধিক গাফিলতির কথা। সেইসঙ্গে তুলে ধরা হয়েছিল পরিকাঠামোর অভাবও। যাত্রীসুরক্ষা নিশ্চিত করতে কী কী পদক্ষেপ প্রয়োজন তা সেই রিপোর্টের পরতে-পরতে তুলে ধরা হলেও ছবিটা কিন্তু বদলায়নি এতটুকু। বরং সেই দুর্ঘটনার বর্ষপূর্তিতে দাঁড়িয়ে

যা হয়নি

- স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালিং ব্যবস্থা চালু হলেও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়নি লোকোপাইলটদের
- কাটিহার ডিভিশনের অধিকাংশ জায়গায় পর্যাপ্ত ওয়াকি-টকি নেই
- এখনও পর্যন্ত চালু করা যায়নি কবচ প্রযুক্তি

পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে বলেই তুলে ধরছেন রেলকর্মীরা।

গত কয়েক বছরে বেশ কয়েকটি বড় দুর্ঘটনার মুখে পড়েছে ভারতীয় রেল। রাঙ্গাপানির দুর্ঘটনা তার মধ্যে একটি। এই দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছিল রেলের সিগন্যালিং ব্যবস্থায় বড় গলদের কথা। সিআরএসের দেওয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৪ সালের ২০ জুন পর্যন্ত কাটিহার ডিভিশনে ২৭৫ বার স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালিং ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়েছিল। এই ধারা এখনও বজায় রয়েছে বলেই জানাচ্ছেন রেলকর্মীরা। যদিও তা মানতে নারাজ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা। তিনি বলছেন, 'রেলকর্মীদের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ওয়াকি-টকি দেওয়া হচ্ছে। কবচ সিস্টেম চালু করার জন্য আর্থিক বরাদ্দও হয়েছে। শীঘ্রই কাজ শুরু হবে।'

বাস্তব অবশ্য বলছে অন্য কথা। রেল সূত্রেই খবর, গত এক বছরে কাটিহার ডিভিশনেই অন্তত ৫০ বার স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালিং ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়েছে। আলিপুরদুয়ার ডিভিশনেও এমন ঘটনা ঘটেছে একাধিকবার। কাটিহার ডিভিশনের কাটিহার স্টেশনে ২৬০টি ওয়াকি-টকি থাকার কথা। কিন্তু ২০২৪ সালে সেটা ছিল মাত্র ৭২টি।

এরপর দশের পাতায়

সাতে-পাঁচে নেই, কারও সঙ্গে নেই

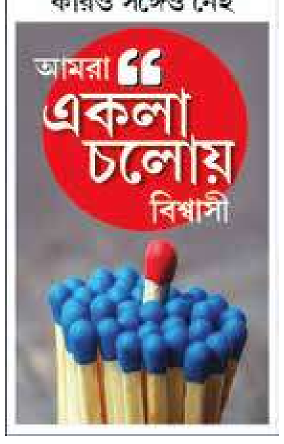

বদলিতে প্রভাব খাটায় চক্র

পান্ডাদের সঙ্গে যোগ টলিউড নায়িকার

সপ্তর্ষি সরকার

ময়নাগুড়ি, ১৭ জুন : রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার গ্যাস পাইপলাইনের ক্ষতিপূরণ বিলিকে কেন্দ্র করে কয়েক বছর ধরে কোটি কোটি টাকার খেলা চলছে ময়নাগুড়ি বিএলআরও অফিসকে ঘিরে। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে, পাইপলাইনের ক্ষতিপূরণ বিলির নামে নানা কায়দায় সংগঠিত চক্রের পকেটে ঢুকেছে এক থেকে দেড়শো কোটি টাকা। মোটা অঙ্কের এই লেনদেনের যোগ রয়েছে দুবাই পর্যন্ত। চক্রের পান্ডা হিসেবে নাম উঠে আসছে ময়নাগুড়ি বিএলএলআরও অফিসে সক্রিয় দুই দালালের। পুরো ঘটনায় যোগ মিলেছে টলিউডের এক নামী নায়িকার। গ্যাস পাইপলাইন থেকে আগের এক দফায় হওয়া মোটা উপার্জনের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে মরিয়া দালালচক্রের পান্ডারাই প্রভাব খাটাচ্ছে বিএলএলআরও বদলি কাণ্ডে।

গেইল-এর পাইপলাইনে কোটি কোটি টাকায় ফুলেফেঁপে ওঠা দুই দালালের সঙ্গে ব্লকের এক ভূমিকর্তার দহরম-মহরম সর্বজনবিদিত। এই অফিসের আনাচ-কানাচে কান পাতলেই শোনা যায় একসময় টেকাটুলি ও সাপ্টিবাড়ি থেকে সাইকেলে চেপে বিএলএলআরও অফিসে আসা দুই দালালের রকেট গতিতে দিনবদলের গল্প। এঁদের একজনের একাধিক ফ্ল্যাট রয়েছে রাজ্য তথা দেশের নানা শহরে। আরেকজন দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে পা রেখেছেন দুবাইয়ে। প্রতিবছরই সেখানে তাঁর যাতায়াত। একাধিক পেট্রোল পাম্পের মালিক সেই দালাল বর্তমানে জমি ও ফ্ল্যাট ব্যবসায় বড় বিনিয়োগ করেছেন। দেশে-বিদেশে রিয়েল এস্টেটে মোটা বিনিয়োগের সূত্রেই তাঁর সঙ্গে সখ্য টলিউডের এক নামী অভিনেত্রীর। পার্টির শীর্ষ নেতৃত্বের ঘনিষ্ঠ বৃত্তে থাকা সেই নায়িকার মাধ্যমেই নবান্ন তথা ভূমি দপ্তরের শীর্ষ স্তরে প্রভাব ফেলতে সফল হয়েছে দালালচক্র।

পাইপলাইন কাণ্ড থেকে বদলির অর্ডার সবেতেই সরাসরি যোগ রয়েছে এই জেলায় কর্মরত ভূমি দপ্তরের এক মহিলা কর্মী এবং এক পুরুষ আধিকারিকের। ময়নাগুড়ির এক তৃণমূল নেতার কথায়, ইতিমধ্যেই আমরা দলীয় স্তরেও জানিয়েছি ময়নাগুড়ির বিএলএলআরও অফিসের দুর্নীতির সমস্ত ঘটনা। এর দায় দলের ওপরেই আসছে। ওই মহিলা আধিকারিক পদে থাকলে আগামী বিধানসভা ভোটেও আমাদের পরাজয় কেউ রুখতে পারবে না। পাইপলাইনের টাকা নিয়ে যা হয়েছে তা অবিশ্বাস্য এবং নিন্দারও অযোগ্য।

সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই কাজ শেষ হওয়া গেইলের পাইপলাইনের ক্ষতিপূরণ থেকে মোটা রোজগার হওয়ায় এই এলাকা এখন জমি মাফিয়াচক্রের পাখির চোখ।

এরপর দশের পাতায়

কালা কারবার

- গেইল-এর পাইপলাইন পাতার ক্ষতিপূরণে এক থেকে দেড়শো কোটি টাকা দালালচক্রের পকেটে
- এবার এনআরএল-এর পাইপলাইন পাতার কথা হতেই ফের আসরে দালালরা
- কারবার মসৃণ রাখতেই ভূমি দপ্তরের কর্তাদের বদলিতেও খবরদারি

বেপরোয়া বাইকে গতির বলি ৩

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৭ জুন : বেপরোয়াভাবে বাইক চালানোর খেসারত দিতে হল প্রাণের বিনিময়ে। দুটি পৃথক ঘটনায় তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন আরও তিনজন। সোমবার রাতে নাগরাকাটার গ্রাসমোড় চা বাগানের এক তরুণ ও এক কিশোর এবং জিতি চা বাগানের এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। গয়েরকাটা থানার আইসি কৌশিক কর্মকার বলেন, 'অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। বেপরোয়া বাইক চালানোর বিষয়টি নিয়ে আমাদের সচেতনতামূলক কর্মসূচি অব্যাহত আছে। আরও বাড়ানো হবে। প্রত্যেকে যাতে হেলমেট পরে নিয়ন্ত্রিত বেগে বাইক চালায়, এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'

পুলিশ জানায়, মৃতদের নাম প্রহ্লাদ মুন্ডা (১৬) ও দেব মাহালি (২১)। তাঁদের বাড়ি গ্রাসমোড় বাগানের চার নম্বর শ্রমিক মহল্লায়। শুক্রবার সন্ধ্যায় ওই দুই তরুণ এলাকারই আরও দুজনের সঙ্গে নাগরাকাটার দিকে গিয়েছিলেন। রাত দেড়টা নাগাদ একই বাইকে চেপে ৪ জন ফেরার পথে ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের সুলকাপাড়া টোল প্লাজার সামনে দুর্ঘটনার মুখে পড়েন। দ্রুতগতিতে থাকা বাইকটি টোল প্লাজার এক পাশের লোহার ব্যারিকেডে সজোরে ধাক্কা মারে। ওই ব্যারিকেডের পাশ দিয়েই বাইক চলাচলের রাস্তা। মারাত্মক জখম অবস্থায় উদ্ধার করে পুলিশ তাঁদের সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে দুজনকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। বাইক আরোহী অপর দুই তরুণ আশিস লাকড়া ও রোহিত মুন্ডাকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে রেফার করা হয়। বর্তমানে রোহিত শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে আইসিইউ-তে চিকিৎসাধীন। অপর তরুণ মালবাজার হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।

অন্যদিকে, সোমবার দুপুরে নাগরাকাটা থেকে চম্পাগুড়িগামী রাস্তায় চা গবেষণা কেন্দ্রের সামনে একই কায়দায় বেপরোয়া গতির একটি বাইক ধাক্কা মারলে দুজন গুরুতর জখম হয়েছিলেন। পরে রাতে অলোক মাহাতো (১৬) নামে এক কিশোরের মৃত্যু হয়। দীপক ওরাওঁ নামে আরেক তরুণের মালবাজার হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। দুজনেরই বাড়ি জিতি চা বাগানের নয়া লাইনে।

এদিকে এদিন গ্রাসমোড়ের ৪ নম্বর শ্রমিক মহল্লায় ছিল কার্যত শ্মশানের নিস্তব্ধতা। চম্পাগুড়ির সেন্ট মেরিজ বোর্ডিং হাইস্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র প্রহ্লাদের এমন অকাল মৃত্যু মেনে নিতে পারছিলেন না কেউই। তার বাবা বিনোদ বলেন, 'ছেলে কী জন্যে বাইকে করে নাগরাকাটায় গিয়েছিল কিছুই জানা নেই। সন্ধে ৮ নাগাদ একটু আসছি বলে বেরিয়ে পড়ে। পরে রাতে পুলিশ মারফত মৃত্যুর খবর পাই।'

এরপর দশের পাতায়

গ্রাসমোড় চা বাগানের মৃত তরুণের বাড়িতে শোকার্ত পাড়াপ্রতিবেশীরা।

তেহরান খালির বার্তা ট্রাম্প, নেতানিয়াহুর

তেহরান ও তেল আভিভ, ১৭ জুন : যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজার বীভৎস ছবিটাই যেন ফুটে উঠছে তেহরানে। ইরানের রাজধানী ক্রমেই ধ্বংসস্তূপের চেহারা নিচ্ছে। পরমাণু হামলা না হলেও তেজস্ক্রিয় বিকিরণের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। রাষ্ট্রসংঘ নিয়ন্ত্রিত আন্তর্জাতিক শক্তি নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র জানিয়েছে, ইরানের নাতানজ পরমাণুকেন্দ্রটি ইজরায়েলের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাতে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

এছাড়া শুধু সোমবার সারাদিকে ইজরায়েলের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা হয়েছে তেহরানের অন্তত ৮০টি জায়গায়। বেশ কয়েকটি বহুতল ধূলিসাৎ। সরকারিভাবে মৃতের সংখ্যা ২২৮। নিহতদের মধ্যে ৭০ জন মহিলা ও শিশু। আহতের সংখ্যা ১,২০০ ছাড়িয়েছে।

আরও বড় ধাক্কা ইরান সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক মেজর জেনারেল আলি শাদমানির মৃত্যু। মাত্র তিনদিন আগে সেনাপ্রধানকে তেল আভিভ খতম করায় শাদমানি ওই পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তেহরানের প্রাণকেন্দ্রে ইরানি সেনার সদর দপ্তর ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিধ্বস্ত দশা ইরানের সরকারি টেলিভিশন কেন্দ্রের। সম্প্রচার চলাকালীনই হামলা হয়। সংবাদপাঠককে বিস্ফোরণের

এরপর দশের পাতায়

রেলপথে হাতি রুখতে প্রযুক্তি

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৭ জুন : ট্রেনের ধাক্কায় হাতিমৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে একাধিকবার। অনেক হাতি জখমও হয়েছে। সেটা রুখতে রেলের ভরসা ইনট্রুশন ডিটেকশন সিস্টেম (আইডিএস)। ইতিমধ্যে আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের মাদারিহাট থেকে নাগরাকাটা রুটে ৫২ কিলোমিটারে এই প্রযুক্তির কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। সম্প্রতি নাগরাকাটা থেকে সেবক এবং মাদারিহাট থেকে আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশন সংলগ্ন রাজাভাতখাওয়া পর্যন্ত আরও ৯৪ কিলোমিটার অংশে কাজ শুরু হয়েছে। এপ্রিল মাস থেকে প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ শুরু হয়ে যায়।

বিশেষ করে কুনকি হাতি দিয়ে ট্রায়াল রানের পর আইডিএস ব্যবহারের সবুজ সংকেত মেলে। এখন পরিকাঠামোগত বিষয়ের কাজ শুরু হয়েছে বলে রেল সূত্রে খবর। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে জঙ্গল রুটে এই প্রযুক্তি ব্যবহারের কাজ

৯৪ কিমিতে কাজ শুরু

শেষ করতে চাইছে রেলমন্ত্রক। কারণ শীতকাল এবং আমন ধান পাকার সময় হাতির রেললাইন পারাপারের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু কুয়াশাজনিত কারণে অনেকসময় ট্রেনের চালক রেললাইনে হাতির উপস্থিতি ঠাহর করতে পারেন না। ফলে রেল-হাতি সংঘাতের সংখ্যা বাড়ে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের চিফ পাবলিক রিলেশন অফিসার (সিপিআরও) কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলেন, 'আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে নতুন করে ৯৪ কিমি রেললাইনে আইডিএসের কাজ শুরু হয়েছে। চলতি বছরেই কাজ শেষ করার লক্ষ্য রয়েছে।' ২০২৩ সালে রাজাভাতখাওয়া এসকে ১২৬ নম্বর লেভেল ক্রসিং গেট সংলগ্ন এলাকায় ট্রেনের ধাক্কায় তিনটি হাতির মৃত্যুর ঘটনার পর আইডিএস ব্যবহারের দাবি জোরালো হয়। তারপরেই আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে শিলিগুড়ি জংশন পর্যন্ত জঙ্গল রুটে এই প্রযুক্তি ব্যবহারের উদ্যোগ নেয় রেলমন্ত্রক। আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে প্রায় ১৪৬ কিমি আইডিএসের কাজ শেষ হলে রেললাইন এবং লাইন সংলগ্ন হাতির উপস্থিতি জানা সম্ভব হবে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলে এর জন্য বরাদ্দ হয়েছে প্রায় ২৫ কোটি টাকা।

সুইডেন, নিউজিল্যান্ডে যাচ্ছে মালদার আম

অরিন্দম বাগ

মালদা, ১৭ জুন : জেলা উদ্যানপালন ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দপ্তরের উদ্যোগে এবছরই প্রথম সুইডেন ও নিউজিল্যান্ডে পাড়ি দিল মালদার বিখ্যাত তিন প্রজাতির আম। আরও দুই দেশে ব্যবসার পথ খুলে যাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই খুশি মালদার আম ব্যবসায়ীরা। পাশাপাশি, আমেরিকার বাজার ধরতে উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন প্যাক হাউসের দাবি উঠতে শুরু করেছে জেলাজুড়ে।

এই মরশুমে মালদায় প্রায় ৩১ হাজার হেক্টর জমিতে আমের ফলন হয়েছে। আড়াই থেকে তিন লক্ষ মেট্রিক টন আম উৎপাদনের আশা করা হচ্ছে। এবছর বেশ কয়েকটি ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশের পাশাপাশি মালদার আম পাড়ি দিয়েছে সুইডেন ও নিউজিল্যান্ডে। দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর সামন্ত লায়েক বলেন, 'মালদার আম বিদেশে রপ্তানির জন্য আমরা প্রথম থেকেই উদ্যোগ নিয়েছিলাম। সম্পূর্ণ জৈব পদ্ধতি মেনে এবং ব্যাগিং সিস্টেমের মাধ্যমে বেশ কিছু বাগানে আম চাষ করা হয়েছিল। যার ফল আমরা পেয়েছি। নতুন দুটি দেশ থেকে আমের অর্ডার এসেছে।' ইতিমধ্যে সুইডেনে হিমসাগর, ল্যাংড়া ও আম্রপালি এই তিন প্রজাতির ৬৫০ কেজি আম রপ্তানি করা হয়েছে। নিউজিল্যান্ডে হিমসাগর ও ল্যাংড়া আম ৪০০ কেজি পাঠানো হচ্ছে।

নয়া অটিজম থেরাপি

কলকাতা, ১৭ জুন : বিশ্ব অটিস্টিক প্রাইড দিবস উপলক্ষ্যে ডিসান হাসপাতাল এবং বেঙ্গালুরুভিত্তিক বিহেভিয়ার মোমেন্টাম ইন্ডিয়া (বিএমআই) একত্রে পূর্ব ভারতে প্রথমবার অ্যাপ্লায়েড বিহেভিয়ার অ্যানালিসিস (এবিএ) থেরাপি চালুর কথা ঘোষণা করল। ডিসান এবং বিএমআইয়ের যৌথ উদ্যোগে গঠিত হয়েছে 'মাইন্ডস্পেস অ্যাকাডেমি' নামের অটিজম এবং নিউরোডেভেলপমেন্ট সাপোর্ট সেন্টার। সেখানে প্রাথমিক স্ক্রিনিং, নৈতিক এবং বৈজ্ঞানিক আচরণভিত্তিক থেরাপি, অভিভাবক সহায়তা এবং সহকারী বিহেভিয়ার টেকনিসিয়ান প্রশিক্ষণ থাকবে। বিএমআইয়ের প্রতিষ্ঠাতা তথা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এবিএ বিশেষজ্ঞ ডঃ স্মিতা আবাস্তি বলেন, 'এটা শুধুমাত্র একটি থেরাপি চালু করা নয়, এর মাধ্যমে বৈজ্ঞানিকভাবে অটিজম মোকাবিলার ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।' ডিসান হাসপাতালের নিউরোডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভের ডিরেক্টর শাওলি দত্তও একই কথা বলেন।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে আগামী ২০-৬-২৫ ইং তারিখে বিকাল ৩ ঘটিকায় কোচবিহার ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির অধীনে জোড়াদিঘি ও চৌরঙ্গী (বড়দিঘি) পুকুর দুটি শর্তসাপেক্ষে চুক্তিভিত্তিক ইজারা প্রদান করা হইবে। উক্ত ইজারায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রত্যেককে উক্ত সময়ের পূর্বে কোচবিহার ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির কার্যালয়ে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ব্যবসা/বাণিজ্য

যে কোনও ধরনের বিজ্ঞাপন যেমন- কোর্ট নোটিশ, পাত্র-পাত্রী, জন্মদিনের শুভেচ্ছা, অ্যাফিডেভিট ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-রমেন দে, মাধব মোড়, আলিপুরদুয়ার। ফোন নম্বর-৮৬১৭৬৬৪২১৯ / +91 9474591866. (C/116828)

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে য়ার্ডের উন্নতকরণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ৪৭/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ১৩-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার সংখ্যা. ২১-এপি-I-২০২৫। কাজের নামঃ য়ার্ডের উন্নতকরণ- জামালদাহ, গোপালপুর, মাথাভাঙা এবং চাপাগুড়ি য়ার্ড। টেন্ডার রাশিঃ ৮৩,২৬,৩৯২.৭৯/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১,৬৬,৫০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৪-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা হবেঃ ০৪-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে স্টাফ কোয়ার্টারের নির্মাণ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ৫৩/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখঃ ১৩-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ টেন্ডার নংঃ ১৫-এপি-II-২০২৫। কাজের নামঃ এসএসই ডব্লিউ/II/আলিপুরদুয়ার জং. অধিক্ষেত্রের অধীনে অফিসার্স কলোনিতে ২ ইউনিট টাইপ-৫ কোয়ার্টারের নির্মাণ এবং অফিসার্স কলোনিতে জরাজীর্ণ কোয়ার্টারের পরিবর্তে ৬ ইউনিট টাইপ-II ডবল স্টোরি স্টাফ কোয়ার্টারের নির্মাণ। টেন্ডার মূল্যঃ ২,৮৯,৩৫,৪৯১.৭৮ টাকা; বায়নার ধনঃ ২,৯৪,৭০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০৭-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা হবে ০৭-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

Army Public School, Bengdubi

VACANCY FOR LOCAL SCREENING BOARD (LSB III)

S.No	Post	Subject	Nature of Appointment
(A) Teaching Staff			
1)	PGT	Physics	Adhoc
2)	TGT	English, Hindi, Maths, Science,Social Science	
3)	PRT	All Subjects	
4)	PPRT	All Subjects	
(B) Non Teaching Academic Staff			
1)	Asst. Librarian		Contractual
C) Non Teaching Adm Staff			
1)	LDC		Contractual

1) Details of vacancies, eligibility criteria and format of application are available on school website"www.apsbengdubi.org". Interested candidates can download the application form from school website. Application form alongwith demand draft of Rs. 250/- in favour of Army Public School, Bengdubi and all educational & experience certificates duly self attested must be sent to Army Public School, Bengdubi on or before 21 Jun 2025 by 1400hrs. Thereafter no applications will be accepted. Application forwarded through e-mail will not be accepted.
2) Age limit not exceed 40yrs in respect of candidates who do not have any teaching/work experience. Candidates between 40 to 57 years should have minimum teaching/work experience of 05 years in appropriate category.
3) A written test for language teachers (English & Hindi), non-teaching academic staff (Asst Librarian) and adm staff (LDC), computer literacy test for all candidates will be held at APS Bengdubi on the date of interview.
4) Salary shall be as per School norms.
5) Decision of SAMC (School Administration & Management Committee) will be final and abiding.
6) For further details please see our website www.apsbengdubi.org & contact School Office 0353- 2480238 & Mob No 8207070238, (Army No through Military Exchange Extn 6375).

সংশোধনী

এই কার্যালয়ের অধিসূচনা নং. ই/২৫৪/কিউ/ টিচার তারিখঃ ১১-০৬-২০২৫ এর আংশিক সংশোধনী মর্মে, অনুগ্রহ করে অধিসূচনাটির পারা ২ এ বাণীমন্দির উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিবর্তে বাণী মন্দির উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় রূপে পড়বেন।
ডিআরএম (পি)/কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

NOTICE

Ref: O.A Case No. 235 of 2018 in the matter of Sri Arun Kumar Jha & 02 others Vs Sri Suklal Roy & 26 others.
Take notice that as per the order dated 18.11.2024 of the Hon'ble W.B.L.R.T, 3rd Bench, Kolkata in O.A No. 235 of 2018, a date of hearing has been fixed on 24.06.2025 at 12.00 hrs at the Office of the S.D.L & L.R.O, Siliguri, Kutchery Road, PS- Siliguri. In this regard, all concerned parties are directed to remain present at the venue of hearing with all connected papers as per the mentioned schedule. The land schedule involved in the instant matter is as follows:
LR plot no. 257, Area 1.62 acres Mouza- Palash, J.L. No. 43 Block Matigara, Dist- Darjeeling. Dated 13-06-2025
Sd/
Deputy Director and Sub Divisional Land & Land Reforms Officer Siliguri, Dist- Darjeeling

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে ইয়ার্ডের উন্নয়ন

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ৪৬/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখঃ ১৩-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ টেন্ডার নংঃ ২০-এপি-I-২০২৫। কাজের নামঃ ইয়ার্ড উন্নয়ন - ... টেন্ডার মূল্যঃ ৩,২৪,৩০০.০০ টাকা ... ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০৪-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা হবে ০৪-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পৃষ্ঠভাগের প্রস্তুতকরণ এবং পরবর্তী পরিষ্কারকরণের কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ডিবিডব্লিউএস-এনআইটি -০৯-২০২৫-২৬ তারিখঃ ১৩-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নামঃ ... টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৮-০৭-২০২৫ ... www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পথের স্থায়ী রক্ষণাবেক্ষণ এবং আনুষঙ্গিক কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ৫২/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ১৩-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. ১৭-এপি-III-২০২৫ ... ০৭-০৭-২০২৫ ... ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank
ALLAHABAD

জোনাল অফিস : ২, চার্চ রোড, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)

ই-অকশন ০৭/০৭/২০২৫ তারিখে সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকেল ০৪:০০ টা

সারফাইসি অ্যাক্ট ২০০২ এর অন্তর্ভুক্ত "যেখানে যেমন আছে, যেখানে যা কিছু আছে এবং যেখানে যাই থাকুক" ভিত্তিতে ওয়েবসাইট https://www.mstcecommerce.com এর দ্বারা প্রদত্ত ই-অকশন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে হবে।

যোগাযোগের ব্যক্তি : ১. শ্রী সুমন কুমার, অনুমোদিত আধিকারিক, মোবাইল নং : ৯০৮৩৭০১৮১৫
২. কুমার মণীশ, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, মোবাইল নং : ৭০২১৬১৭৯৪৯
তারিখ : ১৭.০৬.২০২৫, স্থান : শিলিগুড়ি
অনুমোদিত আধিকারিক

কাটিহারে হাল্কা উন্নীতকরণ এবং অন্যান্য কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ... তারিখঃ ১০-০৬-২০২৫। ... www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

হারানো/প্রাপ্তি

আমি কৌশল্যা দাস বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাংকের পতিরাম শাখাতে ফিক্সড ডিপোজিটের সার্টিফিকেট (যার নাম্বার-৫৪২২১৪০০৬০২৮৮) হারিয়ে গেছে। কেউ যদি পেয়ে থাকেন তবে ৭৯০৮৫০৭২৫৪ নম্বরে যোগাযোগ করুন। (C/116949)

অ্যাফিডেভিট

I Shri Basudeb Sarkar, Son of Pabitra Kumar Sarkar, residing in Matigara Police Qtr, Ramkrishna Para, Matigara, District Darjeeling, do hereby state that my name has been wrongly / mistakenly written on my son's Secondary Education (Class - X) Certificate as Basudev Sarkar. Therefore by affidavit sworn before the Ld. Notary Public at Siliguri on 12/06/2025 I declare that Basudeb Sarkar and Basudev Sarkar is same and one identical person, i.e. myself. (C/116942)

•

আমার ভোটার I. Card নং WB/01/005/507508 নাম ভুল থাকায় গত 16.6.25, সদর, কোচবিহার J.M. 1st Court-এ অ্যাফিডেভিট বলে আমি Thelo Barman এবং Sabita Burman এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি, হিসেবে পরিচিত হলাম। হাড়িভাঙ্গা, কোতোয়ালি, কোচবিহার। (C/115972)

কর্মখালি

ইলেক্ট্রনিক্স দোকানের জন্য স্টাফ চাই (প্রমাণপত্র সহ)। বেতন 9,000/-। যোগাযোগ ঃ 'মিউজিকা', ঋষি অরবিন্দ রোড, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি। (C/116827)

•

Gangtok Mall, Hotel & Dis. Company, বিভিন্ন পদে পরিশ্রমী লোক চাই। 94341-17292. (C/116827)

•

ফ্যাক্টরির জন্য গার্ড/সুপারভাইজার চাই। বেতন 12,500/-, PF+ESI, থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস, মাসে ছুটি। M :- 8653609553. (C/116828)

বিক্রয়

শিলিগুড়ির বাগরাকোটে উত্তম চালু অবস্থায় ১৫-২০টি বিভিন্ন কোম্পানির ৬০০ ওয়াটের ইউপিএস বিক্রি করা হবে। আগ্রহীরা বেলা এগারোটা থেকে বিকেল পাঁচটার মধ্যে যোগাযোগ করতে পারেন। ৯৬৭৮০৭২০৮৭

•

3 BHK, ফ্ল্যাট ও গ্যারাজ বিক্রি। নতুনপাড়া, জলপাইগুড়ি। মো. নং- 8001260008. (C/116934)

হারানো/প্রাপ্তি

আমি সোমা গোস্বামী Chain Sale deed No 5616 Date-8-08.2013 এই নম্বর দলিলটি 04/06/2025 তারিখে হারিয়ে যায়। যদি কেউ পেয়ে থাকেন তাহলে 7602345354 No. যোগাযোগ করবেন। (C/116943)

•

আমি সুশান্ত দত্ত Chain Gift Deed No-12397 Date-7/9/1983 এই নাম্বার দলিলটি গত 12/05/2025 তারিখে হারিয়ে যায়। যদি কেউ পেয়ে থাকেন তাহলে 8670249189 নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। (C/116944)

•

আমি, জোতরাম আগরওয়াল, রামজিলাল আগরওয়ালের ছেলে, দর্শনা ভিলা (সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের পিছনে), জ্যোতিনগর, ডন বসকো স্কুলের কাছে, পি.ও. সেবক রোড, পি.এস. ভক্তিনগর, জেলা জলপাইগুড়ি, পিন নং 734001-এ থাকি, আমার নিবন্ধিত বিক্রয় দলিল, ১৯৯৫ সালের বিয়িং নং ১-২৭৩৮, ২০১২ সালের বিয়িং নং ৫৬১, নিবন্ধিত জেনারেল পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি (বাংলা আমমোক্তারনামা), হারিয়ে গেছে। জিডি (বিকেএন আরএস জিডিই নং ৮৭০ তারিখ : ১৬.০৬.২০২৫) পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার ভক্তিনগর থানায় দায়ের করা হয়েছে। যদি কেউ পেয়ে থাকলে যোগাযোগ করতে পারেন : শ্রী জোতরাম আগরওয়াল, রামজিলাল আগরওয়ালের পুত্র, দর্শনা ভিলায় (সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের পিছনে), জ্যোতিনগর, ডন বসকো স্কুলের কাছে, পি.ও. সেবক রোড, পি.এস. ভক্তিনগর, জেলা জলপাইগুড়ি, পিন নং 734001 মোবাইল নং 9609901874. (C/116947)

Office of the
Block Development Officer
Tufanganj - I Dev Block
Tufanganj, Cooch Behar

NOTICE INVITING TENDER

E-tender are invited vide this office Memo No. 1955, Dated : 17-06-25, NIT - 02(BDO)/2025-26, Last date of Bid submission are 02-07-2025 Intending tenderers may contact this Office for details.
Sd/-
Block Development Officer
Tufanganj - I Development Block

NIT NO-DDP/N-09/2025-26

e-Tenders for 14 (Fourteen) no. of works under 15th FC, BEUP & 5th SFC invited by Dakshin Dinajpur Zilla Parishad. Last Date of submission for NIT No-DDP/N-09/2025-26 is 26/06/2025 at 13.00 Hours. Details of NIT can be seen in www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Additional Executive Officer, Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

পিএসআই নির্ধারিত রক্ষণাবেক্ষণ ও অনির্ধারিত রক্ষণাবেক্ষণের কাজ

বিড নংঃ জিইএম/২০২৫/বি/৬৩৪২৯৯০, তারিখ ঃ ১৩-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ কাজের নাম ঃ দুই বছর (২৪ মাস) সময়ের জন্য কাটিহার ডিভিশন অধিক্ষেত্রের অধীনে পিএসআই ডিপো কাটিহার, সামসি, আররিয়া, বুনিয়াদপুর ও রায়গঞ্জের পিএসআই নির্ধারিত রক্ষণাবেক্ষণ ও অনির্ধারিত রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ৩,০৯,০৭,৬০৭.৭২ টাকা; বায়নার ধনঃ ৩,০৪,৬০০.০০ টাকা। বিড সমাপ্তির তারিখ ১০-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা। বিড খোলার তারিখ ১০-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টা। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১০-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত https://www.Gem.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনি. ডিইই/টিআরডি ও জিএম/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৯০৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৯৫৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৪৬০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১০৭৪৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১০৭৫৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আজ টিভিতে

গয়নার বাক্স রাত ১০.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ আবিষ্কার, দুপুর ১.০০ সঙ্গী, বিকেল ৪.০০ গ্রেফতার, সন্ধে ৭.০০ বড়বউ, রাত ১০.০০ গয়নার বাক্স, ১.০০ কালপুরুষ
জলসা মুভিজ : দুপুর ১২.১৫ শুধু তোমার জন্য, বিকেল ৩.০৫ আশ্রিতা, সন্ধে ৬.৩০ দাদা, রাত ১০.০০ বরবাদ
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ একাই একশো, দুপুর ১.৩০ সুখ দুঃখের সংসার, সন্ধে ৭.৩০ ত্রিনয়নী, রাত ১০.৩০ একান্ত আপন
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ কলকাতা ৭১
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ বকুল প্রিয়া
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ রূপসী দোহাই তোমার
জি সিনেমা এইচডি : বেলা ১১.৫৩ সূর্যবংশী, দুপুর ২.৪৬ গাঙ্গুবাই কাথিয়াওয়াড়ি, বিকেল ৫.৪৯ রাউডি নম্বর ওয়ান, রাত ৮.০০ গদর-টু, ১১.২৮ খাকি
স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি : বেলা ১১.১৫ মহেঞ্জোদারো, দুপুর ২.১৫ গুড লাক জেরি, বিকেল ৪.১৫ নিউ ইয়র্ক, সন্ধে ৬.৪৫ হিরো, রাত ৯.০০ অকিরা, ১১.১৫ বরফি
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.৩০ সরকার-থ্রি, ২.৪৫ বব বিশ্বাস, বিকেল ৫.০৫ বদলা, সন্ধে ৭.০৬ অ্যাক্সিডেন্টাল প্রাইম মিনিস্টার, রাত ৯.০০ দ্য কাশ্মীর ফাইলস, ১১.৪৬ তুফান

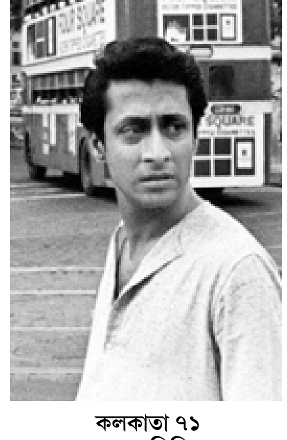

কলকাতা ৭১
দুপুর ২.৩০ ডিডি বাংলা

কিসি কা ভাই কিসি কি জান
দুপুর ২.৫০ অ্যান্ড পিকচার্স

রমেডি নাউ : দুপুর ১২.১২ পেনেলাপ, ১.৪১ ডাউন উইথ লভ, বিকেল ৩.২২ বুকস্মার্ট, সন্ধে ৬.৪৬ ইট প্রে লভ, রাত ১০.৩৭ মি বিফোর ইউ

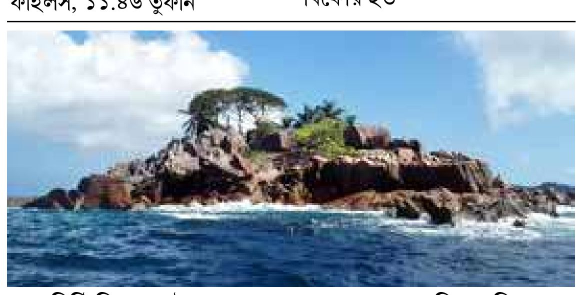

মিস্টিরিয়াস আইল্যান্ডস রাত ১১.৩০ ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : অতি উৎসাহে কোনও হওয়া কাজ পণ্ড হতে পারে। পরিবারের কিছু সদস্য আপনার বিরুদ্ধে যেতে পারেন। **বৃষ :** কোমর ও ঘাড়ের ব্যথার জন্য চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হতে পারে। অভিনয়, সংগীতশিল্পীরা ভালো সুযোগ পাবেন। **মিথুন :** পেটের কারণে কোনও পারিবারিক অনুষ্ঠানে যাওয়া বাতিল করতে হতে পারে। বকেয়া অর্থ ফেরত পাবেন। **কর্কট :** দীর্ঘকালীন আর্থিক বিনিয়োগে সুফল পেতে পারেন। সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তিতে বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ। **সিংহ :** নিজের শ্রম, বুদ্ধির দ্বারা কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি ও বদলির খবর পেতে পারেন। আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশি। **কন্যা :** পথেঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। বাবা-মায়ের পরামর্শে সংসারে শান্তি ফিরবে। একাধিক উপায়ে আয়ের সম্ভাবনা। **তুলা :** সামান্য ভুলে প্রচুর অর্থ নষ্ট হতে পারে। বন্ধুদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক এড়িয়ে চলুন। **বৃশ্চিক :** বিকেলের পর বাড়িতে আত্মীয় সমাগম। কর্মক্ষেত্রে আশাতীত সাফল্য পেতে পারেন। **ধনু :** কোনও সহৃদয় ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হতে পারে। জরুরি কাগজপত্র বাইরের কাউকে দেখাবেন না। **মকর :** সামান্য অলসতায় কোনও বহুজাতিক কোম্পানিতে সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণায় সাফল্য পাবেন। **কুম্ভ :** বন্ধুর দ্বারা আর্থিক প্রতারণার শিকার হতে পারেন। সন্তানের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কাটবে। **মীন :** পৈত্রিক সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ মেটার সম্ভাবনা আছে। অতি সাহসে কোনও কাজে বাধা পড়তে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৩ আষাঢ় ১৪৩২, ভাঃ ২৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৮ জুন, ২০২৫, ৩ আহার, সংবৎ ৭ আষাঢ় বদি, ২১ জেলহজ্জ। সূঃ উঃ ৪।৫৬, অঃ ৬।২২। বুধবার, সপ্তমী দিবা ১০।৩৩। পূর্বভাদ্রপদনক্ষত্র রাত্রি ৯।৫৪। প্রীতিযোগ দিবা ৬।৭ পরে আয়ুষ্মানযোগ রাত্রি ৩।৩৩। ববকরণ দিবা ১০।৩৩ গতে বালবকরণ রাত্রি ৯।৩৪ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, অপরাহ্ণ ৪।১০ গতে মীনরাশি বিপ্রবর্ণ, রাত্রি ৯।৫৪ গতে অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে-ত্রিপাদদোষ, দিবা ১০।৩৩ গতে দ্বিপাদদোষ, রাত্রি ৯।৫৪ গতে দোষ নাই। কালবেলাদি ৮।১৭ গতে ৯।৫৮ মধ্যে ও ১১।৩৯ গতে ১।১৯ মধ্যে। কালরাত্রি ২।১৭ গতে ৩।৩৬ মধ্যে। যাত্রা- মধ্যম উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ৬।৫৭ গতে বায়ুকোণে নৈর্ঋতেও নিষেধ, দিবা ১০।৩৩ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যরোপণ ধান্যচ্ছেদন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- অষ্টমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। দিবা ১০।৩৩ গতে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪২ গতে ১১।১৫ মধ্যে ও ১।৫৫ গতে ৫।২৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৯।৫৫ মধ্যে ও ১২।৩ গতে ১।২৯ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

এটিএম লুটের সিংহভাগ টাকা নিয়ে গায়েব

এখনও অধরা সল্লু

শুভদীপ শর্মা

ময়নাগুড়ি, ১৭ জুন : বৌলবাড়ির রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের এটিএম ভেঙে টাকা লুটের ঘটনায় এখনও পলাতক পঞ্চম দুষ্কৃতী সল্লু খানের কাছেই রয়েছে সিংহভাগ টাকা। ঘটনায় ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এমনটাই তথ্য পেয়েছে পুলিশ। মঙ্গলবার হাওড়া জেলা গোয়েন্দা শাখা ও জলপাইগুড়ি সিআইডির একটি বিশেষ দল ময়নাগুড়ি থানায় এসে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে। পাশাপাশি বিভিন্ন রাজ্যের পুলিশ ও ময়নাগুড়ি থানার সঙ্গে যোগাযোগ করছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। এটিএম লুটের ঘটনায় পঞ্চম অপরাধী সল্লুকে খুঁজতে বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে জোরদার তল্লাশি চলাচ্ছে পুলিশ। সোমবার ধৃত নরেশ কোহলিকে এদিন জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে ১০ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

শুক্রবার রাতে ময়নাগুড়ির বৌলবাড়ি বাজারের একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের এটিএম কাউন্টারে গ্যাস কাটার দিয়ে এটিএম কেটে প্রায় ৫৪ লক্ষ টাকা নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। তদন্তে নেমে এখনও পর্যন্ত ঘটনায় জড়িত চারজনকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। ধৃতরা বিহার, রাজস্থান ও হরিয়ানার বাসিন্দা। ধৃতদের কাছ থেকে এখনও পর্যন্ত প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা উদ্ধার হলেও বেশিরভাগ টাকা নিয়ে গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে সল্লু। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এমনটাই পুলিশ জানতে পেরেছে।

এদিকে, এটিএম লুটের ঘটনায় জড়িত চক্রটি গোটা দেশেই এ ধরনের একাধিক অপরাধ সংঘটিত করায় তাদের জেরা করার জন্য বিভিন্ন রাজ্যের পুলিশ জেলা পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেছে ইতিমধ্যেই। হাওড়া জেলা গোয়েন্দা শাখা ও জলপাইগুড়ি সিআইডির একটি বিশেষ দল ময়নাগুড়ি থানায় এসে দফায় দফায় জেরা করেন মহম্মদ সামশের খান, আসলুপ খান ও ইরফান খানকে। ধৃত আরেক অপরাধী নরেশ কোহলিকে নিয়ে এদিনও পুলিশের একটি বিশেষ দল সল্লুর খোঁজে বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে তল্লাশি চালায়।

ময়নাগুড়ি থানায় ঢুকছে সিআইডির দল। মঙ্গলবার।

জিজ্ঞাসাবাদ

- ধৃত চারজনকে ময়নাগুড়ি থানায় এসে জেরা হাওড়া জেলা পুলিশের গোয়েন্দা শাখার
- জেরা করেছে জলপাইগুড়ি সিআইডি
- পঞ্চম দুষ্কৃতীর খোঁজে বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে তল্লাশি ধৃত নরেশ কোহলিকে সঙ্গে নিয়ে
- দেশের বিভিন্ন রাজ্যের পুলিশও ময়নাগুড়ি থানার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে ধৃতদের বিষয়ে জানতে

জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'গোটা দেশেই এই অপরাধীদের বিষয়ে তথ্য দেওয়া হয়েছিল। অনেক জায়গা থেকেই তাদের বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে। অপরাধে যুক্ত পঞ্চম ব্যক্তি এবং বাকি টাকার খোঁজ চলছে। আশা করা যায় শীঘ্রই সাফল্য মিলবে।'

গাড়ির ধাক্কায় আহত ২

বেলাকোবা, ১৭ জুন : শিকারপুর অঞ্চলের ফকোটিয়া মোড়ের একটি ফাস্ট ফুডের দোকানে মঙ্গলবার রাত ৮টার সময় একটি ছোট গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঢুকে পড়ে। এই ঘটনায় ওই দোকানে থাকা দুজন ক্রেতা আহত হন। পাশাপাশি তিনটি বাইক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে ফুলবাড়ির একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যান। পুলিশ জানিয়েছে, আহতরা হলেন সিদ্ধেশ্বর রায় ও বিষ্ণু রায়। বেলাকোবা ফাঁড়ির পুলিশ গাড়িটিকে বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি গাড়ির চালককে গ্রেপ্তার করেছে।

শ্লীলতাহানির অভিযোগ

বেলাকোবা, ১৭ জুন : দেওরের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ তুললেন বৌদি। ঘটনাটি ঘটেছে রাজগঞ্জ ব্লকের পানিকৌরি গ্রাম পঞ্চায়েতের ফুটকিপাড়ায়। সোমবার রাজগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ওই মহিলা। ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ। অভিযোগকারী জানিয়েছেন, গত ১৩ জুন তাঁর দেওর মোটরবাইক নিয়ে ধাক্কা মারে। এরপর বাঁশ দিয়ে মারধর করে। এমনকি শ্লীলতাহানি করা হয় বলেও অভিযোগ। বিষয়টি নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতেও অভিযোগ জানান ওই মহিলা।

মশারি বিতরণ

নাগরাকাটা, ১৭ জুন : ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়া রুখতে মঙ্গলবার থেকে নাগরাকাটা ব্লকের ৬ হাজার মশারি বিতরণ শুরু করল স্বাস্থ্য দপ্তর। ওই বিশেষ ধরনের মশারির পোশাকী নাম লং লাস্টিং ইনসেক্টিসিডিয়াল নেট (এলএলআইএন)। শুধু খেরকাটা গ্রামেই দেওয়া হল ১ হাজার মশারি। পাশাপাশি বামনডাঙ্গা, টন্ডু, ক্যারন, কলাবাড়ি চা বাগানেও মশারি দেওয়া হচ্ছে।

স্বাস্থ্য দপ্তরের জলপাইগুড়ির জেলা পতঙ্গবিদ রাহুল সরকার বলেন, 'এই মশারি অন্তত ৩ বছর ভালো থাকবে। ২৪ ঘণ্টা বাড়িতে মশারি টাঙানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।' মশারি বিতরণ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ব্লক ম্যালেরিয়া ইনস্পেকটর সজল সরকার।

ঘুঘুর মড়ক

চালসা, ১৭ জুন : একসঙ্গে ২০-২৫টি ঘুঘুর মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল মেটেলির দক্ষিণ ধূপঝোরায়। মঙ্গলবার বিকেলে একটি ধানের চারা রোপণের জমিতে পাখিগুলিকে মৃত অবস্থায় দেখতে পান স্থানীয়রা। খবর পেয়ে এলাকায় যান ধূপঝোরা বিটের বনকর্মী সহ যৌথ বন সুরক্ষা কমিটির সদস্যরা। খবর দেওয়া হয় বন দপ্তরের খুনিয়া স্কোয়াডে। সন্ধ্যায় খুনিয়া স্কোয়াডের রেঞ্জ অফিসার সজলকুমার দে সহ বনকর্মীরা এলাকায় পৌঁছান। তাঁরা মৃত পাখিগুলিকে নিয়ে আসেন। পরিবেশপ্রেমী সুমন চৌধুরী বলেন, কী করে একসঙ্গে এত ঘুঘু মারা গেল, তার তদন্ত হওয়া উচিত। ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে বলে জানান রেঞ্জ অফিসার।

মাছ ধরার প্রস্তুতি।। মঙ্গলবার নেওড়া নদীতে অ্যানি মিত্রের তোলা ছবি।

নির্মল নামে প্রহসন

শৌচাগারের জন্য লক্ষাধিক আবেদন

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৭ জুন : আট বছর আগেই নির্মল জেলা হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল কোচবিহারকে। অথচ প্রশাসনের হিসাবেই দেখা যাচ্ছে গত ৫ বছরে জেলায় বাড়িতে শৌচাগার তৈরি করার জন্য আবেদন করেছেন লক্ষাধিক মানুষ। এরমধ্যে প্রশাসন ৭০ হাজার ৫০০টি শৌচাগারের অনুমোদন দিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, ২০১৭ সালে কি তাহলে কোচবিহার জেলা সত্যি সত্যিই নির্মল হয়েছিল? নাকি খাতায়-কলমে নির্মল ঘোষণা করা হয়েছিল।

স্যানিটেশন নিয়ে মঙ্গলবার কোচবিহার জেলা পরিষদে রিভিউ বৈঠক হয়। সেখানেই এমন তথ্য উঠে এসেছে। তবে এখানেই শেষ নয়, বৈঠক সূত্রে আরও খবর, রাজ্য থেকে পাঠানো ২৪ জনের (জেলার প্রতিটি ব্লকে ২ জন করে) তৃতীয় পক্ষের একটি টিম গত ১২-১৪ জুন তিনদিন ধরে জেলায় সমীক্ষা চালায়। তাদের সেই সমীক্ষা রিপোর্টেও উঠে এসেছে, জেলায় এখনও বেশ কিছু কাঁচা শৌচাগার রয়েছে। এছাড়া বেশ কিছু শৌচাগার রয়েছে যেগুলি ব্যবহার করা হয় না।

কয়েক বছর আগে কোচবিহার নির্মল জেলা হিসাবে ঘোষণা হওয়ার পরেও শৌচাগারের জন্য জেলায় এত আবেদন প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হলে জেলা পরিষদের অ্যাডিশনাল এগজিকিউটিভ অফিসার (এইও) সোমেন দত্ত বলেন, 'অনেক পরিবার ভেঙে গিয়েছে। সে কারণেই এত আবেদন বলে আমাদের ধারণা।' ফলে সবমিলিয়ে শৌচাগার নিয়ে কোচবিহার জেলা যে খুব একটা ভালো জায়গায় রয়েছে তা বলা যাবে না। মঙ্গলবারের রিভিউ বৈঠকে স্বচ্ছ ভারত মিশনের ডিরেক্টর সন্তোষা গুব্বি, যুগ্ম সচিব পীযূষ গোস্বামী, জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা বর্মন, জেলা শাসক অরবিন্দকুমার মিনা, অতিরিক্ত জেলা শাসক সোমেন দত্ত প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

কোচবিহার জেলায় ১ লক্ষ ১৩ হাজার বাংলার বাড়ি তৈরি হচ্ছে। সেগুলিতে যাতে শৌচাগার থাকে তা দেখতে বলা হয়েছিল। কিন্তু বাংলার বাড়ি যারা সমীক্ষা করেছে, তারা হিসাব দিয়েছে এর মধ্যে প্রায় ৩৬ হাজার বাড়িতে কোনও শৌচাগার নেই। এতেই চমকে ওঠে জেলা প্রশাসন। যদিও সমীক্ষার সেই রিপোর্ট তাদের বিশ্বাস হয়নি। এই অবস্থায় সপ্তাহখানেক আগে প্রশাসনের তরফে জেলার বিডিওদের নির্দেশ দেওয়া হয় এই ৩৬ হাজার বাড়ি আবার সমীক্ষা করে দেখতে। এখনও পর্যন্ত প্রায় ১৯-২০ হাজার বাড়ি সমীক্ষা হয়েছে। এর মধ্যে তিন হাজারের মতো বাড়িতে শৌচাগার নেই। সমীক্ষা সম্পূর্ণ হলে এই সংখ্যা দ্বিগুণ বা তার বেশি হবে বলাই যায়। এর থেকেই পরিষ্কার, জেলায় এখনও কয়েক হাজার বাড়িতে শৌচাগার নেই।

বাস্তব চিত্র

- ৮ বছর আগে কোচবিহারকে নির্মল জেলা ঘোষণা
- গত পাঁচ বছরে জেলায় বাড়িতে শৌচাগার তৈরির আবেদন লক্ষাধিক
- ব্লকভিত্তিক সমীক্ষাতেও জানা গিয়েছে বহু বাড়িতে কাঁচা শৌচাগার রয়েছে
- বাংলার বাড়ি প্রকল্পের সমীক্ষাতেও ৩৬ হাজার বাড়িতে শৌচাগার নেই

ডেঙ্গুয়াঝাড়ে দুই চিতাবাঘ

জলপাইগুড়ি, ১৭ জুন : চিতাবাঘের আতঙ্ক জলপাইগুড়ি লাগোয়া ডেঙ্গুয়াঝাড় চা বাগানে। গত এক সপ্তাহে বেশ কয়েকটি চিতাবাঘ দেখেছেন এই বাগানের শ্রমিকরা। অনেকে চিতাবাঘের ছবি মোবাইলে দূর থেকে তুলেছেনও। শ্রমিকদের কথা শুনে ও ছবি দেখে বাগানের ম্যানেজার সুবীর গঙ্গোপাধ্যায় ঘটনাটি বন দপ্তরকে জানিয়েছেন। জলপাইগুড়ি শহর থেকে মাত্র ৪ কিমি দূরে ডেঙ্গুয়াঝাড় চা বাগানে আগে কখনও চিতাবাঘের উপদ্রব দেখা যায়নি।

বাগানে এখন সন্ধ্যা নামলেই অধিকাংশ চা শ্রমিক ভয়ে বাড়ি ঢুকে পড়ছেন। বাগানের কর্মী বিশ্রাম ওরাওঁ বলেন, 'আমাদের ধারণা, দুটো চিতাবাঘ ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনেক চৌকিদার এক সপ্তাহে বেশ কয়েকবার চিতাবাঘ দেখেছেন।' আরেক শ্রমিক বিবিয়ান ওরাওঁ বলেন, 'হাঁস, মুরগি, ছাগল, বাছুর তুলে নিয়ে গিয়েছে চিতাবাঘ। এখন তো ভয়ে ভয়ে পাতা তুলতে যাচ্ছি।' ডেঙ্গুয়াঝাড়ের ম্যানেজার সুবীর গঙ্গোপাধ্যায় জানান, পাশে জয়পুর, ভান্ডিগুড়ি চা বাগানে এর আগে লেপার্ড, বাইসন এসেছিল। পাশে বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল বলে সেখান থেকেও আসতে পারে। খবর পেয়ে বনকর্মীরা বাগানে ঘুরে গিয়েছেন। তাঁরা খাঁচা পাতবেন বলে জানিয়েছেন।

পাট চাষে সাফল্য

ধূপগুড়ি, ১৭ জুন : সিড ড্রিল পদ্ধতিতে পাট চাষ করে সাফল্যের মুখ দেখছেন কৃষকরা। কৃষি দপ্তরের সহায়তায় ঝাড় আলতা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম ডাঙ্গাপাড়া এলাকায় ৪০ জন কৃষক জোটবদ্ধভাবে এই পদ্ধতিতে চাষ করছেন।

ধূপগুড়ির সহ কৃষি অধিকর্তা তিলক বর্মন বলেন, 'সার্টিফায়েড বীজ দিয়ে এবং বীজ শোধন করিয়ে চাষের কাজে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী মরশুমে অন্যান্য চাষের কাজেও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে চাষের কাজ করানো হবে।'

জাতীয় সড়কে গোরু, নাকাল বিন্নাগুড়িবাসী

বানারহাট, ১৭ জুন : গোরুর উৎপাত জাতীয় সড়কে। তাতে ভোগান্তির শেষ নেই স্থানীয় বাসিন্দাদের। চাল-আটা কিনে কেউ বাইকে রেখে এদিক-ওদিক গেলে সেই ব্যাগ নিয়ে চম্পট দেয় গোরুর পাল। বিন্নাগুড়ি এলাকায় ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে এই সমস্যা হচ্ছে। দিন হোক বা রাত, ওই সড়কের যত্রতত্র কোথাও দলবেঁধে, আবার কোথাও রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়।

পরপর কয়েকটি ঘটনায় নাজেহাল সাধারণ মানুষ। প্রশাসনের কোনও হেলদোল নেই। স্থানীয় বাসিন্দারা চান, পুলিশ কোনও কঠোর পদক্ষেপ করুক। না হলে উৎপাত বেড়েই চলবে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বিন্নাগুড়িতে কয়েকজন বাড়ির গোরুগুলি ছেড়ে দেন। খাবারের লোভে গোরুগুলি বিন্নাগুড়ি বাজার এলাকায় জাতীয় সড়কে দাঁড়িয়ে থাকায় সমস্যা তৈরি হচ্ছে।

একসময় এই গোরুর মালিকদের সতর্ক করতে পুলিশ মাইকে প্রচার করেছিল। ডেকে বকুনিও দিয়েছিল। কিন্তু পরে সতর্কতায় ঢিলে দেওয়ায় গোরুর উৎপাত ফের বেড়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, পুলিশ আগের মতো কঠোর হলে সাধারণ মানুষ খানিকটা হলেও স্বস্তি পাবে।

বানারহাট থানার ট্রাফিক পুলিশের ওসি আনন্দ নার্জিনারি বলেন, 'আমরা খুব শীঘ্রই মাইকিং করব, যাতে গোরু রাস্তায় না আসে। নাহলে অন্য ব্যবস্থা নেব।' বিন্নাগুড়ি ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বিজয় প্রসাদ মনে করেন, গোরুর মালিকদের সচেতন হতে হবে। রাস্তার ওপর চলে আসা গোরুগুলি দুর্ঘটনার কারণ হোক, এটা কাম্য নয়।

জ্বর-ডায়ারিয়ার রোগীদের ভিড় হাসপাতালে

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ১৭ জুন : দিনভর রোদ এবং রাতভর বৃষ্টি, আবহাওয়ায় এমন খামখেয়ালিপনায় এবারে বাড়ছে নানা রোগের প্রকোপ। বিশেষত শিশু এবং বয়স্কদের মধ্যে ডায়ারিয়া এবং জ্বরের প্রকোপ দেখা যাচ্ছে। যা নিয়ে হাসপাতালে রোগীদের উপচে পড়া ভিড় হচ্ছে। চিকিৎসকরা এই আবহাওয়া বদলে খুব সতর্কভাবে চলার পরামর্শ দিচ্ছেন।

মঙ্গলবার দেখা যায়, ধূপগুড়ি হাসপাতালের আউটডোরে রোগীদের লম্বা লাইন। বেশিরভাগই জ্বর-সর্দিকাশির রোগী। এদিকে এরই মধ্যে ধূপগুড়িতে নতুন করে দুজনের শরীরে ডেঙ্গি ধরা পড়েছে। এর মধ্যে ঝাড়আলতা-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় যিনি আক্রান্ত হয়েছেন, তিনি সদ্য বাইরে থেকে এসেছেন এবং অপর ব্যক্তি বারোঘরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের। তিনি এখানেই আক্রান্ত হয়েছেন বলে স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর। দুজনের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

এদিকে, হাসপাতালে অনেকেই জ্বর ও ডায়ারিয়া নিয়ে আসছেন। জ্বর নিয়ে হাসপাতালে যাওয়া এক রোগীর আত্মীয় টুম্পা মণ্ডল বলেন, 'এক মাঝবয়সি আত্মীয় প্রথম দিকে শারীরিক দুর্বলতা বোধ করছিল, এরপরই জ্বরে আক্রান্ত হয়েছে। তাই হাসপাতালে এনেছি।'

পরিস্থিতির কথা ভেবে বাচ্চা ও বয়স্কদের জন্যে বিশেষ যত্ন নেওয়ার কথা বলছেন চিকিৎসকরা। তাঁদের আরও বক্তব্য, মাঝবয়সিরা কাজে বের হলেও রোদ থেকে যাতে বাঁচা যায় সেদিকে গুরুত্ব দিতে হবে। বাইরে বেরোলে ছাতা, সানগ্লাস ব্যবহার করতে হবে, রোদ থেকে এসেই ঠান্ডা পানীয় পান করা যাবে না। সাধারণ তাপমাত্রার জল খেতে হবে। মাঝেমধ্যে ডাবের জলও খাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকরা।

ধূপগুড়ি হাসপাতালের চিকিৎসক তথা বিএমওএইচ ডাঃ অঙ্কুর চক্রবর্তী বলেন, রোদ গায়ে যতটা কম লাগানো যায়, সেদিকে খেয়াল রাখা এবং গরমে বাচ্চাদের বাড়ির বাইরে না বের করাই ভালো। রাতের দিকে আবহাওয়া একটু ঠান্ডা হলে সেই সময় বেরোনো যেতে পারে। একই দাবি করেছেন আরেক চিকিৎসক ডাঃ কল্লোল কর। তিনি বলেন, 'রোদে ঘেমে গিয়ে সেটা গায়ে শুকানো যেমন খারাপ, তেমনি গরম থেকে বাঁচতে ঠান্ডা জল বা অন্য ঠান্ডা পানীয় পান না করাই ভালো। সব দিক খেয়াল রেখে চললে সুস্থ থাকা যাবে।'

ধূপগুড়ি হাসপাতালে রোগীদের উপচে পড়া ভিড়।

রোগীরা চিকিৎসক পাচ্ছেন না

ক্রান্তি, ১৭ জুন : গত ৬ জুন ক্রান্তি ব্লকের উত্তর সারিপাকুড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসক না থাকাকে কেন্দ্র করে তুলকালাম কাণ্ড বেধে গিয়েছিল। ক্রান্তি-ওদলাবাড়ি রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখিয়েছিল বিজেপি। এরপরও অবস্থার কোনও উন্নতি হয়নি। চলতি সপ্তাহে মঙ্গলবার এবং শনিবার এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসক ছিলেন না। বিষয়টি নিয়ে বেজায় ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা। এব্যাপারে ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পঞ্চানন রায়ের মন্তব্য, 'এলাকার সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করে চিকিৎসক তুলে অন্য জায়গায় না নেওয়ার জন্য আমরা স্বাস্থ্য দপ্তরকে একাধিকবার জানিয়েছি। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসক না থাকায় সাধারণ মানুষকে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।'

ব্লকের ছয়টি গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁচটিতে ক্ষমতায় থাকা সহ এলাকার দুটো জেলা পরিষদের আসন এবং ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতি সবেতেই কর্তৃত্ব দখল করেছে শাসকদল। কিন্তু ক্রান্তি ব্লকে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে শোচনীয় দশা তৃণমূলকে অনেকটাই ব্যাকফুটে ফেলে দিচ্ছে বলে রাজনৈতিক মহলের ব্যাখ্যা। এক্ষেত্রে বিজেপির আন্দোলন মানুষের সহানুভূতি কুড়িয়েছে। বিজেপির মহিলা মোর্চার জেলা সভানেত্রী দীপা বণিকের অভিযোগ, 'প্রশাসনের আশ্বাসে আমরা সেদিন অবরোধ তুলে নিয়েছিলাম। দিনের পর দিন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসক থাকবেন না সেটা আমরা কোনওভাবেই আর মানতে রাজি নই।' চিকিৎসক না থাকায় ক্রান্তি ফাঁড়ির পুলিশকেও সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। অনেক সময় আসামির মেডিকেল পরীক্ষার সময় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যেতে হয়। কিন্তু চিকিৎসক না থাকায় সেই সময় ওদলাবাড়ি কিংবা মালবাজারে ছুটতে হয়। সমস্যায় পড়ছেন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কর্মীরাও। এক কর্মীর কথায়, 'মেডিকেল অফিসার না থাকলে আমাদেরও অনেক ক্ষেত্রে সমস্যা হয়। জটিল অসুখ নিয়ে আসা রোগীকে ঘুরিয়ে দিতে আমাদেরও খারাপ লাগে।' মাল ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক দীপঙ্কর কর যদিও সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন।

উত্তর সারিপাকুড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়িনী হলেন কলকাতা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা - এর একজন বাসিন্দা পূর্ণিমা সর্দার - কে 28.03.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 56C 18357 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "আমি প্রায়শই ডিয়ার লটারির মাধ্যমে অনেককে কোটিপতি হওয়ার খবর শুনেছি কিন্তু আমি কোনদিন কল্পনা করতে পারিনি এটি আমার সাথে ঘটবে। একদিন আমি আমার ভাগ্য পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলাম, কারণ টিকিটের মূল্য খুবই স্বল্প ছিল এবং বর্তমানে আমি একজন কোটিপতি, প্রথম পুরস্কার জয়লাভের মধ্য দিয়ে। আমার জীবনে এমন একটি পরিবর্তন ঘটানোর জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো।"

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

বিদ্যুৎকর্মীদের বাধা, মানাবাড়িতে আটক ৪

গ্রামের ওপর দিয়ে হাইটেনশন নিতে আপত্তি

মালবাজার, ১৭ জুন : সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে মঙ্গলবার মাল ব্লকের ওদলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের মানাবাড়ি চা বাগানে আটক করা হয় এক মহিলা সহ চারজনকে। এতে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ালে পরিস্থিতি সামাল দিতে মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশবাহিনী। আটকদের মুক্তির দাবি জানিয়েছেন গ্রামবাসী।

ঘিস নদীর তীরে একটি বেসরকারি রিসর্টে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়াকে কেন্দ্র করে ঘটনাটি ঘটে। ওই রিসর্টে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার জন্য গ্রামের ওপর দিয়ে হাইটেনশন তার নেওয়া হলে গাছপালার ক্ষতি হবে বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি। সেই কারণে তাঁরা বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির কাজে বাধা দেন। পুলিশের উপস্থিতিতেই ওই ঝামেলা হয়। আটক ৪ জনের মধ্যে ২ জন পড়ুয়া।

সরকারি নিয়ম মেনে গত বছরের ২৯ এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ বণ্টন নিগমের কাছে প্রায় ১০ হাজার টাকা ফি জমা দিয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহের আবেদন করেছিল ওই রিসর্ট কর্তৃপক্ষ। মাস ছয়েক আগে সেই সংযোগ দেওয়ার জন্য ১১০০০ ভোল্টের হাইটেনশন তার বসানোর উদ্যোগ নিয়েছিল রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি। তখনও স্থানীয় গ্রামবাসীর বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয় বিদ্যুৎ সংস্থাকে। ওই ঘটনা জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে মামলা করেছিলেন রিসর্ট মালিক। গত ৯ জুন সার্কিট বেঞ্চ দুই সপ্তাহের মধ্যে পুলিশের উপস্থিতিতে বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানিকে নির্দেশ দেয়। সেই নির্দেশ মেনেই মঙ্গলবার বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে মানাবাড়িতে পৌঁছান বিদ্যুৎকর্মীরা। তখনই তাঁরা বাধার মুখে পড়েন। গ্রামবাসীর অভিযোগ, কোর্টের নির্দেশটি প্রশাসন তাদের জানায়নি।

সরানো হল টিআইসি-কে

জল্পেশ লক্ষ্মীকান্ত উচ্চবিদ্যালয়ে অভিভাবকদের বিক্ষোভের জের

অভিরূপ দে ও পূর্ণেন্দু সরকার

ময়নাগুড়ি ও জলপাইগুড়ি, ১৭ জুন : বিদ্যালয়ের একাধিক বিষয়ে অব্যবস্থা নিয়ে সোমবার অভিভাবকদের তুমুল বিক্ষোভের জেরে মঙ্গলবার জল্পেশ লক্ষ্মীকান্ত উচ্চবিদ্যালয়ের টিচার ইনচার্জকে সরিয়ে দিল বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি। এদিন বিদ্যালয়ে জরুরি বৈঠকে বসেন বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সদস্যরা। সেখানে পরিচালন সমিতির সদস্যরা ছাড়াও ময়নাগুড়ি উত্তর মণ্ডলের বিদ্যালয় পরিদর্শক নবনীতা মুখোপাধ্যায় সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। এদিকে, প্রাক্তন টিচার ইনচার্জ গণেশ সরকার অভিযোগ করেন, দুষ্কৃতী দিয়ে শারীরিক হেনস্তা করিয়ে এবং বাইরে থেকে স্কুলের প্যাডে লেখা পদত্যাগপত্রে সই করিয়ে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছে তাঁকে। এই ঘটনা বাইরে কোথাও বললে তাঁকে মেরে ফেলার হুমকিও দুষ্কৃতীরা দিয়েছিল। মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি জেলা স্কুল পরিদর্শক (মাধ্যমিক)-এর কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন তিনি।

পানীয় জল, শৌচাগার, ক্লাসরুম সহ বিদ্যালয়ের একাধিক অব্যবস্থার অভিযোগ তুলে সোমবার ময়নাগুড়ি ব্লকের জল্পেশ লক্ষ্মীকান্ত উচ্চবিদ্যালয়ে বিক্ষোভ দেখান পড়ুয়াদের অভিভাবক ও স্থানীয়রা। সেখানে বিদ্যালয়ের টিচার ইনচার্জ গণেশ সরকারের পদত্যাগের দাবি তোলা হয়। বিক্ষোভের মুখে তিনি পদত্যাগপত্র জমা দেন পরিচালন সমিতির সভাপতির কাছে। মঙ্গলবার বৈঠকে সেই পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়। বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য টিচার ইনচার্জ হিসেবে বিদ্যালয়ের প্রবীণ শিক্ষিকা রত্না অধিকারীর নাম চূড়ান্ত হয়েছে। বিষয়টি জেলা স্কুল পরিদর্শককে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফে অনুমোদনের জন্য জানানো হবে।

জল্পেশ লক্ষ্মীকান্ত উচ্চবিদ্যালয়ে পরিচালন সমিতির বৈঠক। মঙ্গলবার।

এদিন গণেশ বলেন, ‘আমি কোনও অন্যায় করিনি। স্কুলের সমস্যা নিয়ে পরিচালন সমিতির বৈঠক ডেকেছিলাম। সেখানেই যাবতীয় সমস্যা নিয়ে আলোচনা হত। কিন্তু তার আগেই আমাকে হেনস্তা করে পদত্যাগ করানো হয়েছে।’

> স্কুল পরিচালন সমিতি কাকে টিচার ইনচার্জ করবে সেটা তাদের এক্তিয়ারে পড়ে। আমরা তাদের প্রস্তাবকে অনুমোদন দিতে পারি। গণেশ সরকারের হেনস্তার বিষয়টি তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। তিনি পুলিশে জানাতে পারেন।
>
> **বালিকা গোলে,** *জেলা স্কুল পরিদর্শক (মাধ্যমিক)*

এদিকে, গণেশ সরকারের কোনও অভিযোগকেই আমল দিতে চাননি বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সভাপতি কার্তিক রায়। তিনি বলেন, ‘স্কুলের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অভিভাবকদের অনেকদিন ধরেই ওঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল। পদত্যাগপত্র গণেশ সরকার নিজের হাতেই আমাকে জমা দিয়েছেন। পরবর্তীতে আমরা বৈঠক করে রত্না অধিকারীকে টিআইসি করেছি।’

কিন্তু কেন গণেশের সঙ্গে এমনটা ঘটল তা নিয়ে রহস্য দানা বেঁধেছে। সূত্রের খবর, ওই স্কুলের এক শিক্ষকের স্কুলের বাইরে কিছু অপকর্ম নিয়ে কানাঘুষো শোনা যাচ্ছিল। ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে যাতে টিআইসি কোনও পদক্ষেপ না করেন, তার জন্যই এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে বলে শিক্ষকদের একাংশের দাবি।

পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি অঞ্জন দাস জানান, ‘গণেশ সরকারের বিরুদ্ধে স্কুল পরিচালনা নিয়ে অভিভাবকদের অনেকদিন ধরেই অভিযোগ ছিল।’ জলপাইগুড়ি জেলা স্কুল পরিদর্শক (মাধ্যমিক) বালিকা গোলে বলেন, ‘স্কুল পরিচালন সমিতি কাকে টিচার ইনচার্জ করবে সেটা তাদের এক্তিয়ারে পড়ে। আমরা তাদের প্রস্তাবকে অনুমোদন দিতে পারি। গণেশ সরকারের হেনস্তার বিষয়টি তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। তিনি পুলিশে জানাতে পারেন।’ বিদ্যালয়ের এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে ওঠা অপকর্মের অভিযোগের ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে ডিআই শুধু বলেন, ‘সেটা অন্য দপ্তরের বিষয়।’

নিহতদের স্মরণে

নাগরাকাটা, ১৭ জুন : আহমেদাবাদের মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনায় নিহতদের স্মরণ করল নাগরাকাটা সাংস্কৃতিক মঞ্চ। গত ১২ জুন ওই ঘটনায় যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন, তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এলাকার মহাদেব মোড়ে একটি কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। নিহতদের স্মরণে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ, মোমবাতি জ্বালানোর পাশাপাশি নীরবতা পালন করেন এলাকার উপস্থিত বাসিন্দারা। ছিলেন নাগরাকাটা সাংস্কৃতিক মঞ্চ ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সঞ্জয় কুজুর। তিনি বলেন, ‘এই শোক প্রকাশের কোনও ভাষা নেই।’ সাংস্কৃতিক মঞ্চের সম্পাদক নিবেদিতা সরকার ও সহ সম্পাদক কেয়া বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, অসহায় পরিবারগুলির পাশে যে আমরা প্রত্যেকেই মানসিকভাবে রয়েছি সেই বার্তা দিতেই এদিনের ক্ষুদ্র কর্মসূচি।

দাঁতালের দৌরাত্ম্য

নাগরাকাটা, ১৭ জুন : নাগরাকাটার বিভিন্ন প্রান্তে দলছুট হাতির দৌরাত্ম্য অব্যাহত। সোমবার গভীর রাতে বামনডাঙ্গা চা বাগানের বিচ লাইনের ৮২ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র একটি দাঁতালের হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হল। চ্যাংমারি চা বাগানের প্রেমনগর লাইনে একটি বাড়ি দুরমুশ করে দেয় অন্য আরেকটি দাঁতাল। খুনিয়া বন দপ্তরের রেঞ্জ অফিসার সজল দে ও ডায়নার রেঞ্জ অফিসার অশেষ পাল জানিয়েছেন, হাতির গতিবিধির প্রতি সতর্ক নজর রাখা হচ্ছে। বনকর্মীরা সন্ধে থেকেই উপদ্রুত এলাকায় টহল দিচ্ছেন।

গত ৩১ মে বামনডাঙ্গা চা বাগানের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটির নয়া ভবনের উদ্বোধন হয়। ১৭ দিনের মাথায় দাঁতাল জানলা, দরজা ভেঙে ফেলল। অন্যদিকে, চ্যাংমারি চা বাগানে ধূলিসাৎ হয়ে যাওয়া বাড়িটিতে এক মহিলা তাঁর সন্তানকে নিয়ে থাকতেন। হাতি দেখে তিনি কোনওরকমে পালিয়ে যান। ডায়না রেঞ্জের কর্মীরা গিয়ে দাঁতালটিকে তাড়িয়ে দেন। বর্তমানে ২০-২৫টি হাতি ডায়নার জঙ্গলে রয়েছে।

চুরি

রাজগঞ্জ, ১৭ জুন : রাজগঞ্জ ব্লকে বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বলরাম হাটে একটি সোনার দোকানের শাটার ভেঙে নগদ টাকা ও রুপোর গয়না চুরি করে পালাল একদল দুষ্কৃতী। দোকানের মালিক সিদ্ধার্থ কর্মকার বলেন, ‘নগদ ও রুপো মিলিয়ে আনুমানিক ৫০ হাজার টাকার চুরি হয়েছে। কোনও সোনার গয়না ছিল না। দোকানে সিসিটিভি ক্যামেরা ছিল, কিন্তু দুষ্কৃতীরা হার্ডডিস্ক খুলে নিয়ে চলে গিয়েছে।’ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ভোরের আলো থানার পুলিশ।

যমুনা নদীর তীরে শ্মশানের চুল্লি তৈরি হচ্ছে। মঙ্গলবার।

গ্রামবাসীর উদ্যোগে শ্মশানে চুল্লি

অমিতকুমার রায়

মানিকগঞ্জ, ১৭ জুন : অর্থবরাদ্দ হলেও স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের বিরোধিতায় শ্মশান গড়ে ওঠেনি। অবশেষে কোনওরকম সরকারি সাহায্য ছাড়া গ্রামের তরুণদের উদ্যোগে শ্মশানঘাট তৈরি করে চুল্লি বসানো হচ্ছে। যাবতীয় খরচের জন্য গ্রামবাসীদের কাছ থেকে চাঁদা তোলা হয়েছে। জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের নগর বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অমরখানা গ্রামের ঘটনা।

> **উদ্যোগ**
>
> ■ এলাকায় মৃতদেহ সংকারের জন্য কোনও চুল্লি নেই
>
> ■ অর্থবরাদ্দ হলেও স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের বিরোধিতায় শ্মশান গড়ে ওঠেনি
>
> ■ অবশেষে গ্রামের তরুণদের উদ্যোগে শ্মশানঘাট তৈরি করে চুল্লি বসানো হচ্ছে

আরাজি অমরখানা, ধর্মদেবপাড়া ও অমরখানা গ্রামগুলির কাছাকাছি এলাকায় মৃতদেহ সংকারের জন্য কোনও চুল্লি নেই। কেউ মারা গেলে গ্রামের থেকে দূরে নদীর ধারে খোলা জায়গাতে সংকারের কাজ করতে হয়। আবার বর্ষাকালে নিজেদের গ্রাম ছাড়িয়ে অন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের কোনও গ্রামে গিয়ে সেখানকার মানুষের অনুমতি নিয়ে তবে দেহ সংকার করা যায়। অনেক সময় সেসব জায়গায় দেহ সংকার নিয়ে চলে বাকবিতণ্ডা।

স্থানীয় বাসিন্দা ললিতা রায় জানান, ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী সংকারের জন্য মৃতদেহ নিয়ে বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর নদী পাড় করা যায় না। কিন্তু এতদিন সেই নিয়ম না মেনে পাশের গ্রাম পঞ্চায়েতে মৃতদেহ সংকারের জন্য নিয়ে যেতে হত।

এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে কয়েক বছর আগে গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে শ্মশান তৈরির জন্য অর্থবরাদ্দ করে টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছিল। স্থানীয় বাসিন্দা পরেশ রায়ের অভিযোগ, ‘স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য সারথি রায় তথা তাঁর স্বামী সুকুমার রায়ের বিরোধিতার কারণে ওই টেন্ডার বাতিল করা হয়ে যায়।’ যদিও সুকুমারের দাবি, ‘পঞ্চায়েত সদস্যকে অন্ধকারে রেখে গ্রামে শ্মশান তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। গ্রামে মৃতদেহ সংকারের ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা ছিল না। তার পরিবর্তে ওই অর্থ দিয়ে গ্রামের দুটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা ঢালাই করা হয়েছে।’

অমরখানা গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া যমুনা নদীর পাশে স্থানীয় বাসিন্দা দীপক রায়ের দান করা এক চিলতে জমিতে চুল্লি বসানোর কাজ শুরু করা হয়েছে। স্থানীয়দের মতে, চুল্লিটি তৈরি হলে আশপাশের গ্রামের প্রায় ৩০০টি পরিবার উপকৃত হবে।

জমিদাতা দীপক বলেন, ‘আমাদের এলাকায় মৃতদেহ সংকারের জন্য চুল্লি তৈরি করার বিষয়ে প্রশাসনের কোনও হেলদোল নেই। মৃতদেহ নিয়ে পার্শ্ববর্তী গড়ালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে যেতে হয়। তাই গ্রামের মানুষদের সাহায্য নিয়ে আমরা চুল্লি তৈরি করার কাজ শুরু করেছি।’ গ্রামের তরুণদের এই উদ্যোগকে বাসিন্দারা সাধুবাদ জানিয়েছেন।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com
প্রকৃত ও প্রতিবিম্ব।। বক্সায় ছবিটি তুলেছেন রাজদীপ দে।

কংগ্রেসের কর্মসূচিতে নেই শহরের কর্মীরা

সুশান্ত ঘোষ

মালবাজার, ১৭ জুন : জলপাইগুড়ি জেলা যুব কংগ্রেসের তরফে নাবালিকা ধর্ষণে অভিযুক্তের কঠোর শাস্তি ও চা বাগানগুলিতে মাদকাসক্তদের ঠেকাতে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়। মঙ্গলবার মাল থানায় বিষয়টি নিয়ে তাঁরা স্মারকলিপি জমা দেন। কিন্তু এদিন কংগ্রেসের এই কর্মসূচিতে মাল শহরের কোনও কর্মীকে দেখতে পাওয়া যায়নি। যুব কংগ্রেসের জলপাইগুড়ি জেলার সহ সভাপতি নবেন্দু মল্লিক বলেন ‘সাংগঠনিক দুর্বলতা আমরা মেনে নিচ্ছি। এটা সকলে জানে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর কংগ্রেসকে সবচেয়ে দুর্বল করেছে। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি কংগ্রেস নেতা তৈরি করে ও করে যাচ্ছে। শাসকদল আমাদের নেতাদের ভাঙিয়ে নিচ্ছে।’

কয়েক বছর ধরে কংগ্রেসের সংগঠন মাল শহরের বুকে নেই বললেই চলে। শহরের বুকে সবচাইতে পুরোনো রাজনৈতিক দলের দপ্তর কংগ্রেস ভবন। বর্তমানে সেটিকে স্থানীয় বাসিন্দারা অস্থায়ী ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পরিণত করেছেন। শহরের বুথে বুথে কোনও কর্মী নেই। কিন্তু একসময় এই কংগ্রেস ১৯৯৯-২০০১ সাল এবং ২০০৪-’০৯ সাল পর্যন্ত মাল পুরসভার ক্ষমতায় ছিল। ২০০৯-’২৩ সাল পর্যন্ত একক ক্ষমতায় না থাকলেও পুরসভায় কংগ্রেসের কাউন্সিলার ছিল। কংগ্রেস দুজন চেয়ারম্যান দিয়েছিল। আর সেই কংগ্রেসেরই বর্তমানে বুথে বুথে কর্মী নেই। নবেন্দুর কথায়, ‘আমাদের ভবনটি পরিষ্কারের বিষয়টি ব্লক নেতাদের দেখতে বলব। নয়তো যুবরাই ভবন পরিষ্কারের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেব।’ এদিনের কর্মসূচিতে জেলা যুব কংগ্রেস নেতৃত্ব ছাড়াও ব্লকের নেতৃত্বর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

যুব কংগ্রেসের তরফে এদিন দাবিপত্র তুলে দেওয়ার পাশপাশি তাঁরা মৌখিকভাবে সেকেন্ড অফিসারকে জানান, কয়েকদিন আগে মাল ব্লকের একটি চা বাগানের নাবালিকার উপর হওয়া নারকীয় নির্যাতনের ঘটনায় অভিযুক্তর কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত। পাশাপাশি চা বাগানগুলিতে মাদকাসক্তি কমাতে প্রশাসনের দ্রুত পদক্ষেপ করা দরকার। এসব যাতে পুলিশ প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করে সেই দাবিই করা হয়। কর্মসূচি শেষে নবেন্দুর বক্তব্য, ‘আমরা নির্যাতিতার বাড়িতে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পুলিশ আমাদের বারণ করে। আমরা তাঁদের নির্দেশকে সম্মান জানিয়ে থানায় স্মারকলিপি জমা দিয়েছি। আইনত অভিযুক্তকে অপরাধী প্রমাণ করতে যা পদক্ষেপ করতে হয়, তা করার দাবি রেখেছি। পুলিশ এখনও পর্যন্ত যা যা ব্যবস্থা নিয়েছে তাতে আমরা আশাবাদী। সেইসঙ্গে নেশার উৎসস্থলগুলি ভাঙতে হবে। এর সঙ্গে যুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। কারণ নেশাই সমাজকে নষ্ট করছে।’

মাল থানায় জলপাইগুড়ি জেলা যুব কংগ্রেসের কর্মীরা। মঙ্গলবার।

রাস্তার কাজ নিয়ে ক্ষোভ

শুভদীপ শর্মা

ময়নাগুড়ি, ১৭ জুন : উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের আর্থিক বরাদ্দে প্রায় তিন কোটি টাকা ব্যয়ে পেভার্স ব্লকের রাস্তার নির্মাণকাজ নিয়ে অভিযোগ তুললেন আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ বড়গিলার বাসিন্দারা। নিম্নমানের কাজের অভিযোগে মঙ্গলবার বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, কাজ শেষ হওয়ার আগেই যতটুকু এলাকায় রাস্তার নির্মাণকাজ হয়েছে সেখানে উঠে যাচ্ছে পেভার্স ব্লক। পাশাপাশি কয়েক কোটি টাকার রাস্তার কাজ হলেও কাজের কোনও শিডিউল টাঙানো হয়নি সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার সংস্থার তরফে। নিয়ম মেনে সঠিকভাবে কাজের দাবি তুলেছেন গ্রামবাসীরা। বিষয়টি তদন্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী উদয়ন গুহ।

গ্রামবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে ময়নাগুড়ি ব্লকের আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ বড়গিলা শিশুশিক্ষাকেন্দ্র থেকে দোমোহনি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের রাখালহাট বিএফপি বিদ্যালয় পর্যন্ত প্রায় ২২০০ মিটার পেভার্স ব্লকের রাস্তা নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয় উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর। এর জন্য বরাদ্দ করা হয় প্রায় তিন কোটি টাকা। মাস কয়েক হল রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। আর তাতেই গাফিলতি চোখে পড়ছে স্থানীয় বাসিন্দাদের। স্থানীয় গ্রামবাসী শৈলেন্দ্রনাথ রায়, প্রতুল রায়, কান্তেশ্বর রায়রা অভিযোগ করেছেন, কিছু কিছু জায়গায় পেভার্স ব্লক বসানো হয়েছে। তবে তা এমন মানের যে ছোটখাটো গাড়ি গেলেও উঠে যাচ্ছে।

যদিও এই কাজের সঙ্গে যুক্ত ঠিকাদার সংস্থার এক কর্মী রাজু বিন দাবি করেছেন, নিয়মমাফিক সমস্ত কাজ চলছে। অভিযোগ ভিত্তিহীন।

নিম্নমানের কাজ নিয়ে বিক্ষোভ গ্রামবাসীর। মঙ্গলবার দক্ষিণ বড়গিলায়।

সংঘাত রুখতে

বানারহাট, ১৭ জুন : মানুষ ও বন্যপ্রাণীর সংঘাত রুখতে চা শ্রমিকদের নিয়ে বিন্নাগুড়ি বন্যপ্রাণ শাখার পক্ষ থেকে সোমবার একটি সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। বানারহাট ব্লকের হলদিবাড়ি চা বাগানের ফ্যাক্টরির সামনে শ্রমিকদের নিয়ে এই শিবিরটির আয়োজন করা হয়েছিল। অন্যদিকে, হাতির হানায় আহত পরিবারগুলির সদস্যদের হাতে গরুমারা বন্যপ্রাণ শাখার ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন ক্ষতিপূরণের চেক তুলে দেন। এদিন কারবালা চা বাগানের তিনটি, কাঁঠালগুড়ি চা বাগানের একটি ও তেলিপাড়া চা বাগানের পাঁচটি পরিবারের সদস্যদের হাতে এই চেক তুলে দেওয়া হয়।

স্মারকলিপি

জলপাইগুড়ি, ১৭ জুন : পার্ট-টাইম টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের তরফে মঙ্গলবার জলপাইগুড়ির জেলা পরিষদের সভাধিপতির কাছে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। এদিন অ্যাসোসিয়েশন সদস্যরা ৪ দফা দাবি তুলে ধরেন। দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে ৬০ বছর পর্যন্ত কাজের নিশ্চয়তা প্রদান, সরকারি আওতাভুক্ত করা ইত্যাদি।

কাজ শুরু

বড়দিঘি, ১৭ জুন : মঙ্গলবার মাল ব্লকের কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের জুম্মাপাড়ায় একটি রাস্তার কাজের সূচনা হল। বর্ষার মরশুমে স্থানীয় বাসিন্দাদের ওই রাস্তাটি দিয়ে যাতায়াত করতে সমস্যা হত। রাস্তাটি নির্মাণে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা ব্যয় হবে।

ঋণ না পেয়ে বিপাকে উপভোক্তা

আবদুল লতিফ

গয়েরকাটা, ১৭ জুন : ব্যাংকের গাফিলতিতে উপভোক্তা কৃষিঋণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। পাশাপাশি, এ বিষয়ে জবাব চাইলে তাঁকে নাজেহাল করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ। সাঁকোয়াঝোরা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্রামীণ ব্যাংকের আংরাভাসা শাখার ঘটনা। এ বিষয়ে ব্যাংক ম্যানেজার সৌভিক দাসের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

আতাউল রহমান ২০০৯ সাল থেকে কিষান ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে এই ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধ করে আসছিলেন। অভিযোগ, কৃষিঋণের বকেয়া ১ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা পরিশোধ করলে তাঁকে পুনরায় মোটা অঙ্কের কৃষিঋণ প্রদান করা হবে মাস ছয়েক আগে তাঁকে ব্যাংকের তরফে জানানো হয়। ঋণের আশায় বহু কষ্টে আতাউল ১ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা পরিশোধ করেন। অভিযোগ, ফের ঋণ চাইতে গেলে তাঁর সিভিল স্কোরে সমস্যার কারণে আতাউলকে ঋণ দেওয়া সম্ভব নয় বলে ব্যাংক ম্যানেজার তাঁকে জানান। ঋণ নিয়েই আতাউল তাঁর সমস্ত কৃষিকাজ করেন। এই পরিস্থিতিতে ঋণ পেয়ে তিনি খুবই সমস্যায় পড়েছেন।

ছয় মাস ধরে সমস্যা চলার পর আতাউল সোমবার কয়েকজনকে নিয়ে ব্যাংকে যান। সেখানে ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলার পর তাঁকে একটি স্টেটমেন্ট কপি দেওয়া হয়। তাতে দেখা যায় গ্রাহকের নামে ২০০৯ সালে কৃষিঋণের পাশাপাশি অন্য আরেকটি ঋণ তোলা হয়েছে। সেই ঋণ আবার ২০২২ সালে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। কিন্তু ওই ঋণের কারণে তাঁর সিভিল স্কোরে সমস্যা হয়েছে। আতাউলের দাবি, তিনি এসবের কিছুই টের পাননি। ব্যাংকের এক উপভোক্তা কৃষ্ণপদ রায়ের দাবি, ‘আতাউলের সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষের তরফে সবকিছু স্পষ্ট করতে হবে।’

লো ভোল্টেজ সমস্যা মেটাতে বসল খুঁটি

ময়নাগুড়ি, ১৭ জুন : লো ভোল্টেজ সমস্যা মেটাতে বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি কাজ শুরু করল। সোমবার স্থানীয় মহিলারা ময়নাগুড়ির বিদ্যুৎ অফিসে এসে বিক্ষোভ দেখান। পরে ময়নাগুড়ি কাস্টমার কেয়ার সেন্টারের স্টেশন ম্যানেজার আখতার সর্দার রথেরহাট এলাকা পরিদর্শন করেন। এরপর মঙ্গলবার থেকে সেখানে কাজ শুরু হয়। ডব্লিউবিএসইডিসিএলের ময়নাগুড়ি কাস্টমার কেয়ার সেন্টারের স্টেশন ম্যানেজার আখতার সর্দার বলেন, ‘কয়েকটি খুঁটি বসাতে হবে। এদিন থেকে কাজ শুরু করে দেওয়া হয়েছে।’

ময়নাগুড়ি ব্লকের চূড়াভাণ্ডার গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ১৬/১৮৬ নম্বর রথেরহাট বুথে লো ভোল্টেজের জন্য পাখা চলে না ও আলোও অপর্যাপ্ত। কাজ শুরু হওয়ায় এলাকাবাসী খুশি। স্থানীয় বাসিন্দা দীপক রায়ের কথায়, ‘অনেক বছর ধরে এখানে লো ভোল্টেজের জন্য বাসিন্দারা ভোগান্তির শিকার। কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করায় আমরা খুশি।’

কৃষকসভার সম্মেলন মেটেলিতে

চালসা, ১৭ জুন : সারা ভারত কৃষকসভার মেটেলি থানা কমিটির ২৬তম প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। মঙ্গলবার বিধাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের কলাবাড়ি এলাকায় ওই সম্মেলন হয়। এদিন সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করে সম্মেলনের সূচনা করেন কৃষকসভার মেটেলি থানার বিদায়ি সভাপতি বীরেন্দ্রনাথ রায়। শহিদ বেদিতে পুষ্প প্রদান করা হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক আশিস সরকার। এদিনের সম্মেলনে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের নানান কৃষকবিরোধী নীতির কড়া সমালোচনা করা হয়। সারের কালোবাজারি, ফসলের ন্যায্য দাম ইত্যাদি বিষয়ে সরব হন বক্তারা। রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির বিষয়েও আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি আগামী বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

সম্মেলনে মাটিয়ালি ব্লকের বিভিন্ন এলাকার নানান সমস্যার বিষয়ে ১৯ দফা দাবির প্রস্তাব গৃহীত হয়। ব্লকের শতাধিক কৃষকসভার প্রতিনিধি সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। শেষে ২৫ জনের নতুন মেটেলি থানা কমিটিও গঠন করা হয়। থানা কমিটির সম্পাদক হিসেবে নতুন মুখ আশিস সরকারকে মনোনীত করা হয়। সভাপতি হিসেবে মনোনীত হয়েছেন মোস্তাফিজুর রহমান।

পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে কৃষকসভার থানা সম্মেলনের সূচনা।

আদিবাসী বিকাশ পরিষদের দ্বারস্থ

সুশান্ত ঘোষ

মালবাজার, ১৭ জুন : ঋণের জালে জড়িয়ে চা বাগানের কয়েকশো মহিলা প্রতারণাচক্রের ফাঁদে পড়েছেন। প্রতারক সংস্থার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে। কিন্তু এখনও কোনও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তাই সোমবার নেওড়া চা বাগানের ৫০ জন মহিলা আদিবাসী বিকাশ পরিষদের দ্বারস্থ হন। মঙ্গলবার আদিবাসী বিকাশ পরিষদের সম্পাদক বাবলু মাঝি বলেন, ‘নেওড়া চা বাগানের মহিলারা আমাদের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের সমস্যার কথা জানিয়েছেন। এদিন বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি। কয়েকদিনের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের কাছে স্মারকলিপি দেব।’ নাগরাকাটার প্রাক্তন বিধায়ক জোশেফ মুন্ডার নেতৃত্বে নাগেশ্বরী চা বাগানের ২০ জন মহিলা উত্তর কলোনির একটি মাইক্রোফিন্যান্স কোম্পানিতে উপস্থিত হন। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তাঁরা মাইক্রোফিন্যান্স কোম্পানির অফিসে যান। কিন্তু অফিসে কেউ না থাকায় অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেন। পরে রাত আটটার সময় কোম্পানির কর্মচারীরা এলে তাঁদের হাতে একটি চিঠি তুলে দেন।

বর্জ্য পৃথকীকরণ বাধ্যতামূলক

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ১৭ জুন : জেলার প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে সংগ্রহ করা বর্জ্য পদার্থ পৃথকীকরণ করতে হবে। পচনশীল বর্জ্য পদার্থকে গ্রামের কোনও একটি জায়গায় জমা করে সেখান থেকে জৈব সার তৈরি করতে হবে। স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্প নিয়ে জেলা স্তরের আলোচনা সভায় ব্লক প্রশাসনকে এই প্রকল্পের রাজ্য স্তরের আধিকারিকরা এমনই বার্তা দিলেন। মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ হলঘরে জেলার প্রতিটি ব্লকের আধিকারিক, গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্মাণসহায়ককে নিয়ে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণ রায় বর্মন, অতিরিক্ত জেলা শাসক রৌনক আগরওয়াল, জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ মহুয়া গোপ সহ জেলা প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিক সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পকে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতে কীভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে তা এদিন অডিও-ভিডিওর মাধ্যমে সবার সামনে তুলে ধরা হয়। অন্যদিকে, সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পে রাজ্যে ময়নাগুড়ি ব্লকের ভালো কাজের বিষয়টি এদিনের বৈঠকে উঠে আসে। জেলা পরিষদের তরফে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতকে বাড়ি থেকে আবর্জনা সংগ্রহের জন্য তিনটি করে ই-রিকশা প্রদান করা হয়েছে। সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পকে বাস্তবায়িত করতে হলে বর্জ্য পৃথকীকরণ বাধ্যতামূলক বলে এদিনের আলোচনায় স্পষ্ট করে বিডিওদের জানানো হয়েছে। পচনশীল বর্জ্য থেকে কীভাবে কম খরচে জৈব সার তৈরি করে সেটাকে বিক্রি করা সম্ভব তা এদিনের বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ মহুয়া গোপ বলেন, ‘ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি, ক্রান্তি, মেটেলি, নাগরাকাটা ব্লকের বেশ কিছু গ্রাম পঞ্চায়েত সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের ওপর ভালো কাজ করছে। ডুয়ার্সের যে এলাকাগুলোতে বেশি পর্যটক আসছেন আমরা সেই গ্রাম পঞ্চায়েতগুলোকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে এই প্রকল্প বাস্তবায়নে বেশি জোর দিয়েছি।’

রথ তৈরির ব্যস্ততা। মঙ্গলবার মানিকতলার ক্যানাল স্ট্রিটে আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

চিকিৎসা ব্যয় লাগামে বিল

আলোচনায় পিছিয়ে বিজেপি

কলকাতা, ১৭ জুন : রাজ্যে বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোমগুলিতে চিকিৎসার খরচে লাগাম টানতে চলতি আইনের সংশোধন করে বিল পাশ করল রাজ্য সরকার। মঙ্গলবার বিধানসভায় এই লক্ষ্যে পাশ হয়েছে 'দ্য ওয়েস্টবেঙ্গল ক্লিনিক্যাল এস্টাব্লিশমেন্টস (রেজিস্ট্রেশন, রেগুলেশন অ্যান্ড ট্রান্সপারেন্সি) সংশোধিত বিল ২০২৫'। বিলের মোদ্দা কথা, প্যাকেজে চিকিৎসা হলে নির্ধারিত টাকার বেশি রোগীর কাছে দাবি করা যাবে না। যদিও বিরোধীদের দাবি, এই বিলে অনেক খামতি রয়েছে।

এই বিল পাশকে কেন্দ্র করে আরজি কর সহ রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে সরকারের সমালোচনার সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারল না বিজেপি। বালুরঘাটের বিধায়ক অশোক লাহিড়ি ছিলেন এদিনের মূল বক্তা।

বিলে আরও স্বচ্ছতার দাবি করে তিনি বলেন, 'বেসরকারি হাসপাতালে রোগীর চিকিৎসা ও খরচ সংক্রান্ত রেকর্ড যদি রাখা সম্ভব হয়, তাহলে সরকারি হাসপাতালে তা প্রযোজ্য হবে না কেন?'

জবাবি ভাষণে চন্দ্রিমা বলেন, 'সরকার নিখরচায় চিকিৎসা পরিষেবা দেয়। তাই সরকারি হাসপাতালে ওই রেকর্ডের প্রয়োজন নেই। এই বিলের উদ্দেশ্য বেসরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থায় লাগামহীন খরচে রাশ টানার চেষ্টা।'

তবে বেসরকারি হাসপাতাল নিয়ে একাধিক অভিযোগ এদিন উঠে এসেছে শাসকদলের থেকেই। বিধানসভার স্বাস্থ্য বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান নির্মল মাজি বলেন, 'কিছু নেতার মদতে কিছু নার্সিংহোম গজিয়ে উঠেছে। এমন খবর আসে, যেখানে একবার সিটি স্ক্যান প্রয়োজন সেখানে তিনবার করা হয়। ভেন্টিলেশনে ডেডবডি রেখে দেওয়া হয় মৃত ঘোষণা না করে।

তবে নির্মলের এই সমালোচনাকে দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব হিসেবেই দেখছে বিজেপি। তাই কুকুরের ডায়ালিসিসের প্রসঙ্গ তুলে তাকে খোঁচা দিতে ছাড়েননি বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল। চন্দ্রিমার মতে, রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার সবটা সরকারের পক্ষে এককভাবে দেওয়া সম্ভব নয়। সেই কারণে গরিব মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষায় এই ধরনের বিলের মাধ্যমে কিছুটা লাগাম টানার চেষ্টা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

ফের প্রাথমিকে নিয়োগে সুযোগ

কলকাতা, ১৭ জুন : ফের এনআইওএস থেকে ডিএলএড উত্তীর্ণদের ২০২২ সালের প্রাথমিক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। মঙ্গলবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য নির্দেশ দেন, এই বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ মামলকারীদের সুযোগ দেবে। ৩০ মে নথি যাচাইয়ের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছিল। তারপরই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন এনআইওএস থেকে ডিএলএড উত্তীর্ণ একাধিক চাকরিপ্রার্থী। বিচারপতি আগেই তাঁদের আবেদনে সম্মতি দিয়েছিলেন।

এদিন আরও চাকরিপ্রার্থীদের আবেদনে বিচারপতির নির্দেশ, পর্ষদ এই চাকরিপ্রার্থীদের অন্যান্য সমস্ত নথি যাচাই করবে। সেখান থেকে যোগ্যদের যাচাই করে মেধাতালিকা তৈরি করবে। মেধা তালিকায় থাকা প্রার্থীদের নিয়োগে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। সেইসঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য দু'বছর ডিএলএড কোর্স বাধ্যতামূলক।

আইনজীবী সেল

কলকাতা, ১৭ জুন : রাজ্যের জেলাস্তরে শাসকদল তৃণমূলের আইনজীবী সেলের সব ধরনের কমিটি ভেঙে দেওয়া হল। নতুন করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে কমিটি গড়া হবে। তার ওপর বিস্তারিত আলোচনা করতে বুধবার টাউন হলে তৃণমূলের আইনজীবী সেলের সব সদস্যকে বৈঠকে ডেকেছেন নতুন চেয়ারপার্সন অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।

বিধানসভায় হিসাব পরিবহণমন্ত্রীর

'রাজ্যে কমছে পথ দুর্ঘটনা'

কলকাতা, ১৭ জুন : গত কয়েক বছরে রাজ্যে পথ দুর্ঘটনার সংখ্যা অনেক কমেছে। মঙ্গলবার বিধানসভায় শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষের প্রশ্নের উত্তরে এই কথা জানালেন পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। ২০১৫ সালে যেখানে রাজ্যে ১৭ হাজারেরও বেশি দুর্ঘটনা হয়েছিল, সেখানে গত বছর ১৩ হাজারের কম পথ দুর্ঘটনা হয়েছে।

এদিন স্নেহাশিস বলেন, 'ব্ল্যাক স্পটে বিধিনিষেধ জোরদার করা হয়েছে। স্পিড ম্যানেজমেন্ট পলিসি এনেছে রাজ্য সরকার। যদিও আমরা চাই না একটি দুর্ঘটনাও ঘটুক। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ' কর্মসূচির জন্যই পথ দুর্ঘটনার সংখ্যা কমানো সম্ভব হয়েছে। কোন রাস্তায় কত গতিতে গাড়ি চলতে পারবে, তা নিয়েও রাজ্য সরকার বিজ্ঞপ্তি জারি করে দিয়েছে। দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ ও প্রযুক্তিনির্ভর নজরদারিও জোরকদমে চলছে।'

এদিন বিধানসভায় রীতিমতো পরিসংখ্যান তুলে ধরে পরিবহণমন্ত্রী বলেন, '২০১৫ সালে রাজ্যে সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা ছিল ১৭৫৫৫টি। ২০২৩ সালে দুর্ঘটনার সংখ্যা কমে হয়েছে ১৩৯৯৫টি। ওই বছর সড়ক দুর্ঘটনার জেরে ১৫১ জনের মৃত্যু হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে রাজ্যে সড়ক দুর্ঘটনায় মোট ৫৯৬৩

> স্কুল, কলেজে সচেতনতামূলক প্রচার, ব্ল্যাক স্পট চিহ্নিতকরণ ও নিয়মিত রোড সেফটি কমিটির বৈঠকের ফলেই দুর্ঘটনা কমানো সম্ভব হয়েছে।
>
> **স্নেহাশিস চক্রবর্তী**
> *পরিবহণমন্ত্রী*

জনের মৃত্যু হয়েছিল। ক্ষতিগ্রস্তদের ১৯২৩টি আবেদন খতিয়ে দেখে রাজ্য ইতিমধ্যেই ৩৮ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়েছে।' মন্ত্রী বলেন, 'স্কুল, কলেজে সচেতনতামূলক প্রচার, ব্ল্যাক স্পট চিহ্নিতকরণ ও নিয়মিত রোড সেফটি কমিটির বৈঠকের ফলেই দুর্ঘটনা কমানো সম্ভব হয়েছে। কলকাতাতেও দুর্ঘটনার হার কমেছে। বিমানবন্দরের সঙ্গে সংযোগকারী ১০টি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় গাড়ির গতিবিধির ওপর নজরদারি চালাতে একটি অ্যাপ্লিকেশন পাইলট প্রোজেক্ট হিসেবে চালু করা হয়েছে।'

বেতন-রিপোর্ট প্রকাশে নির্দেশ

কলকাতা, ১৭ জুন : ষষ্ঠ বেতন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। ১ জুলাইয়ের মধ্যে রাজ্যের বেতন কমিশনের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে সুপারিশ প্রকাশ করতে বললেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। দেবপ্রসাদ হালদার নামে এক সরকারি কর্মী এই নিয়ে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছিলেন। অভিযোগ, অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে এই সংক্রান্ত কোনও তথ্য দেওয়া হয়নি। কিন্তু বকেয়া মহার্ঘ ভাতা মামলায় রাজ্য দাবি করেছে, তারা ষষ্ঠ পে কমিশন মেনে চলছে। মঙ্গলবার এই মামলায় বিচারপতি সিনহা প্রশ্ন করেন, 'কবে জনসমক্ষে রিপোর্ট আসবে? পাবলিক ডোমেনে রিপোর্ট সামনে আনা হচ্ছে না কেন?' তারপরই সুপারিশ প্রকাশ করার নির্দেশ দেন বিচারপতি।

তিনি এদিন মন্তব্য করেন, 'বেতন কমিশনের সুপারিশ লুকোনোর বিষয় নয়। কোনও গোপন নথি নয়। তাহলে এত গোপনীয়তা কেন? যদিও রাজ্যের তরফে কোনও সদুত্তর দেওয়া হয়নি।

রাজ্যের ষষ্ঠ বেতন কমিশনের প্রথম, দ্বিতীয় ও পুরো অংশের সুপারিশ এখনও পর্যন্ত সামনে আনা হয়নি। আবেদনকারী তথ্যের অধিকার আইনে অর্থদপ্তরের কাছে এই সুপারিশ সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন। তাঁর প্রশ্ন, বিধানসভায় যদি রিপোর্ট পেশ না হয়ে থাকে, তাহলে অর্থদপ্তর কোন রিপোর্টের ভিত্তিতে কার্যকর করল ও সেই সুপারিশের কপিটি কোথায়? উল্লেখ্য, অর্থনীতিবিদ অভিরূপ সরকারের নেতৃত্বে কাজ করে ষষ্ঠ বেতন কমিশন। রাজ্যের সরকারি কর্মচারীরা ষষ্ঠ বেতন কমিশনের হিসেবে বেতন ও ডিএ পেয়ে থাকেন।

একদিনেই ৭০০ আবেদন এসএসসি-তে

কলকাতা, ১৭ জুন : স্কুল সার্ভিস কমিশন নতুন নিয়োগের জন্য অনলাইন আবেদন নিতে শুরু করেছে সোমবার। চাকরিহারা 'যোগ্য' শিক্ষকরা আবেদন করবেন না তা স্পষ্ট জানিয়ে দিলেও এসএসসি সূত্র বলছে, ইতিমধ্যেই আবেদন করেছেন ৭০০ জনের বেশি। মঙ্গলবার শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুও এই তথ্যকে সমর্থন করেছেন। তার মধ্যেই এদিন নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির জন্য সহকারী শিক্ষকের শূন্যপদ নিয়ে তালিকা তৈরি করে এসএসসি-কে পাঠিয়েছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। নবম-দশম স্তরে বিষয়ভিত্তিক শূন্যপদের সংখ্যা ২৩ হাজারেরও বেশি। একাদশ-দ্বাদশ স্তরে শূন্যপদ রয়েছে ১২ হাজারেরও বেশি।

নবম-দশম স্তরে মোট ঘোষিত ১১টি বিষয়ের শূন্যপদের মধ্যে সবথেকে বেশি শূন্যপদ রয়েছে ভৌত বিজ্ঞানে। সেখানে শূন্যপদের সংখ্যা ৪৩৫২। গণিতে ৩৯২২টি, ভূগোলে ১৮৪০টি, বাংলায় ৩০২৪টি, ইংরেজিতে ৩৩৩৬টি, ইতিহাসে ২১৪৯টি ও জীবন বিজ্ঞানে ৩৯১১টি শূন্যপদ রয়েছে। একাদশ-দ্বাদশ স্তরে ঘোষিত ৩৫টি বিষয়ের শূন্যপদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শূন্যপদ রয়েছে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে। এখানে শূন্যপদের সংখ্যা ১৩৭৩। জীববিদ্যায় ৯১৯টি, বাংলায় ৩৯০টি, অর্থনীতিতে ৫০৬টি, ইতিহাসে ৫৭২টি, ইংরেজিতে ৫৯৪টি, পদার্থবিদ্যায় ৮৮১টি, গণিতে ৭৮৫টি, রসায়নে ১১৯৪টি ও এডুকেশনে ১১৪৭টি শূন্যপদ রয়েছে।

৩৫ হাজারেরও বেশি শূন্যপদ থাকলেও কতজন নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় আবেদন করবেন, সেই নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। সোমবার বিকাল ৫টায় আবেদন প্রক্রিয়া শুরুর কথা থাকলেও ওয়েবসাইট খোলে প্রায় ৫ ঘণ্টা দেরিতে। সেই নিয়েও সমালোচনার মুখে পড়েছে এসএসসি।

অনশনেই শিক্ষকরা

কলকাতা, ১৭ জুন : পুনর্নিয়োগ পরীক্ষায় বসতে নারাজ অধিকাংশ 'যোগ্য' শিক্ষক। মঙ্গলবার শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু তাঁদের এই সিদ্ধান্তকে 'হঠকারী' বলে মন্তব্য করেছেন। তাঁর পরামর্শ, 'এটা সুপ্রিম কোর্টের বিচারাধীন বিষয়। যাঁরা পরীক্ষায় বসতে চান না, তাঁরা সরাসরি উচ্চ আদালতের সঙ্গে গিয়ে যোগাযোগ করুন। ইতিমধ্যেই স্কুল সার্ভিস কমিশনের নিয়োগ পরীক্ষায় আবেদন করা শুরু করে দিয়েছেন অনেকেই।'

অবশ্য এদিনও 'যোগ্য শিক্ষক শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ'-এর প্রতিনিধিরা শিক্ষামন্ত্রী ও এসএসসির চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদারকে চিঠি পাঠিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, 'সকলের চিঠির রিসিভ কপি বিকাশভবন না দিলেও বেশ কিছু জনের চিঠি গ্রহণ করেছে।'

এদিন বিধাননগর (উত্তর) থানার তরফে আবারও শিক্ষক কৃষ্ণকান্ত রায়কে তলব করা হয়। তিনি হাজিরা দিয়েছেন। ১০ জন শিক্ষক অনশন শুরু করার প্রায় ৪৮ ঘণ্টা পেরোনোর পরেই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তবু অনশন আন্দোলন প্রত্যাহার করেননি চাকরিহারারা। বিকাশভবনের অনতিদূরে সেন্ট্রাল পার্কের অনশন মঞ্চে এদিন অনশনে যোগ দিয়েছেন মুর্শিদাবাদের দিয়ারা হাজি নেসারত মল্লিক হাইস্কুলের দৃষ্টিহীন শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ সাহা। তাঁর মত, 'শিক্ষামন্ত্রীকে বলুন, অযোগ্যদের আলাদা করে তালিকা প্রস্তুত করতে। তবেই আমরা পরীক্ষায় বসব।'

কালিগঞ্জে প্রচারে সুকান্ত ও শুভেন্দু

কলকাতা, ১৭ জুন : কালিগঞ্জ বিধানসভার উপনির্বাচনে প্রচারের শেষদিনে সুকান্ত মজুমদার-শুভেন্দু অধিকারীর জোড়া ফলাতেও লোক টানতে পারল না বিজেপি। তবে সেই খামতি পুষিয়ে দিতে ভোটের মুখে ওবিসি মামলায় আদালতের অন্তর্বর্তী রায়কেই এদিন হাতিয়ার করেছেন সুকান্ত-শুভেন্দু।

১৯ জুন কালিগঞ্জ বিধানসভার উপনির্বাচন। তার আগে এদিনই ছিল প্রচারের শেষদিন। সেই উপলক্ষ্যে দলীয় প্রার্থী আশিস ঘোষের সমর্থনে এদিন একসঙ্গে মিছিল করেন সুকান্ত-শুভেন্দু। কিন্তু মিছিলে আশানুরূপ লোক হয়নি বলে আক্ষেপ বিজেপির একাংশের। দলের স্থানীয় কর্মীদেরও সেভাবে চোখে পড়েনি। অভিযোগ কার্যত স্বীকার করে নিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'আবহাওয়া খারাপ ছিল। দলের কর্মীদের বলেছি ভিজে অসুস্থ হয়ে না পড়ে এলাকায় থাকুন। নাহলে ভোটের দিন তৃণমূলের চোরেরা ভোটলুট করবে।' কালিগঞ্জের ভোটে আসন জেতা বিজেপির লক্ষ্য নয়। লক্ষ্য বিগত লোকসভার ভোটে দলের ৪৩ শতাংশ ভোট ধরে রাখা। আপাতত কালিগঞ্জের এই উপনির্বাচনই বিজেপির কাছে অ্যাসিড টেস্ট।

সাফাই মন্ত্রীর

কলকাতা, ১৭ জুন : খিদিরপুরের অরফ্যানগঞ্জ বাজার ভস্মীভূত হয়ে যাওয়ার জন্য সরকারের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নিয়ে অভিযোগের আঙুল উঠেছিল। এদিন বিধানসভায় দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু বলেন, 'আগুন লাগার পর প্রথম খবর আসে রাত ২টো ৫ মিনিটে। তার ১০ মিনিটের মধ্যে দমকলের তিনটি গাড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছোয়। পরে মোট ২০টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে যায়।' ফলে দমকল দেরিতে পৌঁছেছিল এই দাবি সঠিক নয়।

চটি কাণ্ডে সরব তৃণমূল

শেষপর্যন্ত ক্ষমা চাইলেন সুকান্ত

কলকাতা, ১৭ জুন : চটি কাণ্ডে ধাক্কা খেয়ে শেষপর্যন্ত ক্ষমা চাইতে হল বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারকে। যদিও এদিন শিখ সম্প্রদায়ের একাংশকে কাজে লাগিয়ে ড্যামেজ কন্ট্রোলে নামে বিজেপি। এই ইস্যুতে ভোটের আগে শিখ সম্প্রদায়ের আবেগকে কাজে লাগাতে চেয়েছে তৃণমূল। এমনটাই দাবি বিজেপির।

মহেশতলা অভিযানের দিন জিঞ্জিরা বাজারে পুলিশের কাছে বাধা পেয়ে কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রীর

> এই অনিচ্ছাকৃত ঘটনায় যদি কোনও শিখ ভাই বা বোনের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লেগে থাকে তবে আমি বিনম্রভাবে তাঁদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করছি।
>
> **সুকান্ত মজুমদার**

বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেন সপার্ষদ সুকান্ত। কিন্তু শেষপর্যন্ত পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হতে হয় সুকান্ত সহ বিজেপি নেতাদের। গ্রেপ্তারের সময় পুলিশকে লক্ষ্য করে কাগজের তৈরি চটি ছোড়েন সুকান্ত।

এরপরই তৃণমূল অভিযোগ করে, পাগড়ি পরা এক শিখ সম্প্রদায়ের পুলিশকে চটি ছুড়েছেন সুকান্ত। সোমবার বিধানসভায় এই প্রসঙ্গ তুলে সুকান্তকে নিশানা করেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিকে, অমৃতসরের শিরোমণি গুরদোয়ারা প্রবন্ধক কমিটির সভাপতি হরজিন্দর সিং ধামি এক প্রেস বার্তায় এই ঘটনার জন্য সুকান্তকে তীব্র আক্রমণ করেন। রাজ্যের সমস্ত শিখ সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সুকান্ত ও বিজেপির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হওয়ার আবেদনও জানান তিনি।

ধামির এই প্রেস বার্তার পরই নড়েচড়ে বসেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। ভবানীপুরের মতো এলাকার শিখ সম্প্রদায়ের একাংশও বিজেপি নেতৃত্বের কাছে তাঁদের ক্ষোভ জানিয়ে বার্তা পাঠান। এরপরই এদিন এক্স হ্যান্ডেলে শিখ সম্প্রদায়ের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন সুকান্ত।

তিনি লেখেন, 'পুলিশের উদ্দেশে ছোড়া একটি প্ল্যাকার্ড দুর্ঘটনাবশত আমার নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা এক সিআইএসএফ কর্মীর পবিত্র পাগড়ির ওপর পড়ে। এই অনিচ্ছাকৃত ঘটনায় যদি কোনও শিখ ভাই বা বোনের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লেগে থাকে তবে আমি বিনম্রভাবে তাঁদের কাছে আন্তরিক ক্ষমা প্রার্থনা করছি।' সমাজমাধ্যমে এই পোস্ট করার পরই এদিন সন্ধ্যায় ভবানীপুরের বিজেপি প্রভাবিত শিখ সম্প্রদায়ের একাংশের উদ্যোগে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে রঘুবীর সিং নামে জনৈক শিখ সম্প্রদায়ের এক নেতা বলেন, 'তৃণমূল কংগ্রেস রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্য এই ঘটনাকে ইস্যু করতে চাইছে। তা সত্ত্বেও শিখ সম্প্রদায়ের আবেগকে সম্মান করে সুকান্ত মজুমদার ক্ষমা চাওয়ার জন্য আমরা তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।'

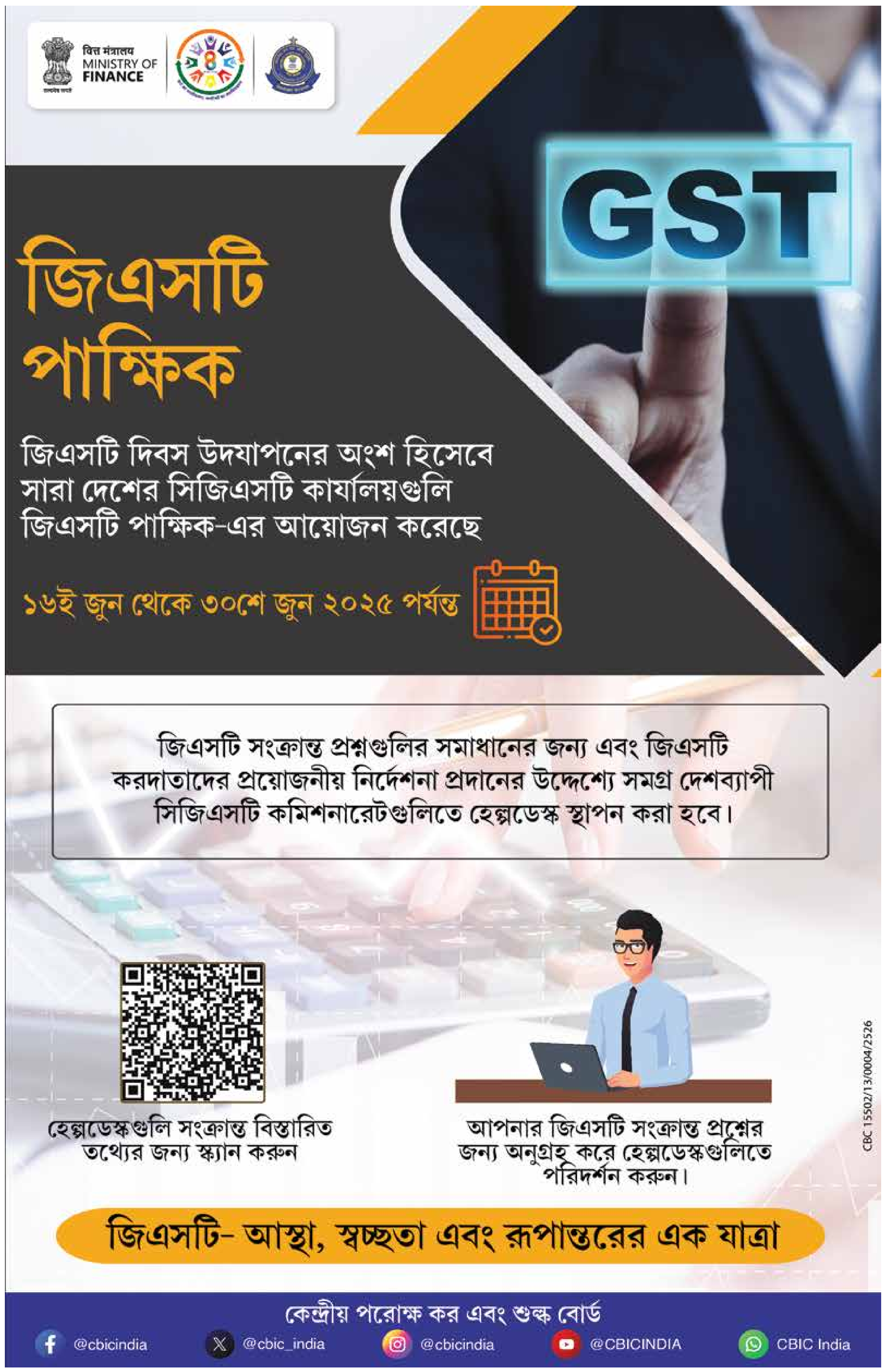

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৩১ সংখ্যা, বুধবার, ৩ আষাঢ় ১৪৩২

সম্পাদকীয়

বিপজ্জনক কারবার

পরিচয়ের ব্যবসা। নির্দিষ্ট করে বললে পরিচয়পত্রের কারবার। কথায় আছে টাকা দিলে বাঘের দুধও পাওয়া যায়। তাহলে পরিচয়পত্র কোন ছাড়! নগদ ছাড়লেই নাগরিকত্ব কেনা যায়, ভোটাধিকার পাওয়া যায়, র‍্যাশন পাওয়ার নথি জুটে যায়। মুদিখানায় চাল-ডাল-তেলের মতো আধার কার্ড, ভোটার কার্ড পাওয়া গেলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। সদ্য শিলিগুড়ির কাছে ফকদইবাড়িতে স্টুডিও ও স্টেশনারি দোকানে পরিচয়পত্র বিক্রির চক্র ফাঁস হয়েছে।

স্টুডিও তো ছবি তুলে দেওয়ার কাজ করে। কিংবা ছবিকে বড়, ছোট করে বানিয়ে দেয়। সেই স্টুডিওতে বসানো রয়েছে বায়োমেট্রিক মেশিন। যেন আধার কার্ড তৈরির কেন্দ্র। ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকায় কেনা যায় আধার বা ভোটার কার্ড। আরেকটু কম মালকড়ি ১০ থেকে ১৫ হাজার দিলে মিলে যাবে প্যান কার্ডও। বাংলাদেশ থেকে আসা দলে দলে মানুষ এভাবে পরিচয়পত্রের ব্যবসার জাদুকাঠিতে রাতারাতি হয়ে যাচ্ছেন ভারতীয় নাগরিক।

নাগরিক পরিচয় অর্জন করতে হয়। জন্মসূত্রে বা দীর্ঘদিন বসবাসের সুবাদে। বৈধ নাগরিকত্বের নির্দিষ্ট সংজ্ঞা আছে। কিন্তু একদল দুষ্কৃতীর (যারা নাগরিকত্ব নিয়ে ব্যবসা করে, তাদের দুষ্কৃতী বলাই উচিত) কাছে সেই সংজ্ঞার কোনও মর্যাদা নেই। ফলে তারা দেশের সংবিধানকে মান্যতা দেয় না। এভাবে দেশের নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব, সর্বজনীন ভোটাধিকার ইত্যাদিকে করে তুলেছে ব্যবসার পণ্য। এই দুর্বৃত্তায়ন দেশের পক্ষে অত্যন্ত ভয়ংকর, বিপজ্জনক সন্দেহ নেই।

শিলিগুড়ির কাছে স্টুডিওতে ফাঁস হওয়া দুষ্কর্ম কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। দেশজুড়ে এই কারবারের জাল ছড়িয়ে। কোথাও এর পিছনে আছে সংগঠিত চক্রের জাল। কোথাও ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে কয়েকজন এই ব্যবসায় মুনাফার পাহাড় গড়ছে বিনা পুঁজিতে, প্রায় বিনা পরিশ্রমে। শুধু দুষ্টু বুদ্ধি, অনৈতিকতাকে হাতিয়ার করে এই কারবারের জাল অনেক গভীরে পৌঁছে গিয়েছে। প্রায়ই জাল আধার কার্ডের হদিস মিলছে সেই কারণেই।

শুধু বাংলাদেশ নয়, এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে গিয়েও একদল মানুষ এভাবে পরিচয়পত্র কিনছেন, ভোটাধিকার নিশ্চিত করছেন। এর পিছনে যেমন জীবিকার তাগিদ আছে, তেমনই আছে রাজনৈতিক চক্রের জাল। বাংলাদেশ থেকে দলে দলে মানুষ রোজগারের আশায় ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েন। প্রায়ই এমন অনুপ্রবেশ ধরা পড়ে। সেই অনুপ্রবেশকারীদের একাংশ ওই কারবারের জালে নিজেদের জড়িয়ে হয়ে যায় বৈধ নাগরিক।

আরেক দল লোককে এক রাজ্য থেকে আরেক রাজ্যে পাঠানো হয়, নির্দিষ্ট কোনও রাজনৈতিক দলের ভোটার সংখ্যা বৃদ্ধি করার কুমতলবে। পরিচয়পত্রের কারবারের আবার দু'রকম পণ্য আছে। একধরনের পণ্য হল বৈধ পরিচয়পত্র পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা। তাতে খরচ বেশি। আরেক ধরনের পণ্য হল জাল পরিচয়পত্র পাইয়ে দেওয়া। এতে খরচ কম। বৈধ পরিচয়পত্র জোগাড় তুলনায় কিছুটা কঠিন। যে কাজ রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক প্রশ্রয় না থাকলে সম্ভব নয়।

মাত্র কয়েকদিন আগে দক্ষিণ ২৪ পরগণায় এমনই এক ব্যক্তির কাছে বৈধ পরিচয়পত্রের খোঁজ মিলেছে, যিনি বাংলাদেশে জুলাই অভ্যুত্থানের অন্যতম সৈনিক। তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য ও নেতার সংশ্রবে থেকে তিনি সেই পরিচয়পত্র জোগাড় করেছেন বলে অভিযোগ। তাঁর সেই পরিচয়পত্র অবশেষে বাতিল হয়েছে বটে। কিন্তু এরকম কাণ্ড দেশে ভূরিভূরি। তৃণমূল রাজত্বে শাসকদলের লোকেরা জড়িয়ে যাচ্ছেন এই কারবারে।

বাম আমলেও শাসকদলের একাংশের প্রশ্রয়ে পরিচয়পত্রের কারবার ছিল। সবক্ষেত্রে দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব এতে জড়িত থাকে না বা জানতেও পারে না। কিন্তু দলের একাংশের কারবারে কড়া পদক্ষেপ করে না। আর টাকা দিলে প্রশাসনের একাংশকে যে বশ করা যায়, তাতে সন্দেহ নেই। এতে দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে জেনেও অবাধে চলছে এই কারবার। রাজনীতি ও প্রশাসনের লোকদের দায়ও তাই কম নয়।

অমৃতধারা

আমরা ভগবানের মধ্যে কেমনভাবে আছি জানো - যেমন মহাসমুদ্রে মাছেরা সব কিলবিল করে। তাঁকে ছেড়ে আমরা বেঁচে থাকতে পারি না, যেমন মাছেরা জল ছাড়া থাকতে পারে না। ভগবান যেন জল ও আমরা সকলে মাছ। তাঁকে ছেড়ে আমরা বাঁচতে পারি না। তিনি আমাদের প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা। 'ঈশ্বর' 'ঈশ্বর' করছো, কিন্তু কে ঈশ্বর ? ঈশ্বর কি আকাশের উপরে আছেন ? তাঁর কী সেবা করবে ? এই সমস্ত মনুষ্যসমষ্টির মধ্যে তাঁকে দ্যাখো। তাঁকে বলা হয় 'বিরাট-পুরুষ'। পুরুষসূক্তে আছে ঃ 'সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ'। 'সহস্র' মানে বিশাল বা অনন্ত। তিনি আমাদের চোখ দিয়ে দেখছেন, আমাদের কান দিয়ে শুনছেন। আমাদের সকলের মনের সমষ্টি তাঁর মন (cosmic mind)। আমরা সব (সমস্ত জীব) কি রকম জানো ? যেমন সব ইলেক্ট্রিক ল্যাম্প, কিন্তু ইলেক্ট্রিসিটি আসলে এক।

-স্বামী অভেদানন্দ

আলোচিত

হ্যাঁ, ক্রিকেট বোর্ড আমাকে ক্যাপ্টেন হিসেবে চেয়েছিল। কিন্তু আমিই রাজি হইনি। আমার পক্ষে ৫ টেস্টের সিরিজে টানা খেলা সম্ভব নয়। নিজের পারফরমেন্স ভালো করতে কম ওয়ার্ক লোড নেওয়া উচিত। আমি সবসময় দলকে প্রাধান্য দিই। চাপ কম থাকলেই আমি দেশের হয়ে ভালো খেলতে পারব। - যশপ্রীত বুমরাহ

ভাইরাল

বুর্জ খলিফায় পর্যটকদের গরবা নাচ। বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু ইমারতের ১২৪ তলায় কয়েকজন ভারতীয় গানের তালে গরবা নাচছেন। কচিকাঁচা থেকে বয়স্ক সবাই সেই নাচে অংশ নিয়েছেন। পর্যটনস্থলে নাচানাচি নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া নেটপাড়ায়।

আজ

২০২১

আজকের দিনে প্রয়াত হন অ্যাথলিট মিলখা সিং।

২০০৯

ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ প্রয়াত হন আজকের দিনে।

সোজা-সাপটা

কেন এত গোপন রাখতে হয় ব্যাপারটা। বড় বয়সে বুঝেছি। আসলে গোপনীয়তা ম্যাজিকের প্রাণ। গোপনীয়তা নষ্ট হলে সব শেষ। আর অন্তর্ঘাত এত বেশি যে প্রায়ই বিপদে পড়ার সম্ভাবনা।

লোকটা মানুষ নাকি ভগবান, বাবা প্রায় বোবা!

পি সি সরকার

আমার তখনকার শোগুলো কীরকম হচ্ছে তা জানার জন্য বাবা লোক পাঠাতেন। ওরা গোপনে শো দেখে এসে রিপোর্ট দিত। এবং বাবার সহকারীদের চোখের দৃষ্টিতেই আমি বুঝতে পারতাম, কীরকম করছি। মনে মনে ভাবতাম, আমি বড় জাদুকর। কিন্তু আবার এও ভাবতাম, বড়ই যদি হব, তাহলে আমার শো করার জন্য লোক আসছে না কেন! কিশোর মনের মধ্যে উঁকি দিল, প্রচার চাই প্রচার। কিন্তু কীভাবে প্রচার করব? আমি যে ম্যাজিক পারি, ম্যাজিক বুঝি, তার জানান দিতে হবে। কিন্তু বিজ্ঞাপন দিতে তো প্রচুর টাকা দরকার। আর আমার হয়ে বলারও কেউ নেই। ঠিক করলাম, ম্যাজিকের উপর লেখা বই নিয়ে নিজেই যাব বিভিন্ন ম্যাগাজিনের অফিসগুলোতে। তখন ছোটদের কাগজ বলতে বোঝাত শুকতারা। আমরা শুকতারা গোগ্রাসে গিলতাম। কলেজ স্ট্রিটের ওদিকে শুকতারার অফিস, তা জেনে নিলাম গ্রুপের বড়দের কাছ থেকে। কিন্তু যাব কী করে? মাধববাবু বললেন, টু-বি বাসে চড়ে গোলদিঘির সামনে নেমে খোঁজ করতে। ওভাবেই বাড়ির কাউকে কিছু না বলে খুঁজে খুঁজে চলে গেলাম শুকতারার ঝামাপুকুর লেনের অফিসে। সম্পাদক মধুসূদন মজুমদার যে 'দৃষ্টিহীন' তা আমার জানা ছিল না। ঘরে ঢুকে পরিচয় দিতেই কাছে ডাকলেন, আর তারপর আমার মুখে হাত বুলিয়ে বললেন— কম বয়সে তোমার বাবারও ঠিক এমন চেহারা ছিল। আমি অবাক হয়ে যাই। ভদ্রলোক হাতের স্পর্শ দিয়ে দেখতে পান নাকি? ওঁকে বললাম, আমার আসার উদ্দেশ্য। আমার লেখা 'ম্যাজিকের কথা' আর্টিকেলটা উনি আমায় পড়ে শোনাতে বললেন। পড়তে শুরু করলাম। ভদ্রলোক সেসব শুনে হেসে ফেললেন। 'ওভাবে নয়, এভাবে লেখো।'

আসলে, ওইটুকু ছেলে নিজে থেকে এসে নিজের লেখা প্রকাশ করতে এসেছে দেখে উনি মনে হয় অবাকই হয়েছিলেন। আমি আরও অবাক হলাম মাস পাঁচেক পর শুকতারায় ওই লেখাটা বেরোতে দেখে। সাহস পেয়ে গেলাম। যেতে আরম্ভ করলাম লোকসেবক, যুগান্তর এবং অন্যান্য দপ্তরে। তখন ওইসব কাগজে ছোটদের বিভাগে আমার ম্যাজিকের লেখা বেরোতে লাগল। সংবাদও বেরোল। অবশ্যই প্রশংসা করে। সারা সপ্তাহ তাকিয়ে থাকতাম নির্দিষ্ট দিনটার দিকে। যেদিন সংবাদ বেরোত সেদিন আমায় পায় কে! সব কেটে কেটে সাজিয়ে রাখতাম। সেই ক্লিপিংগুলো এখনও আমার কাছে আছে। সারা জীবন থাকবে। ওগুলো আমার সম্পদ। আমার ম্যাজিকের খবর কাগজে বেরোচ্ছে— এই সংবাদ বাবার কানেও পৌঁছাল। মনে মনে আমি তখন নিজেকে বলছি, 'হুঁ হুঁ বাবা। আমিও কম নাকি!' আর রোজই ভাবছি, বাবা হয়তো কোনও দিন সকালে মাকে দিয়ে আমাকে ডাকবেন। এবং ম্যাজিক নিয়ে আলোচনায় বসবেন। দু-চারটে ম্যাজিক শেখাবেন। নাঃ, তা আর হল কোথায়! অতএব সেই মহাবিদ্যার সাহায্য নিতে হল। অপেক্ষা করে থাকতাম উনি কখন বাড়ির বাইরে যাবেন। কাউকে কিছু না বলে ওঁর পড়ার ঘরে ঢুকে পড়তাম। জানতাম,

ম্যাজিকের সব গোপন ব্যাপারগুলো উনি ডায়েরির মধ্যে লিখে রাখতেন। বাবা চলে গেলেই বসে পড়তাম ডায়েরি নিয়ে। সাংকেতিক সব শব্দ, আঁকিবুকি। প্রথম প্রথম কিছুই বুঝতাম না। তবে নিজের ডায়েরিতে সেগুলো নোট করে নিই। বারবার দেখি। কিন্তু বোধগম্য হয় না। রাতে নিউ এম্পায়ারে শো দেখতে যাই বাবার। শো দেখার পর আঁকিবুকিগুলো যেন আস্তে আস্তে প্রাণ পেতে লাগল। দিনকয়েক পরে বুঝতে পারলাম, ব্যাপারগুলো কী! তারপর সবার অলক্ষে প্র্যাকটিস করতে করতে সড়োগড়ো হয়ে গেল। শিখে গেলাম বেশকিছু ম্যাজিক। তখন বুঝতাম না, কেন এত গোপন রাখতে হয় ব্যাপারটা। বড় বয়সে বুঝেছি। আসলে গোপনীয়তা ম্যাজিকের প্রাণ। গোপনীয়তা নষ্ট হলে সব শেষ। আর অন্তর্ঘাত এত বেশি যে প্রায়ই বিপদে পড়ার সম্ভাবনা। নন্দীবাবুদের কথা আগেই বলেছি। শুধু নন্দীবাবুরাই নন, ওরকম অনেক মানুষ ছিলেন আমাদের গ্রুপে যারা ম্যাজিকে নিয়মিত পার্ট করতে করতে নিজেদের ম্যাজিশিয়ান ভাবতে শুরু করেছিল। ওদের মনে হল, এ আর কি এমন ব্যাপার! এই জিনিস করে পি সি সরকার যদি দেশ-বিদেশ জয় করতে পারেন, আমরাও তাহলে পারব না কেন? ততদিনে ওদের ধারণা ওরা ম্যাজিকের সবকিছু শিখে ফেলেছে। প্রায় প্রতিবছরই ওদের কেউ না কেউ এসে বাবাকে বলত, 'দাদা, আমি আলাদা শো করছি। আপনি আশীর্বাদ করুন।'

চলে যেত। শুনতে পেতাম, অমুক নিজে শো করা শুরু করেছে। অচিরেই তাদের মোহভঙ্গ হত। কল্পনার জগৎ থেকে বাস্তবের রুক্ষ মাটিতে আছড়ে পড়ার পর ওরা দেখত, শো চালাতে গিয়ে ঘটিবাটি সব বেচা হয়ে গেছে। না খেয়ে মরতে বসার মতো অবস্থা। এই সময় ওরা দু'রকমভাবে বাঁচার চেষ্টা করত। একদল সোজা এসে ক্ষমা-টমা চেয়ে ঢুকে যেত গ্রুপে। অন্যদল ম্যাজিকের ট্রিকগুলো শিখিয়ে দেওয়ার নাম করে মোটা অঙ্ক রোজগার করতে আরম্ভ করত ম্যাজিশিয়ান হতে ইচ্ছুক কিছু অর্থবান লোকের কাছ থেকে। এভাবেই জন্ম হয়ে গেল বেশ কিছু ম্যাজিশিয়ানের। ওরা আমার বাবার খেলাগুলো কদর্যভাবে দেখাত বিন্দুমাত্র ঋণ স্বীকার না করে। বাবা দুঃখ পেতেন। কিন্তু কিছু বলতেন না। বুঝতে পারতাম, ভিতরে ভিতরে তিনি জ্বলছেন।

শুধু এভাবেই নয়। আরও নানাভাবে তাঁকে হেয় করার চেষ্টা হত। চেষ্টা হত বিপদে বা অপ্রস্তুতে ফেলার। যেমন ধরুন, কোথাও হয়তো শো করতে যাবেন, সকালবেলায় খবর নিয়ে এল এক ভদ্রলোক। কী ব্যাপার? 'আমি অমুক জায়গা থেকে আসছি। আমাকে অমুকে পাঠিয়েছে। আপনাদের আজ ওখানে শো করার কথা ছিল। ওদের প্যান্ডেল কাল রাতে পুড়ে গেছে। শো সাতদিন পরে হবে। এই যে চিঠি।' কী আর করা। গ্রুপের যারা এসেছে তাদের ছুটি হয়ে গেল। বেলা বারোটা নাগাদ সংগঠকদের তরফে ফোন, 'কখন বেরোচ্ছেন?'

'বেরোচ্ছেন মানে? আপনাদের শো তো আজ বাতিল!' 'কী বলছেন? হাউসফুল। এরকম রসিকতা করবেন না দাদা। মরে যাব।' 'না, না। একদমই রসিকতা নয়। সকালে যে একজন এসে বলল...!' বুঝতেই পারছেন, এর পরের সংলাপ। এবং শেষপর্যন্ত যখন আবার সবাইকে জোগাড়যন্ত্র করে বেরোনো হল, তখন শো শুরু হতে ঘণ্টাখানেক বাকি। আমার জীবনেও এরকম ঘটনা ঘটাবার চেষ্টা হয়েছে। একবার আমরা বোম্বাই যাব। দুপুরের গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেস। হঠাৎ এগারোটা নাগাদ ফোন। 'ট্রাভেল এজেন্ট বলছি। আপনাদের ট্রেন বাতিল হয়ে গেছে। কালকের ট্রেনের রিজার্ভেশন চেষ্টা করে পাওয়া গেছে। আজ আর হাওড়া স্টেশনে যাওয়ার দরকার নেই।' প্রথমে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। হঠাৎ মনে হল, কোনও ষড়যন্ত্র নয় তো! হাওড়া স্টেশনের এনকোয়ারিতে কেউ টেলিফোন তুললেন না। তুললেও ভরসা পেতাম না। আলোচনা করে আমরা ঠিক করলাম, স্টেশনে যাব। যদি না যায় ট্রেন, ফিরে আসব। কী এমন ক্ষতি হবে তাতে? আমরা তো যাচ্ছিলামই। ভাগ্যিস গেলাম। গিয়ে দেখি, সবকিছু ঠিকঠাক চলছে। গীতাঞ্জলি দাঁড়িয়ে আছে আমাদের জন্য।

বারবার ঠেক খেতে খেতে বাবা ঠিক করলেন, কবে শো, কোথায় শো কাউকে বলবেন না। ধরা যাক, শুক্রবার সকালের বিমান। বাবা বলে দিলেন বৃহস্পতিবার সকালবেলা তোমরা সব আমার বাড়িতে চলে আসবে। কোথায় শো, কীভাবে যাওয়া হবে কিছুই বলতেন না। এটাকে উনি বলতেন, 'স্ট্যান্ডবাই' সিস্টেম চালু। ধরা যাক, গ্রুপের কাউকে বললাম, কাল সকাল সাতটায় চলে এসো। সে বলল, ঠিক আছে। যখন বললাম, সাতটা স্ট্যান্ডবাই কিন্তু এবার সে বেশ সিরিয়াস। শুধু ঘাড় নাড়ল হয়তো। মুখ দিয়ে শব্দ বেরোল না। একবার এরকম স্ট্যান্ডবাই টাইম মিস করেছিলেন বাবার দলের প্রধান সহকারী যতীন চৌধুরী। বিদেশ যাওয়া হবে। যেহেতু উনি বাবার খুব কাছের লোক ছিলেন, তাই জানতেন কবে যাওয়া হবে, কোথায় যাওয়া হবে। নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত। যতীনবাবুর পাত্তা নেই। এদিকে ইমিগ্রেশন চেক ইন, কাস্টমস চেক ইন সব করতে সময় লাগবে। তারপর অতগুলো লোকের! বাবা দলবল নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। বাড়িতে মার কাছে যতীনবাবুর ট্যাক্সিভাড়া রেখে গেলেন। এলেই যেন বিমানবন্দরে চলে যান। বিমানবন্দেরর দিকে যেতে যেতে ওঁরা আলোচনা করছিলেন, নিশ্চয়ই কোনও কারণে দেরি হয়েছে দেখে উনি সোজা বিমানবন্দরেই চলে গেছেন। তখন তো আর সেলফোনের যুগ ছিল না। কিন্তু সেখানে গিয়েও ওঁর পাত্তা নেই। বোর্ডিং পাস নেওয়া হয়ে গেল। বিমান ছাড়ার সময় হয়ে গেছে। বাবা নিজস্ব প্রভাব খাটিয়ে খানিকক্ষণ দাঁড় করালেন বিমানকে।

এই সময় দেখা গেল উশকোখুশকো চুলে, ময়লা কাপড় পরে চিন্তিত মুখে যতীনবাবু নামলেন ট্যাক্সি থেকে। বিদেশ যাবেন। অথচ হাতে সুটকেস নেই। তাড়াহুড়ো করে সবকিছু চেকিং-টেকিং করে ঢোকানো হল বিমানে। বিমান আকাশে ওড়ার পর বাবা যতীনবাবুর পাশে যিনি বসেছিলেন, তাঁকে বললেন, ওঁর সিটে গিয়ে বসতে। সবাই অপেক্ষা করছে, এবার বিস্ফোরণ হবে। এতক্ষণ বাবা একটি কথাও বলেননি। এইবার যতীনবাবুর অবস্থা হবে কাহিল। 'দেরি হল কেন?' গলা দিয়ে যেন বুলেট বেরোল। 'এর চেয়ে আর তাড়াতাড়ি পারলাম না।' 'পারলাম না মানে? আপনার জন্য প্লেন মিস হচ্ছিল সবার। আপনি বলছেন, পারলাম না! কী এমন রাজকার্য ছিল আপনার?' 'বললাম তো, বকবেন না। এর আগে পারা সম্ভব ছিল না। ছেলেটার মুখে আগুন দিয়েই চলে এসেছি। এখনও সবটুকু দাহ হয়নি। বাকিটা ওরাই সামলে নেবে।' 'তার মানে?' 'হ্যাঁ, সকালে মারা গেল বড় ছেলেটা।'

বাবা প্রায় বোবা। লোকটা মানুষ না ভগবান!

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৬৯

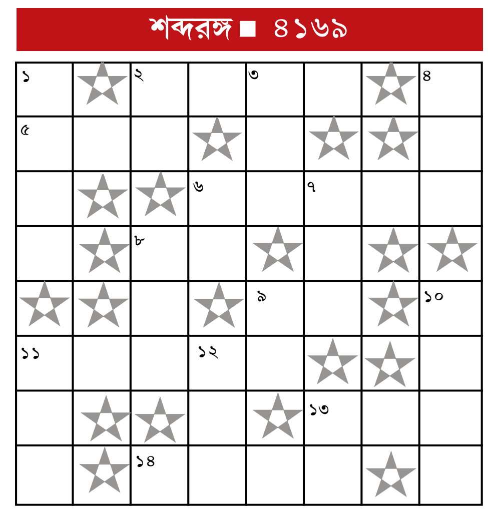

পাশাপাশি : ২। দেশ শাসন বা পরিচালনা করা ৫। মনের ভুল বা মায়া ৬। বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত ঐতিহাসিক ৮। সমাজমাধ্যমের ভাষায় জোরে হাসা ৯। কৃত্রিম আচরণ, জলে বা হাওয়ায় ভেসে বেড়ানো ১১। উৎসবে হঠাৎ বাধা ১৩। কপালের ওপরে ও পাশে ছোট কোঁকড়ানো চুল ১৪। সাহিত্যিক চারুচন্দ্র চক্রবর্তীর ছদ্মনাম।

উপর-নীচ : ১। যেখানে দুর্ঘটনা ঘটেছে ২। বড়শি বা অঙ্কুশ ৩। আকারে বড় হাঁস ৪। সকলের জন্য কল্যাণকর ৬। বিজেপি অথবা তৃণমূল ৭। মাটির তৈরি বড় সরা ৮। লোভাতুর বা লুব্ধ দৃষ্টি ৯। সত্যি নয়, কৃত্রিম আচরণ ১০। অভিমান জনিত স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য কলহ ১১। প্রতারণা বা কপটতা ১২। ভারতীয় একটি তারবাদ্য ১৩। বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তি।

সমাধান ■ ৪১৬৮

পাশাপাশি : ১। আলুভাতে ৩। কাপাস ৫। আছাড়িপিছাড়ি ৬। নব্যতা ৭। বাবলা ৯। কথোপকথন ১২। নালিক ১৩। কটকার।

উপর-নীচ : ১। আকিঞ্চন ২। তেরছা ৩। কাহ্নপা ৪। সকড়ি ৫। আতা ৭। বান ৮। লাগাতার ৯। কল্পনা ১০। পলক ১১। থমক।

জনমত

এত বাংলাদেশি কী করে এদেশে নাগরিকত্ব পান?

বেশ কিছুদিন যাবৎ উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত হচ্ছে, শান ভৌমিক নামে এক বাংলাদেশি তরুণ কয়েক বছর ধরে শিলিগুড়িতে অবৈধভাবে বসবাস করছে। এটা ভারতের সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে একটা বড় চ্যালেঞ্জ। কারণ, এরই মধ্যে ভারতের তথা পশ্চিমবঙ্গের অনেক সরকারি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হয়তো বা পাচার হয়ে গিয়ে থাকতে পারে।

শুধু শান ভৌমিক নয়, শিলিগুড়ির অনেক জায়গাতেই এরকম লোক পাওয়া যাবে। যাঁরা বাংলাদেশ থেকে এসেছেন। কাগজপত্র তৈরি করে দিব্যি ভারতীয় নাগরিক হয়ে গিয়েছেন।

ভারত ও পশ্চিমবঙ্গের এত বাঘা বাঘা গোয়েন্দা সংস্থা, এত বিএসএফ, এসএসবি আরও কত সিকিউরিটি থাকতে একজন বাংলাদেশি বছরের পর বছর ধরে সব রকমের কার্ড বানিয়ে সব সিকিউরিটি সংস্থাকে ফাঁকি দিয়ে কী করে শহরের প্রাণকেন্দ্রে ফ্ল্যাট কিনে বহালতবিয়তে বসবাস করে? এই যদি আমাদের দেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলির হাল হয় তাহলে তো ভারতের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করাই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। এই রকম কত যে সারা দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তার কি কোনও হিসেব আছে? এ তো খুব মারাত্মক ধরনের গোয়েন্দা ব্যর্থতা! এতে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তাই প্রশ্নের সম্মুখীন।

সমীরকুমার বিশ্বাস
পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

সব তদন্ত শেষ প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়ে

যে কোনও প্রতিষ্ঠান, সংস্থার বৃহৎ পরিসরে অনেকগুলো কর্মপ্রবাহের স্তর থাকে। প্রতিটি স্তরের নিয়মিত ও সুশৃঙ্খল পর্যবেক্ষণ সেই সংস্থার বৃহৎ পরিসরের কর্ম পরিকল্পনাকে দুর্ঘটনা ও ত্রুটি মুক্ত করতে পারে। কিন্তু পরস্পর সম্পর্কযুক্ত যে কোনও এক বা একাধিক কর্ম স্তরের কোনও রকম গাফিলতি থাকলে তা সমগ্র কর্ম পরিকল্পনার ওপর এক মারাত্মক অভিঘাত সৃষ্টি করে।

জল, স্থল, অন্তরীক্ষে জলযান, রেল, বাস, বিমান- প্রতিটি যাত্রাপথে সুষ্ঠু চলাচলের বৃহৎ পরিসরের কর্মকাণ্ড এমনই বহুস্তরীয় কর্ম পরিকল্পনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যেখানে যে কোনও স্তরের অবহেলা পুরো সিস্টেমকে ব্যাহত করে।

কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কোনও স্তরে ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ বা শৃঙ্খলার অভাব পরিলক্ষিত হয়। এই উপেক্ষা, উদাসীনতার ভবিষ্যৎ পরিণতি 'ভবিতব্য' হয়ে কখনো-কখনো দুর্ঘটনায় পর্যবসিত হয়।

পরপর ঘটে যাওয়া বিভিন্ন দুর্ঘটনা সহ ১২ জুন আহমেদাবাদে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনাও কি সেই ভবিতব্য? যার নেপথ্যে থাকতেই পারে এক বা একাধিক কোনও স্তরের কর্মে গাফিলতি? ঢাকঢোল পিটিয়ে সব দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু হয়, কিন্তু শেষ হয় প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়ে।

বিগত বেশ কয়েকটি ডোমেস্টিক উড়ান যাত্রার অভিজ্ঞতালব্ধ পর্যবেক্ষণ খুব স্বস্তিদায়ক নয়। সংকীর্ণ প্যাসেজের দুই পাশে অপ্রতুল পরিসরে যাত্রীদের আঁটোসাঁটো হয়ে বসার ব্যবস্থা থেকে শীতাতপ যন্ত্রের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা- বিমানের টিকিটের দামের তুলনায় নিম্নমানের। দুই-আড়াই ঘণ্টার যাত্রাপথে এক কাপ চা 'কমপ্লিমেন্ট' তো নয়ই, বিনিময়ে দেড়শো-দুশো টাকা। অন্যান্য স্ন্যাকসের কথা উল্লেখ না করাই ভালো।

যেখানে প্রাইভেট ব্যবসার এতটা রমরমা সেখানে যাত্রীস্বাচ্ছন্দ্য প্রায় তলানিতে। এরপরের ল্যান্ডিং-টেক অফের ত্রুটিযুক্ত দুরুদুরু বক্ষ তো আছেই।

যেখানে বোয়িং বিমান এয়ার ইন্ডিয়ার মতো সফিস্টিকেটেড উড়ানের এই হাল, সেখানে অন্যান্য তথাকথিত 'লো কস্ট' (যদিও সাধারণের নাগালের বাইরে) প্রাইভেট ডোমেস্টিক উড়ান সংস্থার কথা ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। শুধু কি গন্তব্যে খুব কম সময়ে পৌঁছে দেওয়ার জন্যই অর্থ এবং জীবনের মূল্য দিয়ে এই ঝুঁকিপূর্ণ যাতায়াত?

গৌতমেন্দু নন্দী
নতুনপাড়া, জলপাইগুড়ি।

মেলা, যানজটে হাসপাতালে যেতে সমস্যা

মেলা আমাদের জনজীবনে বিশেষ প্রভাব ফেলে। নানাবিধ মেলার মাঝে এক্সপোমেলা অন্যতম আকর্ষণীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আধুনিক ছোঁয়ায় যার জুড়ি মেলা ভার। আনন্দ বিনোদনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে এই মেলা।

ইসলামপুর শহরের নিউটাউনে প্রতিবছরের ন্যায় এবারও এক্সপোমেলা এসেছে। সেই মেলার আকর্ষণে প্রতিদিনই ভিড় হচ্ছে। মেলা ঘিরে শহরের বিভিন্ন মোড়ে যানজট হচ্ছে। যেমন আইটিএস মোড়, তিনপুল, রামকৃষ্ণপল্লি প্রভৃতি জায়গায় ব্যাপক যানজটের ফলে বিভিন্ন অসুবিধা হচ্ছে পথচলতি মানুষজনের।

নানাবিধ অসুবিধার মধ্যে উল্লেখযোগ্য অসুবিধা, এক্সপোমেলার ঢিলছোড়া দূরত্বে রয়েছে

সুপারস্পেশালিস্ট হাসপাতাল। এই হাসপাতালে কোনও রোগী বা অন্তঃসত্ত্বাকে নিয়ে যেতে ভয়ংকর ভিড়ের জন্য অসুবিধা হচ্ছে।

এলাকাজুড়ে শুধু যানজট নয়, হাজার হাজার অবৈধ দোকাপাটের রমরমা। এসব দেখে অবাক হতে হচ্ছে প্রশাসনের উদাসীনতায়। একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় যেখানে হাসপাতাল রয়েছে সেখানে যানজট নিয়ন্ত্রণের কোনও রকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি কেন? এমনও পরিস্থিতি হয়েছে যে, অন্তঃসত্ত্বা বেদনায় ছটফট করছেন, অথচ ভিড় সামাল দেওয়ার কেউ নেই। এক্ষেত্রে কোনও অঘটন ঘটলে দায় কে নেবে। শুধুমাত্র প্রশাসনের গাফিলতির জন্য সাধারণ মানুষকে ভুগতে হচ্ছে।

পম্পা দাস
থানা কলোনি, ইসলামপুর।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

দিল্লিতে উদ্বেগে ইরানি ছাত্ররা

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৭ জুন : যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের খবর শুনে মন ভারাক্রান্ত হয়ে আসে। হাজার হাজার মাইল দূরে থেকেও বুক ধড়ফড় করে, চোখে ঘুম নামে না। ঠিক এমনই অবস্থা দিল্লিতে পড়াশোনা করা ইরানি পড়ুয়াদের।

দিল্লির ইরান কালচারাল হাউস সোমবার তাদের দরজা খুলে দিয়েছিল ভারতে বসবাসকারী ইরানি নাগরিকদের জন্য। উদ্দেশ্য একটাই, একসঙ্গে বসে উদ্বেগ ভাগ করে নেওয়া। ঐক্যের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া। দেশের মাটিতে যখন বোমা পড়ছে, মানুষ মারা যাচ্ছে, তখন বিদেশের মাটিতে থাকা প্রবাসীরা খুঁজে পেলেন এক টুকরো আশ্রয়। যেখানে শুধু চোখের জল আর নীরব প্রার্থনাই সম্বল।

কালচারাল হাউসের এক কোণে রাখা হয়েছে একটি কনডোলেন্স রেজিস্টার। যেটি থাকে ইরানি দূতাবাসে। কিন্তু পরিস্থিতি এমনই, এবার সেই শোকপত্র নিয়ে যাওয়া হয়েছে মানুষের আরও কাছাকাছি।

সেখানে কেউ লিখেছেন, 'আমার ভাই ফোন করেনি তিনদিন, শুধু প্রার্থনা করছি, ও যেন বেঁচে থাকে।' আরেকজনের লেখা, 'ইজরায়েলের ক্ষোভ আমাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। আমরা শান্তি চাই।' একজন লিখেছেন, 'আমি চাই, পৃথিবী যুদ্ধহীন হোক।'

চারপাশে একটা নিঃশব্দ চাপা কষ্টের আবহ। ছোট ছোট বাচ্চা, তরুণ-তরুণী, অধ্যাপক থেকে শুরু করে বিভিন্ন পেশার লোকজন সবাই একসাথে এসে জড়ো হচ্ছেন দিল্লির মান্ডি হাউসের ইরান কালচারাল হাউসে।

ভারতে বর্তমানে প্রায় ৮ হাজার ইরানি ছাত্রছাত্রী রয়েছেন। দিল্লি, হায়দরাবাদ, বারাণসী, আলিগড়, পুনে এবং চেন্নাইয়ে মেডিকেল, ফার্মাসি, ইঞ্জিনিয়ারিং, ইসলামিক স্টাডিজ এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে পড়াশোনা করছেন তাঁদের বড় অংশ। দিল্লিতে আছেন ২ হাজার ইরানি পড়ুয়া। তাঁদের পরিবার রয়েছে তেহরান, ইস্পাহান, কোম বা শিরাজে। যেখানে ইজরায়েল সরাসরি আঘাত হেনেছে।

জামিয়া হামদার্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি স্কলার মোহাম্মদ আমিন ফেইজি বলেন, 'একটা অদ্ভুত অসহায়তা। ফোনে মা'র গলা শুনতে পাই না। কখনও কখনও ফোনটাই আসে না। ইন্টারনেট বন্ধ। অথচ চোখ তো ফোনের স্ক্রিনেই পড়ে আছে।'

দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সেহের এব্রাহিমই। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে স্নাতকোত্তরে পড়াশোনা করছেন। টানা দু'দিন তেহরানে থাকা পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেননি। ইরান কালচারাল হাউসে এসেছেন যদি কোনওভাবে যোগাযোগ করতে পারেন পরিবারের সঙ্গে।

ইরান কালচারাল হাউস এখন আর শুধুই সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নয়, এই মুহূর্তে তা হয়ে উঠেছে প্রতিরোধ, শোক, সংহতি ও প্রার্থনার মঞ্চ। কেউ কোরান পাঠ করছেন, কেউ কবিতা লিখে পড়ছেন নিজের ভাষায়, কেউ নীরবে মোমবাতি জ্বালাচ্ছেন। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা একজন মধ্যবয়সি ব্যক্তি বলেন, 'ইরানিরা কখনও মাথা নীচু করে না। আমরাও করব না। এখানে দাঁড়িয়ে থাকলেও, মনটা আমার জন্মভূমিতেই রয়েছে।' ইরান কালচারাল হাউসের সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা ফারিদ ফারিদাসর বলেন, 'ইরানের মাটিতে হামলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক সমাজের উচিত এর নিন্দা করা। এই হামলার দায় ইরানের নয়, ইজরায়েল আমাদের ভূখণ্ডে আগ্রাসন চালাচ্ছে। আমরা শুধু প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছি।'

এদিকে ইরান আর ইজরায়েল দুই দূতাবাসের নিরাপত্তায় কড়াকড়ি শুরু করেছে দিল্লি পুলিশ।

একযোগে বাতিল ৭ উড়ান

নয়াদিল্লি, ১৭ জুন : একদা আকাশের মহারাজার এখন রীতিমতো গলদঘর্ম দশা। গত বৃহস্পতিবার আহমেদাবাদ থেকে লন্ডনের গ্যাটউইকগামী এআই-১৭১ ড্রিমলাইনারটি ওড়ার সঙ্গে সঙ্গেই মেঘানিনগরে ভেঙে পড়ে। ভয়াবহ ওই দুর্ঘটনায় বিমানের ২৪১ জন সহ মোট ২৭৯ জন প্রাণ হারান। ওই দুর্ঘটনার পর টাটাদের মালিকানাধীন এয়ার ইন্ডিয়ার যাত্রী পরিষেবা রীতিমতো বড়সড়ো প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড়িয়েছে। শুধুমাত্র মঙ্গলবারই আমেদাবাদ-লন্ডন, দিল্লি-প্যারিস, মুম্বই-স্যান ফ্রান্সিসকো সহ মোট সাতটি আন্তর্জাতিক উড়ান একযোগে বাতিল করেছে এয়ার ইন্ডিয়া। স্যান ফ্রান্সিসকোগামী বিমানটি ছাড়া প্রত্যেকটিই বোয়িংয়ের বি ৭৮৮ ড্রিমলাইনার বিমান।

মূলত যান্ত্রিক ত্রুটি এবং উড়ানের অভাবের কারণেই এই অবস্থা বলে এয়ার ইন্ডিয়া জানিয়েছে। যাত্রীদের অসুবিধার জন্য দুঃখপ্রকাশ করেছে তারা। যাত্রীরা যাতে নিজেদের গন্তব্যে

নাজেহাল 'মহারাজা'

পৌঁছোতে পারে সেজন্য বিকল্প ব্যবস্থাও করা হয়েছে বলে সংস্থা জানিয়েছে। পাশাপাশি যাত্রীদের টিকিটের টাকা ফেরত এবং হোটেলে থাকার বন্দোবস্তও করেছে এয়ার ইন্ডিয়া। এদিন যে উড়ানগুলি বাতিল করা হয়েছে সেগুলি হল এআই ১৫৯ আমেদাবাদ-লন্ডন, এআই ১৪৩ দিল্লি-প্যারিস, এআই ১৭৯ মুম্বই-স্যান ফ্রান্সিসকো, এআই ১৭০ লন্ডন-অমৃতসর, এআই ৯১৫ দিল্লি-দুবাই, এআই দিল্লি-ভিয়েনা এবং এআই ১৩৩ বেঙ্গালুরু-লন্ডন।

এই অবস্থায় মঙ্গলবার এয়ার ইন্ডিয়ার সিইও ক্যাম্পবেল উইলসনের সঙ্গে দেখা করে ডিজিসিএ। আহমেদাবাদ দুর্ঘটনার পর এয়ার ইন্ডিয়ার শীর্ষ কর্তার সঙ্গে প্রথম বৈঠকে ড্রিমলাইনার সহ সংস্থার বিমানগুলির সুরক্ষা, রক্ষণাবেক্ষণের পাশাপাশি উড়ানগুলি যাতে সঠিক সময়ে ছাড়ে সেদিকে নজর দিতে বলেছে ডিজিসিএ। এই ব্যাপারে সমস্ত নিয়মকানুন কঠোরভাবে মেনে চলতে বলা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী মুরলীধর মোহোল জানিয়েছেন, কমিটি তিনমাসের মধ্যে রিপোর্ট দেবে।

এদিকে চূড়ান্ত নাজেহাল হয়েছেন সান ফ্রান্সিসকো থেকে মুম্বইগামী এআই-১৮০ বিমানের যাত্রীরা। সোমবার রাত ১২টা ৪৫ মিনিটে সেটি কলকাতায় অবতরণ করেছিল। সান ফ্রান্সিসকো থেকে মুম্বই সরাসরি আসা-যাওয়া করলেও ইজরায়েল-ইরান সংকট, পাকিস্তানের আকাশসীমা বন্ধের কারণে ইদানীং ওই উড়ানটি কলকাতা হয়ে মুম্বই যায়। সেই কারণে সোমবার রাতেও নেমেছিল উড়ানটি। রাত ২টো নাগাদ সেটি ছাড়ার কথা ছিল। কিন্তু বিমানের বাম ইঞ্জিনে গোলযোগের কারণে সেটি মঙ্গলবার ভোর ৫টা ২০ মিনিট পর্যন্ত ছাড়তেই পারেনি।

শেষমেশ দীর্ঘ হয়রানির শেষে ওই বিমানের যাত্রীদের নামিয়ে নিকটবর্তী হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয়। এদিকে বোমাতঙ্কের কারণে কোচি থেকে দিল্লিগামী ইন্ডিগোর একটি উড়ান নাগপুরে জরুরি অবতরণ করে। যাত্রীদের নিরাপদে বিমান থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

আহমেদাবাদ দুর্ঘটনায় নিহত বিমানচালক সুমিত সাভারওয়ালকে শেষশ্রদ্ধা বাবা ও আত্মীয়দের। মঙ্গলবার মুম্বইয়ে।

পাইলটকে চোখের জলে শেষ বিদায়

মুম্বই ও আহমেদাবাদ, ১৭ জুন : কান্না যেন বাঁধ মানছিল না। কারও মুখে কোনও কথা নেই। শুধু একরাশ নীরবতা আর বিষণ্ণ মুখের সারি। গত সপ্তাহে ভয়াবহ আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় যাঁরা মারা যান, তাঁদের মধ্যে ছিলেন অভিশপ্ত এআই-১৭১ ড্রিমলাইনারের পাইলট ক্যাপ্টেন সুমিত সাভারওয়াল (৫৬)। মঙ্গলবার সকালে তাঁর মৃতদেহের কফিন পৌঁছোয় মুম্বইয়ের পোয়াইয়ের জলবায়ু বিহারে। ততক্ষণে সেখানে ভিড় জমিয়েছেন সুমিতের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, সহকর্মী, পাড়া-প্রতিবেশী সহ বহু চেনা-অচেনা মানুষ। সকলের চোখেমুখে তখন স্বজনহারার যন্ত্রণা স্পষ্ট।

ছেলের মরদেহবাহী শকটকে জড়িয়ে দাঁড়িয়েছিলেন দুঃখ-শোকে বিধ্বস্ত সুমিতের ৮৮ বছরের বৃদ্ধ বাবা। কেউ চোখের জল মুছছেন। কেউ কেউ সুমিতের বাবাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। আহমেদাবাদের বিমান দুর্ঘটনায় ২৭৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের মধ্যে মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত ১৩৫ জনের দেহ শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। ১০১ জনের মৃতদেহ বা দেহাংশ পরিবারের হাতে তুলে দিয়েছে আহমেদাবাদ সিভিল হাসপাতাল। ক্যাপ্টেন

দেহাবশেষ
শনাক্ত : ১৩৫
হস্তান্তরিত : ১০১

সাভারওয়ালের ৮২০০ ঘণ্টা বিমান চালানোর অভিজ্ঞতা ছিল। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, রানওয়ে থেকে ওড়ার পরই যান্ত্রিক গোলযোগ টের পান তিনি। মে ডে জারি করেও শেষরক্ষা করতে পারেননি ক্যাপ্টেন সাভারওয়াল। বৃদ্ধ বাবার দেখাশোনা করার জন্য অবসর নেওয়ার চিন্তাভাবনা করছিলেন সুমিত। ঊষা তালওয়াদেকার নামে এক প্রাক্তন কেবিন ক্রু সদস্য বলেন, 'সুমিত সবসময় লো প্রোফাইল থাকতেন। আপাদমস্তক ভদ্রলোক ছিলেন উনি। কোনও ইগো ছিল না। সবসময় হাসিখুশি থাকতেন।'

জলবায়ু বিহারে আবাসনের মন্দিরে প্রার্থনার পর সুমিতের কফিন নিয়ে যাওয়া হয় চাকালা শ্মশানে। সেখানেই তাঁর শেষকৃত্য হয়। এদিকে একটি নতুন ভিডিও সামনে এসেছে। ২১ সেকেন্ডের ওই ভিডিওয় দেখা গিয়েছে, যে মেডিকেল কলেজের বিল্ডিংয়ে ড্রিমলাইনারটি ভেঙে পড়েছিল তার ব্যালকনি থেকে কলেজ পড়ুয়া এবং কর্মচারীরা লাফ দিচ্ছেন। ভয়াবহ আগুন ও কালো ধোঁয়ায় চারপাশ ঢেকে গিয়েছে।

ওডিশায় ছাত্রীকে গণধর্ষণ, ধৃত ১০

ভুবনেশ্বর, ১৭ জুন : এক কলেজছাত্রী বন্ধুর সঙ্গে ঘুরতে গিয়েছিলেন ওডিশার গঞ্জাম জেলার গোপালপুর সমুদ্রসৈকতে। তাঁরা দু'জনে সৈকতের একটু নির্জন স্থানে বসে গল্প করছিলেন। ওই সময় ১০ তরুণের হাতে গণধর্ষণের শিকার হন ছাত্রী। রবিবার রাতের ঘটনা। পুলিশ ১০ জনকে আটক করেছে। ঘটনায় আরও কেউ জড়িত কি না পুলিশ তা খতিয়ে দেখছে।

অভিযুক্তরা প্রথমে তরুণীকে লক্ষ্য করে অশ্লীল কথাবার্তা বলতে শুরু করে। তরুণীর বন্ধু তাতে আপত্তি জানালে তাঁকে মারধর শুরু করে। অভিযোগ, তারপর তারা তরুণীকে টেনে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ চালায়।

গোপালপুর সমুদ্রসৈকত পর্যটকদের কাছে খুব প্রিয়। সাধারণ মানুষেরও পছন্দের জায়গা। ওই কলেজছাত্রী বন্ধুকে নিয়ে ১৫ জুন সন্ধ্যায় সেখানে গিয়েছিলেন। সেই সময় তিনটি বাইকে চেপে ১০ জন সেখানে এসে ওই কাণ্ড ঘটায়। দুষ্কৃতীরা চলে যাওয়ার পর নির্যাতিতা ও তাঁর বন্ধু কোনওরকমে সেখান থেকে বেরিয়ে থানায় গিয়ে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পেয়ে গোপালপুর থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে যায়। তরুণীর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ট্রান্সকে হেনস্তা, খুন অভিযুক্ত

চেন্নাই, ১৭ জুন : রূপান্তরকামী এক তরুণীকে যৌন হেনস্তা করেছিলেন বছর পঞ্চাশের এক ব্যক্তি বলে অভিযোগ। ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে তরুণী ক্ষিপ্র হয়ে প্রৌঢ়ের ওপর চড়াও হন। এর মধ্যে তাঁর সঙ্গী ফিরে এসে প্রৌঢ়কে বেদম প্রহার করেন। প্রহৃত ওই ব্যক্তি সমুদ্রসৈকতে অচৈতন্য অবস্থায় পড়েছিলেন। পুলিশ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। তামিলনাড়ুর মেরিনা সমুদ্রসৈকতে ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার। পুলিশ রূপান্তরকামী, তাঁর সঙ্গীকে গ্রেপ্তার করেছে।

ধৃত দু'জনকেই সোমবার ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁদের বিচারবিভাগীয় হেপাজতে রাখার নির্দেশ দেন। দু'জনকেই পুঝল কেন্দ্রীয় কারাগারে রাখা হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে তরুণী ও তাঁর সঙ্গীকে পুলিশ আটক করে। তাঁরা দোষ স্বীকার করলে গ্রেপ্তার করা হয়।

ইনফ্লুয়েন্সার হত্যাকে সমর্থন

চণ্ডীগড়, ১৭ জুন : পঞ্জাবের ভাটিন্ডায় সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার কাঞ্চন কুমারীর হত্যাকাণ্ড নিয়ে বিতর্কের ঝড় বইছে। অকাল তখত সাহিবের প্রধান গ্রন্থী জ্ঞানী মালকিত সিং সোমবার এই হত্যাকে 'যথাযথ' বলে সমর্থন করেন।

'কমল কৌর ভাবি' নামেও পরিচিত ছিলেন কাঞ্চন। তাঁর বিরুদ্ধে অশ্লীলতা ছড়ানোর অভিযোগ এনে গ্রন্থী বলেন, 'এই ধরনের মানুষদের এরকম পরিণতিই হওয়া উচিত... কিছুই ভুল হয়নি।' তিনি আরও বলেন, 'আমাদের উচিত অশ্লীল গান না শোনা। যারা শিখ সমাজকে বদনাম করে, তাদের এই ধরনের শাস্তিই দেওয়া উচিত।' কাঞ্চনের দেহ ১১ জুন ভাটিন্ডার আদেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্কিং লটে তাঁর গাড়ির ভিতরে পাওয়া যায়। পুলিশ জানায়, তাঁকে গলায় ফাঁস দিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

কিভে রুশ হামলায় হত ১৫

কিভ, ১৭ জুন : রাশিয়া সোমবার রাতভর ইউক্রেনের রাজধানী কিভে ব্যাপক ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালিয়েছে। এই হামলায় অন্তত ১৫ জন নিহত হয়েছেন এবং ৪৪ জন আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন ইউক্রেনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইগোর ক্লাইমেঙ্কো। তিনি জানান, কিভ শহরের বিভিন্ন এলাকায় মোট ২৭টি স্থানে হামলা চালানো হয়েছে। এর মধ্যে আবাসিক ভবন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো রয়েছে। একটি আবাসিক ভবনে অন্তত ৩০টি আবাসন ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিও ফুটেজে দেখা গিয়েছে, একটি ড্রোন সরাসরি একটি উঁচু আবাসনে আঘাত হানছে। এই হামলায় শহরের সলোমিয়ানস্কি ও স্বিয়াতোশিনস্কি জেলায় সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। রুশ আক্রমণের জবাব দিয়েছে কিভও। যদিও ইউক্রেনের ছোড়া শতাধিক ড্রোন ধ্বংস করা হয়েছে বলে দাবি রাশিয়ার।

কিভ সহ ইউক্রেনের বিভিন্ন শহরে সোমবার রাত থেকে হামলা চালায় রুশ বাহিনী। একের পর বোমারু ড্রোন এবং ক্ষেপণাস্ত্র আছড়ে পড়ে ইউক্রেনের মাটিতে। ক্লাইমেঙ্কো বলেন, সোমবার রাত থেকে মঙ্গলবার সকালের মধ্যে মোট ৪৪০টি ড্রোন এবং ৩২টি ক্ষেপণাস্ত্র হামলা হয়েছে তাদের ওপর। অন্য দিকে রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে, গত রাতে রাশিয়ার আকাশ প্রতিরক্ষা বিভাগ ১৪৭টি ইউক্রেনীয় ড্রোন হানা প্রতিহত করেছে এবং সেগুলিকে ধ্বংস করেছে।

গাজায় হত ৩৪

গাজা, ১৭ জুন : গাজায় ফের রক্তপাত ঘটাল ইজরায়েল। সোমবার খাদ্য সহায়তাকেন্দ্রের কাছে ইজরায়েলি বাহিনীর গুলিতে অন্তত ৩৪ জন প্যালেস্তিনীয় নিহত হয়েছেন। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন বেশ কয়েকজন শিশু ও মহিলা। গাজার স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানিয়েছে, এটি এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে প্রাণঘাতী হামলা, যা প্রায় প্রতিদিনই ত্রাণশিবিরগুলিকে নিশানা করে ঘটানো হচ্ছে। এই খাদ্য বিতরণকেন্দ্রগুলি পরিচালনা করছে গাজা হিউম্যানিটারিয়ান ফাউন্ডেশন (জিএইচএফ)। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, সোমবার খুব ভোরে ইজরায়েলি সেনা দক্ষিণ গাজার রাফা কেন্দ্রে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে গুলি চালায়। রাফা কেন্দ্রটি অঞ্চলটির অন্যতম ব্যস্ত ত্রাণ বিতরণ স্থান। যদিও ইজরায়েলি সেনাবাহিনী এই নির্দিষ্ট দিনের ঘটনার বিষয়ে কিছু বলেনি। তারা আগেই জানিয়েছে, যে কেউ সেনা অবস্থানের কাছাকাছি গেলেই তারা 'সন্দেহভাজন' হিসাবে নিশানায় চলে আসে সশস্ত্র বাহিনীর।

তেহরান থেকে সরছেন ভারতীয়রা

তেহরান, ১৭ জুন : ইরানে ইজরায়েলি হামলার তীব্রতা বাড়তেই সেখান থেকে নাগরিকদের সরিয়ে নিতে শুরু করেছে ভারত। বিদেশমন্ত্রকের হিসাব অনুযায়ী বর্তমানে ইরানে প্রায় ১০ হাজার ভারতীয় রয়েছেন। তাঁদের বড় অংশ পড়ুয়া। মূলত তেহরান ও তার আশপাশের এলাকাগুলিতে রয়েছেন তাঁরা। মঙ্গলবার সকালে ভারতীয়দের তেহরান ছেড়ে নিরাপদ জায়গায় সরে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল সেখানকার ভারতীয় দূতাবাস। সেইমতো পড়ুয়া ও কর্মসূত্রে তেহরানে থাকা ভারতীয়রা শহর ছাড়তে শুরু করেছেন।

ইজরায়েলের ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলার মধ্যেই এদিন প্রায় ৬০০ ভারতীয় পড়ুয়াকে ১৪৮ কিলোমিটার দূরে কুওম শহরে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। ১১০ জনকে সড়কপথে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আর্মেনিয়ায়। এছাড়া হাজারের বেশি ভারতীয় নিজেদের উদ্যোগে তেহরান থেকে দূরে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ শহরগুলিতে চলে গিয়েছেন। তবে এখনও কয়েক হাজার ভারতীয় ইরানের রাজধানীতে আটকে রয়েছেন। তাঁদের জন্য আরও বাসের বন্দোবস্ত করা হচ্ছে দূতাবাসের তরফে।

শহিদ বেহেস্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় পড়ুয়া শেখ আজহান বলেন, 'প্রতিটি বাসে ৪০ জন করে পড়ুয়াকে কাছের শহরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তবে রাস্তায় প্রচণ্ড যানজট। বহু মানুষ শহর ছেড়ে যেতে চাইছেন। আমরা রাস্তায় আটকে রয়েছি।' জাকির শেখ নামে এক ছাত্রের বক্তব্য, 'আমরা ভারতীয় দূতাবাসের আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। আমাদের তেহরানের বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তবে ভারতে কবে ফিরতে পারব সে ব্যাপারে কিছু জানানো হয়নি।' তাঁদের বাসে জম্মু ও কাশ্মীর, মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটকের পড়ুয়ারা রয়েছেন বলে জাকির জানিয়েছেন।

মাঝপথে জি৭ বৈঠক ছেড়ে ফিরছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। কানাডায়।

'সব সময় ভুল করেন ম্যাক্রোঁ'

অটোয়া, ১৭ জুন : কানাডায় চলতি জি-৭ শীর্ষ সম্মেলনে ছায়া ফেলেছে ইরান-ইজরায়েল যুদ্ধ। সম্মেলনে যৌথ বিবৃতিতে ইরানকে পরমাণু অস্ত্রমুক্ত করার পক্ষে সওয়াল করা হয়েছে। কিন্তু সেই বিবৃতি জারি হওয়ার আগেই দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত নেন ট্রাম্প। তাঁর আচমকা ওয়াশিংটনে ফেরার কারণ ব্যাখ্যা করে হোয়াইট হাউস। স্বাভাবিকভাবে ট্রাম্পের প্রত্যাবর্তন নিয়ে জল্পনা ছড়িয়েছে। যা উসকে দিয়েছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। আর তাঁর অনুমানে ক্ষুব্ধ হয়েছেন ট্রাম্প। এতটাই যে ফরাসি প্রেসিডেন্টকে উল্লেখ করেই সামাজিক মাধ্যমে বড়সড়ো পোস্ট করেছেন।

ম্যাক্রোঁ বলেছিলেন, 'আমার মনে হয় না মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি তাড়াতাড়ি স্বাভাবিক হবে। তবে আমেরিকা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ওরা যুদ্ধবিরতির চেষ্টা করবে। অবস্থার যাতে অবনতি না ঘটে সেজন্য ইজরায়েলের ওপর চাপ তৈরি করবে।' সেই উদ্দেশ্যেই ট্রাম্প তড়িঘড়ি আমেরিকায় ফিরে গিয়েছেন বলে জানিয়েছেন ম্যাক্রোঁ। ফরাসি নেতার মন্তব্য সম্পর্কে ফিরতি বিমানে অবগত হন ট্রাম্প।

তারপরেই ট্রুথ সোশ্যালে তাঁর নয়া পোস্ট, 'ভুল! তিনি জানেন না কেন আমি এখন ওয়াশিংটনে যাচ্ছি। যুদ্ধবিরতির সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই। সবচেয়ে বড় কথা, ইচ্ছাকৃতভাবে হোক বা না হোক, ইমানুয়েল সবসময় ভুল করেন।'

সমন এড়ালেন রবার্ট ভদরা

নয়াদিল্লি, ১৭ জুন : ফের ইডির সমন এড়ালেন ওয়েনাডের কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরার স্বামী রবার্ট ভদরা। পলাতক অস্ত্র ব্যবসায়ী সঞ্জয় ভাণ্ডারীর সঙ্গে সম্পর্কিত একটি মানি লন্ডারিং মামলায় তাঁকে তলব করেছিল ইডি। কিন্তু মেয়ের গ্র্যাজুয়েশন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে রবার্ট ভদরা বর্তমানে দেশের বাইরে রয়েছেন। মঙ্গলবার ফের তাঁকে সমন পাঠিয়েছে ইডি। এর আগে ১০ জুন ইডি দপ্তরে আসার জন্য সমন পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু সেবারও সমন এড়িয়ে গিয়েছিলেন ভদরা।

কানাডায় মোদি, খালিস্তানি ক্ষোভ

ক্যালগারি (কানাডা), ১৭ জুন : জি৭ বৈঠকে যোগ দিতে মঙ্গলবার সকালে কানাডার ক্যালগারিতে পৌঁছোলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি কানানাস্কিসে ওই বৈঠকে অন্যান্য বিশ্বনেতাদের সঙ্গে যোগ দেবেন। ক্যালগারিতে পৌঁছে মোদি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'জি৭ বৈঠকে বিভিন্ন নেতার সঙ্গে সাক্ষাত করার পাশাপাশি একাধিক গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ইস্যুতে আমার চিন্তাভাবনা তুলে ধরব।' জি৭ নেতাদের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদ ইস্যুতেও কথা বলবেন মোদি। বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান কানাডার আধিকারিকরা। প্রবাসী

জি৭ বৈঠকে যোগ

ভারতীয়রাও তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান।

তবে অভ্যর্থনার পাশাপাশি প্রবল বিক্ষোভের আঁচও রয়েছে মোদির এই কানাডা সফরে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কানানাস্কিসে খালিস্তানি চরমপন্থীরা ইতিমধ্যে জড়ো হয়েছেন। বৈঠকস্থলের বাইরে তাঁরা মোদি বিরোধী বিক্ষোভ প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অবশ্য মোদি আসার আগে থেকেই খালিস্তানি সংগঠনগুলি বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। এবার জি৭ বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর যোগদান ঘিরে প্রবল সংশয় তৈরি হয়েছিল। একেবারে শেষমুহূর্তে তাঁকে যোগদানের আমন্ত্রণ জানান কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি। তাঁকে আমন্ত্রণ জানানোর পর থেকেই ক্ষোভের পারদ চড়ছে কানাডার খালিস্তানিদের মধ্যে। বস্তুত খালিস্তানপন্থী নেতা হরদীপ সিং নিজ্জর খুনের পর থেকেই কানাডা-ভারত টানাপোড়েন চরমে ওঠে। ভারতে 'বলকানাইজেশন'-এর ডাক দিয়েছে ওই সংগঠনগুলি। বর্ডম্যান এও জানিয়েছেন, কিছু প্রতিবাদী ভারতের জাতীয় পতাকা ছিঁড়ে দিয়েছে। শিখস ফর জাস্টিস নামে ভারতে নিষিদ্ধ একটি সংগঠন

কানাডায় বিমানবন্দরে মোদিকে অভ্যর্থনা। মঙ্গলবার।

এই পরিস্থিতিতে জি৭ বৈঠকে যোগ দিতে প্রধানমন্ত্রীর কানাডায় আগমন ঘিরে রীতিমতো তেতে উঠেছে খালিস্তানি সংগঠনগুলি।

কানাডার সাংবাদিক ড্যানিয়েল বর্ডম্যান জানিয়েছেন, ক্যালগারিতে লাগাতার মোদি বিরোধী প্রতিবাদ, বিক্ষোভ দেখাচ্ছে খালিস্তানি সংগঠনগুলি। মোদির হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি বন্ধ করার জন্য প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নিকে আর্জিও জানিয়েছে তারা। সেই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর রাজনীতিতে ইতি টানার হুঁশিয়ারিও দিয়েছে। খালিস্তানি সংগঠনগুলির এহেন প্রতিবাদ, বিক্ষোভের নিন্দা করেছে পাটনা সাহিব গুরদোয়ারা তখত। এদিকে মোদিকে কানাডায় স্বাগত জানিয়ে ভ্যাঙ্কুভারের জনপ্রতিনিধি ডালাস ব্রডি বলেন, এই সফরের মাধ্যমে ভারত-কানাডা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নত করার একটি সুযোগ এসেছে। এদিকে কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রীর এই সফরকে কটাক্ষ করেছে।

সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত ৫

লখনউ, ১৭ জুন : উত্তরপ্রদেশের মহোবার শ্রীনগর এলাকায় ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় ৫ জন নিহত এবং ৩ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। সোমবার দুপুর প্রায় ১টা ৩০ মিনিটে নানৌরা গ্রামের কাছে শ্রীনগর-বেলাতাল রোডে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ জানিয়েছে, দ্রুতগতির চার চাকার গাড়ির সঙ্গে একটি মোটরবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

বছরে ১০০ পরমাণু বোমা চিনের

নয়াদিল্লি, ১৭ জুন : ইরানের পরমাণু শক্তিধর দেশ হওয়া ঠেকাতে মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে ইজরায়েল। এ ব্যাপারে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সরকারকে সমর্থন করছে আমেরিকা ও পশ্চিমী দেশগুলি। এদিকে কিছুটা নীরবেই নিজেদের পরমাণু অস্ত্রের ভাঁড়ার ভরিয়ে চলেছে চিন। সোমবার প্রকাশিত স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস ইনস্টিটিউটের (এসআইপিআরআই) রিপোর্ট বলছে, গত একবছরে ১০০টি পরামাণু ওয়ারহেড তৈরি করে ফেলেছে চিন। ২০২৪-এ তাদের কাছে এ ধরনের ৫০০টি পারমাণবিক অস্ত্র ছিল। বর্তমানে সেই সংখ্যা ৬০০-য় পৌঁছে গিয়েছে। বাৎসরিক পরমাণু অস্ত্রের বিস্তারে আমেরিকা, রাশিয়াকেও ছাপিয়ে গিয়েছে শি জিনপিংয়ের সরকার।

এসআইপিআরআই-এর হিসাব অনুযায়ী, বর্তমানে সবচেয়ে বেশি পরমাণু ওয়ারহেড রয়েছে রাশিয়ার কাছে। সংখ্যাটা ৪,৩০৯। দ্বিতীয় আমেরিকা। তাদের কাছে রয়েছে ৩,৭০০টি পরমাণু বোমা। তৃতীয় চিন। এরপর যথাক্রমে রয়েছে ফ্রান্স (২৯০), ব্রিটেন (২২৫), ভারত (১৮০) এবং পাকিস্তান (১৭০)। ইজরায়েলের কাছে রয়েছে ৯০টি পরমাণু ওয়ারহেড। আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা কিম জং উনের উত্তর কোরিয়ার কাছেও ৫০টি পরমাণু ওয়ারহেড রয়েছে বলে এসআইপিআরআই জানিয়েছে।

পারমাণু শক্তিধর অধিকাংশ দেশই নিজেদের পরমাণু অস্ত্রের ভাঁড়ার ভরাতে ব্যস্ত। তবে এক্ষেত্রে বাকিদের টেক্কা দিয়েছে চিন। ভারতের ৩ গুণের বেশি পরমাণু ওয়ারহেড মজুত করে ফেলেছে তারা। ভারতের অপারেশন সিঁদুর নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে রিপোর্টে। এসআইপিআরআই-এর এক শীর্ষ গবেষকের মতে, ভারত-পাকিস্তানের সাম্প্রতিক সংঘর্ষের সময় বিভিন্ন মাধ্যমে পরমাণু কাঠামোয় হামলা নিয়ে নানা গুজব ছড়ানো হচ্ছিল। এই ধরনের বিভ্রান্তি একটি প্রচলিত যুদ্ধকে পারমাণবিক সংকটে পরিণত করতে পারে।

আশা কুহকিনী, তিহারে উপলব্ধি খালিদের

নয়াদিল্লি, ১৭ জুন : দিল্লি হিংসার ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত তিহার জেলে বন্দি সমাজকর্মী ও গবেষক উমর খালিদ তাঁর পাঁচ বছরের বন্দিজীবনের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন একটি চিঠিতে। তাঁর কারাবাসের কাহিনীতে নিঃসঙ্গ লড়াইয়ের কথা উঠে এসেছে।

খালিদ লেখেন, রুশ লেখক ফিওদর দস্তয়ভস্কির বই 'দ্য হাউস অফ দ্য ডেড' পড়ে তিনি অবাক হয়েছেন যে, ১৫০ বছর আগে জারের রাশিয়ার জেলজীবনের সঙ্গে আজকের ভারতীয় জেলের কত মিল! দস্তয়ভস্কির বই থেকে 'আমরা বেঁচে থাকলেও জীবিত নই, আবার কবরেও যাইনি, তবুও মৃত' পংক্তিটি উদ্ধৃত করে খালিদ বলেছেন, লেখকের এই উপলব্ধি যেন আজকের তিহারেও প্রতিধ্বনিত হয়।

২০২০ সালের সেপ্টেম্বর থেকে তিনি তিহার জেলে বন্দি। দিনের পর দিন তিনি অপেক্ষা করে থেকেছেন আগামী কোনও জামিন শুনানির দিকে চেয়ে। সেই ছোট ছোট দিন গোনাই তাঁকে টিকিয়ে রেখেছে। তাঁর মতে, বন্দিদের জীবনে আশা বলতে কিছু নেই। একজন মুক্ত মানুষ আশায় বাঁচেন, কিন্তু কাজও করেন। আর বন্দিদের আশায় বেঁচে থাকাই যেন একমাত্র কাজ। দস্তয়ভস্কির উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি লেখেন, 'বিনা লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। আশা না থাকলে, মানুষ ভিতরে ভিতরে এক দানবে পরিণত হয়।'

খালিদের মতে, জেলে আশা রাখা বিপজ্জনক কাজ। যত বেশি আশা, ভেঙে পড়ার ঝুঁকিও তত বেশি। তাই তিনি চেষ্টা করেন আশাহীন থাকতে। তবু তিনি বলেন, আশার শক্তি এতই প্রবল যে, সবচেয়ে নিরাশ পরিস্থিতিতেও বন্দিরা সেটাই আঁকড়ে থাকেন। এক সহবন্দির কথা লিখেছেন খালিদ। ওই বন্দি গত ২৯ বছর ধরে

জেলে রয়েছেন। মৃত্যুদণ্ড থেকে রাষ্ট্রপতির ক্ষমায় তিনি মুক্তি পান। তবে শর্ত ছিল- জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত জেলেই থাকতে হবে।

এই বন্দি সম্পর্কে খালিদ লেখেন, 'ওরা প্রধানমন্ত্রীকে মেরেছিল। কিন্তু আমি তো কাউকে মারিনি।' তিনি হয়তো আশা করছেন, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দণ্ডও হালকা হবে। খালিদ দস্তয়ভস্কির উক্তি টেনে বলেন, কারাগারে যারা অনেক বছর পার করেছে, তারা আর পালানোর চেষ্টা করে না। তারা আশা করে, হয়তো একদিন আদালত তাদের মুক্তি দেবে।

খালিদ লিখেছেন, এই পাঁচ বছরে অনেক কিছু বদলেছে। মানুষ পিএইচডি করে চাকরি পায়, প্রেম করে বিয়ে করে, সন্তানের বাবা-মা হয়, গাজায় গণহত্যা 'স্বাভাবিক' হয়, বাবা-মা বুড়িয়ে যান। এই সময় কি মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়?

বাবু ভাইয়া কি ফিরছে?

অক্ষয়কুমার খুব ব্যস্ত। স্কাই ফোর্স, কেসরি চ্যাপ্টার ২, হাউসফুল ৫—কোনওটা হিট বা সুপার হিট। বছরটা ভালো কাটছে তাঁর। আসছে কন্নাপ্পা—এই কন্নড় ছবিতে তিনি শিবের ভূমিকায়। যাই হোক, হেরা ফেরি ৩ কোন অবস্থায় আছে, জানতে চান সকলেই। সম্প্রতি অক্ষয় কুমারকে এই নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছেন, 'যা হচ্ছে তা সকলের চোখের সামনেই হচ্ছে। আমি ফিঙ্গার ক্রশ করে রেখেছি। আশা করে আছি। আমি চাই সব ঠিক হয়ে যাক। আমি নিশ্চিতভাবেই আপনাদের বলছি, সব ঠিক হবেই।'

অক্ষয়ের এই কথায় মনে হচ্ছে পরেশ রাওয়ালের সঙ্গে তাঁর বিরোধ কি তাহলে মিটল? ছবির বাবু ভাইয়া মানে পরেশ রাওয়াল ছবি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরই এই বিরোধের শুরু, বিতর্কও। তাঁর বিরুদ্ধে ছবির প্রযোজক অক্ষয় মামলা পর্যন্ত করেছেন কারণ ছবির চুক্তি সাক্ষর করে, টিজার শুটিং করে তিনি ছবি ছেড়েছেন, এতে তাঁর আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। তাই ২৫ কোটির ক্ষতিপূরণ চেয়ে মামলা হয়েছে। সাইনিং অ্যামাউন্ট পরেশ ফেরতও দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, তিনি ছবির চিত্রনাট্য পাননি, ছবির নাম নিয়েও পুরনো প্রযোজক ফিরোজ নাডিয়াডওয়ালার সঙ্গে বর্তমান প্রযোজকের মামলা চলছে। তাই এই অনিশ্চয়তার মধ্যে তিনি থাকতে চান না। কিন্তু পরেশকে ফেরাতে চান অনুরাগীরা। অনুরোধও আসছে। পরেশও সম্প্রতি এক পোস্টের উত্তরে বলেছেন, হেরা ফেরির তিনজন হিরো মানে নিজেকেও তিনি এখনও ছবির হিরোই ভাবেন। ফলে পরেশ ফিরছেন কিনা, আগ্রহ থেকেই যাচ্ছে। তার থেকেই অক্ষয়কে এই প্রশ্ন

দীপিকার বিপরীতে জেনেলিয়া

সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গার 'স্পিরিট' ছবিতে ৮ ঘণ্টা কাজ করার দাবি করে পরিচালকের রোষের মুখে পড়েন তিনি। ছবি থেকে বাদও পড়েন দীপিকা পাড়ুকোন। অনেকে অবশ্য বলছে, ছবিতে মাত্রাতিরিক্ত সাহসী দৃশ্যে থাকতে হবে, তাই দীপিকা সরে গিয়েছেন। তবে গহরাইয়াঁ ছবিতে তাঁর সাহসী দৃশ্যে অভিনয়ই তাঁকে সন্দীপের ছবিতে নিয়ে এসেছিল। যাই হোক, এরপর অনেকেই দীপিকার এই দাবিকে সমর্থন করেছেন নিজেদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। এখন জেনেলিয়া দেশমুখ, চিত্রাঙ্গদা সিং দীপিকার বিপরীতে দাঁড়িয়েই কথা বলেছেন। তিনি এখন ব্যস্ত তাঁর ছবি 'সিতারে জমিন পর'-এর প্রচার নিয়ে। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, '৮ ঘণ্টা কাজ করায় অসুবিধে হয়, তবে তা অসম্ভব নয়। আমি ১০ ঘণ্টাও কাজ করেছি। অনেক সময় পরিচালক তা বাড়িয়ে ১২-১৩ ঘণ্টাও করতে বলেন। এটা খারাপ নয়, তা করা যায় তবে অন্য জায়গায় বোঝাপড়া ঠিক রাখতে হবে। পুরো একদিন বা দু দিন কাজ করলে অন্য কাজকর্মে অ্যাডজাস্টমেন্টটা জরুরি।'

আবার চিত্রাঙ্গদা সিং বলেছেন, 'সবটাই নির্ভর করে ব্যক্তিগত সম্পর্কের ওপর। পরিচালক-অভিনেতার সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে পরিচালক কাজের শিডিউল বদলাতে পারেন, তবে অনেক সময় সেটা সম্ভব হয় না কারণ সময় এবং টাকার দিকটাও দেখতে হয়।' দীপিকার প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'দীপিকা অনেক বড় স্টার, অভিনেত্রী। তাঁর কাজের সময়ের ক্ষেত্রে তিনি কোনও শর্ত রাখতেই পারেন, এ তাঁর অধিকার।' উল্লেখ্য, স্পিরিট থেকে দীপিকা বেরিয়ে যাওয়ার পর তাঁর জায়গায় এসেছেন তৃপ্তি ডিমরি। নায়ক প্রভাস। অন্যদিকে দীপিকা সম্ভবত আল্লু অর্জুন ও অ্যাটলির সঙ্গে এএ২২Xএ৬ ছবিটি করবেন।

একনজরে সেরা ৫

অক্ষয় বললেন

অক্ষয়কুমারের আগামী ছবি জলি এলএলবি ৩। ছবি নিয়ে তিনি বলেছেন, প্রথম দুটো ভাগের মতো এই ভাগেও বাস্তব ঘটনা আছে। সহ অভিনেতা আরশাদ ওয়ার্সি প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, ওর সঙ্গে কাজ করে ভালো লেগেছে। পরিচালক সুভাষ কাপুর প্রসঙ্গে বলেছেন, আমি ওঁর ফ্যান। আড়াই মাসে শুটিং শেষ হয়েছে। মুক্তি ১৯ সেপ্টেম্বর।

আশ্রমে জ্যাকলিন

হাউসফুল ৫-এর প্রচার ও মুক্তির ব্যস্ততা থেকে বিরতি নিয়ে জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজ সময় কাটালেন শ্রীশ্রী রবিশংকরের কাছে। অন্য সন্ন্যাসীদের ও ভক্তদের সঙ্গে তিনি সময় কাটান, নিজের ছবি ইন্সটায় পোস্ট করে তিনি লিখেছেন, আমার অন্তর ভরে গিয়েছে গুরুদেব, আপনার পথ নির্দেশনা ও আলোর প্রদর্শনের জন্য। ধন্যবাদ।

পরিণত প্রেম

আর মাধবন ও ফতিমা সানা শেখ অভিনীত আপ জ্যায়সা কোই মুক্তি পাবে নেটফ্লিক্সে ১১ জুলাই। ছবিতে এক সংস্কৃত শিক্ষক ও ফরাসি প্রশিক্ষক—এই দুই বিপরীতমুখী ব্যক্তিত্বের প্রেম দেখা যাবে যা প্রমাণ করবে ভালোবাসা বয়স, ঐতিহ্য বা কোনও নিয়ম মানে না। পরিণত প্রেমের এই ছবির পরিচালক মীনাক্ষী সুন্দরেশ্বর।

পাইরেসিই কারণ

সলমন খানের সিকান্দর ১০০ কোটির ব্যবসা করেই থেমে গিয়েচিল। তার কারণ খুঁজতে নির্মাতা ফিরোজ নাডিয়াডওয়ালার সংস্থা একটি সমীক্ষা করে। তার রিপোর্ট বলেছে, মুক্তির আগের দিনই ছবির পাইরেটেড কপি লিক হয়েছিল পাইরেটেড ওয়েবসাইটে। এতে ক্ষতি হয় ৯১ কোটি। নির্মাতারা এই পরিমাণ ইনসিয়োরেন্স দাবি করে কেস ফাইল করেছেন।

গোলমাল ৫

রোহিত শেট্টির কমেডি-অ্যাকশন গোলমাল ৩-এর শুটিং শুরু হবে আগামী বছর মার্চ-এপ্রিলে, মুক্তি ২০২৭-এ। রোহিত, রাকেশ মারিয়ার বায়োপিক শেষ করে গোলমাল শুরু করবেন। নতুন একগুচ্ছ লেখক এর গল্প আর চিত্রনাট্য লিখছেন, যা সম্ভবত চলতি বছর সেপ্টেম্বরেই শেষ হবে। ছবিতে অজয় দেবগণ, তুষার কাপুর, আরশাদ ওয়ার্সি প্রমুখ আছেন।

শুটিংয়ে ফিরলেন শাহরুখ

শাহরুখ খান শুটিংয়ে ফিরলেন। তাঁর মাচো লুক, নতুন হেয়ারস্টাইল, এমনিতেই চর্চার বিষয় হয়েছে, তার ওপর নিরাপত্তার বলয়ে তাঁর এই শুটিং চর্চা বাড়াল। এটি জেলের অ্যাকশন দৃশ্য। ২১ জুন পর্যন্ত চলবে। জানা গিয়েছে, এক বিদেশি জেলে তিনি অ্যাকশন দৃশ্য করেছেন। এই অ্যাকশন দৃশ্যে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর বিপরীতে ছিল কিছু দুষ্টু লোক। আর সেই কারণেই অ্যাকশন। অ্যাকশনের কোরিয়োগ্রাফি করতে তিনজন বিদেশি স্টান্ট বিশেষজ্ঞকে আনা হয়েছে। দৃশ্যটিতে ২০০ স্টান্ট পারফর্মার থাকবেন। শাহরুখ ছবিতে আন্ডারওয়ার্ল্ডের লোক বা মাফিয়া জাতীয় কেউ কিনা তা অবশ্য জানা যায়নি, তবে এই চরিত্রের জন্য তিনি নিজের শারীরিক পরিবর্তন করেছেন।

প্রিয়াংকা চোপড়ার শোক

কাছের মানুষকে হারালেন প্রিয়াংকা চোপড়া। নিজের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডলে শোকপ্রকাশ করলেন তিনি। রমন রাই হান্ডা, পরিচয়ে প্রিয়াংকার পিসেমশাই হন। প্রিয়াংকার পিসি কামিনীকে নিয়ে দিল্লিতেই থাকতেন তিনি। তাঁর দুই মেয়ে মান্নারা আর মিতালি। মান্নারা বিগ বস-এও অংশ নিয়েছিলেন।

কয়েকদিনের স্বল্প রোগভোগের পরে রমন রাই হান্ডা আচমকা প্রয়াত হন। খবর পেয়ে মুম্বই থেকে তাঁর মেয়েরাও এসে উপস্থিত হয়েছেন। শেষকৃত্যের ছবিও পোস্ট করেছেন তাঁরা।

এর পরই প্রিয়াংকা নিজেও তাঁর তরফে শোক সংবাদ পোস্ট করেছেন। সেখানে তিনি লিখেছেন, 'তুমি সবসময় আমার হৃদয়ে থাকবে। এবার শান্তিতে বিশ্রাম নাও ফুফাজি'।

স্বরা ভাস্করকে প্যালেস্তাইনে পাঠাচ্ছে নেটপাড়া?

আবার একবার ট্রোলড হলেন স্বরা ভাস্কর। গাজার সমর্থনে পোস্ট করে ট্রোলড হলেন তিনি। বেশ কয়েকটি বামপন্থী দল মিলে মুম্বইয়ে গাজায় গণহত্যার প্রতিবাদে সম্মেলনের আহ্বান করেছিল। সেই সম্মেলনে যোগ দেওয়ার আর্জি জানিয়ে পোস্টটি শেয়ার করেছিলেন স্বরা। আর এর পরেই নেটপাড়া খেপে ওঠে।

একজন লেখেন, 'আপনি ফিলিস্তিনে চলে যান। এখানে কেন আছেন?' কেউ লেখেন যে, পহেলগাঁও হামলা আর অপারেশন সিঁদুরের সময় স্বরার পোস্ট কোথায় ছিল? কেন তিনি একটা কথাও লেখেননি? কেউ আবার বলছেন যে, পাকিস্তানে আর বাংলাদেশে হিন্দু হত্যার সময় তিনি চুপ কেন? এসব প্রশ্নের উত্তর অবশ্য দেননি স্বরা ভাস্কর।

তবে এইবারই প্রথম না। এর আগেও রোহিঙ্গা শরণার্থীদের হয়ে পোস্ট করেছিলেন স্বরা। তখনো তাঁকে ট্রোলড হতে হয়। যদিও আন্তর্জাতিক ইস্যু নিয়ে বরাবরই সরব তিনি, কিন্তু দেশীয় প্রসঙ্গে তাঁকে সেভাবে কিছু বলতে দেখা যায় না।

রথযাত্রা দেখলেন আমির খান

ছবির প্রচারে কী-ই না করতে হয়! আমির খানকেও রথে আসতে হল। না না, রথ টানেননি তিনি। টানা দেখলেন। ডান্স বাংলা ডান্স শো-র মঞ্চে রথ এল এবার। আর দূর মুম্বইয়ে বসে সে দৃশ্য দেখলেন আমির খান। এই শো-র বিশেষ পর্বে কনীনিকা এসেছেন। নাচলেন তিনি। অন্য প্রতিযোগীরাও নাচল তাঁর সঙ্গে। রথযাত্রার বিশেষ এই পর্বে জগন্নাথদেব, প্রভু বলরাম আর দেবী সুভদ্রাকে নিয়ে রথ চলল চ্যানেলের এই শো-র মঞ্চে। সে দৃশ্য লাইভ দেখলেন আমির খান।

শুধু দেখলেন না তিনি। নাচের প্রশংসা করলেন। রথযাত্রার শুভেচ্ছা জানালেন সকলকে। হাতজোড় করে জগন্নাথদেবকে প্রণাম করলেন। যদিও আমিরের এই কাজের সমালোচনা শুরু হয়ে গেছে। তা যে হবে, সে কথা আমিরও নিশ্চয়ই জানেন। কিন্তু প্রচারের এই গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চটাকে হাতছাড়া করতে চাননি আমির খান। 'সিতারে জমিন পর'-এর প্রোমোশনের জন্য এভাবেই একের পর এক চমক আনছেন আমির।

প্রিমিয়ারে গৌরীর সঙ্গে আমির

সিতারে জমিন পর ছবির বিশেষ প্রদর্শনীতে আমির খান প্রেমিকা গৌরী স্প্রাটের সঙ্গে এলেন, সঙ্গে ছিলেন নিক্কত খান হেগড়ে। ছবির মুক্তি ২০ জুন। সে উদ্দেশে নির্মাতারা মুম্বাইয়ে ছবির বিশেষ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। সেখানেই এই তিনজনকে একই গাড়িতে আসতে দেখা যায়। আমির ও গৌরী পাশাপাশি বসেছিলেন। পরে ছবির অন্যতম অভিনেত্রী জেনেলিয়া ডিসুজা তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন। ছবিতে এই প্রথম অভিনয় করতে দেখা যাবে আমিরের মা জিনাত হুসেনকে। আমিরের দিদি নিক্কতও এই প্রথম অভিনয় করছেন ছবিতেই। ছবির পরিচালক আরএস প্রসন্ন।

অবশেষে জটমুক্ত সিতারে

আমির খানের ছবির অগ্রিম বুকিং বন্ধ করে দিতে হয়েছিল হঠাৎ করেই। কারণ আমিরের সঙ্গে সেন্সর বোর্ডের দড়ি টানাটানি। সেন্সর বোর্ড চায়, এ ছবির দু-একটা দৃশ্যে কাঁচি চালানো হোক। আমির খান তা চান না। সেই নিয়ে অনড় দু-পক্ষই। অবশেষে জটিলতা কেটেছে। সেন্সর বোর্ড থেকে ছাড়পত্র পেল 'সিতারে জমিন পর'। এবার খুলে দেওয়া হল অগ্রিম বুকিং।

একটি সিঙ্গল স্ক্রিনের কর্ণধার জানিয়েছেন, 'আমিরের ছবির জন্য দর্শক অপেক্ষা করে আছেন। শহরের অধিকাংশ সিঙ্গল স্ক্রিনে চারটে করে শো-তে চলবে আমিরের এই ছবি। শাহরুখ খান বা সলমন খানের ছবির ক্ষেত্রে অগ্রিং বুকিং খুলে দেওয়া হয় ছবি মুক্তির চার দিন আগে। সেই নিরিখে এই ছবির অগ্রিম বুকিং খুলতে দেরি হল। তবে টিকিট বিক্রি হবে দারুণ, সেটা আশা করছেন সকলেই।'

ইডি'র জেরায় সোনু, উর্বশী

একটি অনলাইন জুয়ার ওয়েবসাইটের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে সোনু সুদ ও উর্বশী রাওতেলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি। এই বেটিং অ্যাপ ও অন্য একটি নিষিদ্ধ বেটিং প্ল্যাটফর্মের প্রচারে তাঁদের কি ভূমিকা জানার জন্য এই জিজ্ঞাসাবাদ বলে জানা গিয়েছে। ইডির বক্তব্য, এই অ্যাপ ও প্ল্যাটফর্ম নানা সেলেবদের দেখিয়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে প্রচুর টাকা তোলে। এর আগে হরভজন সিং, যুবরাজ সিং, সুরেশ রায়নাকেও জেরা করা হয়েছে। গত মার্চে হায়দরাবাদে ২৫ জন সেলেবের বিরুদ্ধে এই একই অভিযোগে এফআইআর করা হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রকাশ রাজ, বিজয় দেবারাকোন্ডা প্রমুখ।

টাকা নেই, শুটিং বাতিল

এই ঘটনা ঘটেছে ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গলের শুটিংয়ে। সূত্রের খবর, গত ছ মাসে তিনটি শুটিং শিডিউল বাতিল হয়েছে। ফিরোজ নাডিয়াডওয়ালা প্রযোজিত এই ছবির জন্য অভিনেতারা যে নির্ধারিত ডেট দিয়েছেন, তা বাতিল হওয়ায় তাঁরা ওই দিনগুলোয় বাড়িতে বসে থাকতে বাধ্য হয়েছেন। বলা হচ্ছে শুটিংয়ের দরকারি জিনিসপত্র এবং টাকার অভাবে শুটিং বাতিল হচ্ছে। ফলে, অনেক তারকাই ছবি ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন, অন্য অভিনেতারা আসছেন সেই জায়াগায় এবং এটা বারবার হচ্ছে। আবার অনেকে এই ফ্র্যাঞ্চাইজির লাভের কথা ভেবে এবং ফ্র্যাঞ্চাইজিকে ভালোবেসে থেকে গিয়েছেন। গত একবছর ধরে শুটিং চলছে, অনেক খরচই হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে অনেক তারকা এবং তাঁদের কর্মচারীরা পারিশ্রমিক পাননি। শুটিং বাতিলের ফলে অভিনেতাদের নির্ধারিত ডেট অন্য কোথাও দেওয়াও যাবে না। তাই তাঁরা যেকোনও ভাবে শুটিং শেষ করতে চাইছেন।

বাজারের ছাউনি দিয়ে পড়ে জল, উদাসীন পুরসভা

মাছ কিনতে গিয়ে ভিজে কাক

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৭ জুন : দিনবাজারের মাছ বাজারের ছাউনির বেহাল অবস্থা। বর্ষায় প্রতিটি ছাউনির শেড থেকে জল চুইয়ে পড়ে। ফলে দোকানদার ও খদ্দেরদের বৃষ্টিতে ভিজে কেনাবেচা করতে হয়। তার ওপর বেহাল ছাউনি ভেঙে যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা ক্রেতাদের।

মাছ কিনতে দিনবাজারে আসা সুশোভন সরকার আক্ষেপের সুরে বলেন, 'আমরা সারাবছর এখানে মাছ কিনতে আসি। কিন্তু বর্ষায় এই এলাকার অবস্থা খুব শোচনীয় হয়ে ওঠে। বেশ কিছুটা অংশে শেড থাকলেও তা থেকে বৃষ্টির জল চুইয়ে পড়ে ব্যবসায়ী এবং ক্রেতাদের গায়ে। আর অপর অংশে নেই কোনও শেড। এতে বাজার করা মুশকিল হয়ে যায়।'

অন্যদিকে, শেডের বাইরেও বসছেন বেশকিছু মাছ ব্যবসায়ী। গ্রীষ্ম, বর্ষায় তাঁদের একমাত্র ভরসা ত্রিপল। অতিবৃষ্টিতে সেই ত্রিপলে মানে না জল বলে আক্ষেপ ব্যবসায়ীদের। পুরসভার তরফে দু'একবার সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হলেও কোনও অজ্ঞাত কারণে সেই কাজ বন্ধ। নানা মহল থেকে বারবার আবেদন জানানো সত্ত্বেও অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় ক্ষুব্ধ ব্যবসায়ীরা। মাছ ব্যবসায়ী লালু দাসের কথায়, 'অন্যান্য সময় ঠিক আছে, কিন্তু এই বর্ষা আসছে। এখন আমাদের ব্যবসা করা মুশকিল হয়ে উঠবে। কবে ঠিক হবে কী জানি।'

বালাপাড়ায় মাছের কেন্দ্রীয় হোলসেল মার্কেট হবে বলে পুরসভা আশ্বাস দিয়েছিল। মোহন বসু চেয়ারম্যান থাকাকালীন বাজার বালাপাড়ায় নিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হলেও, অজানা কারণে সেই কাজ বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে বর্তমান পুরসভা উদ্যোগী হলেও কোনও অগ্রগতি হয়নি। এ বিষয়ে পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'ফিশ মার্কেট বালাপাড়ায় নিয়ে যাওয়ার জন্য জমির প্রয়োজন। তার জন্য আমরা জেলা প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলব। সেখান থেকে সদর্থক উত্তর মিললে কাজ এগোতে পারব। তবে মাছ বাজারের বর্তমান পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে সংস্কারের বিষয়ে মন্তব্য করতে পারব।'

দিনবাজারের মাছ ব্যবসায়ীদের আক্ষেপ, প্রায় ১৫ বছর কেটে গেলেও কোনও প্রশাসনের তরফে শেড সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। বিহার এবং অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে দূরপাল্লার ট্রাকে থার্মোকলের বাক্সে মাছ আসে এই বাজারে। একশ্রেণির ব্যবসায়ী থার্মোকলের বাক্সগুলি করলা নদীসংলগ্ন এলাকায় ফেলে দেন বলে দূষণ ছড়ায় দিনবাজার এলাকাতে। ব্যবসায়ীদের বারবার আবেদন করা সত্ত্বেও কোনও প্রতিকার হয়নি।

জলপাইগুড়ি ফিশ মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বিশ্বজিৎ মিত্রর কথায়, 'আমরা পুরসভাকে কর দিই। কিন্তু প্রত্যাশামতো পরিষেবা পাই না। দিনবাজারের ফিশ মার্কেটে শহরবাসীর পাশাপাশি শহরতলির মানুষও মাছ কিনতে আসেন। তবে সংস্কার হয় না। নিজেরা টাকা তুলে যতটা সম্ভব সংস্কার করছি। তাও ধীরে ধীরে বাইরের ক্রেতা কমছে। বড় গাড়ি ঢোকে না, মাছ সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা নেই।' এভাবে চললে বাজারটাই একদিন আর থাকবে না বলে তাঁর মত।

ছেঁড়া ত্রিপলের নীচে চলছে মাছ বিকিকিনি। দিনবাজারে।

> আমরা সারাবছর এখানে মাছ কিনতে আসি। কিন্তু বর্ষায় এই এলাকার অবস্থা খুব শোচনীয় হয়ে ওঠে। বেশ কিছুটা অংশে শেড থাকলেও তা থেকে বৃষ্টির জল চুইয়ে পড়ে ব্যবসায়ী এবং ক্রেতাদের গায়ে। আর অপর অংশে নেই কোনও শেড। এতে বাজার করা মুশকিল হয়ে যায়।
>
> **সুশোভন সরকার,** *ক্রেতা*

> অন্যান্য সময় ঠিক আছে, কিন্তু এই বর্ষা আসছে। এখন আমাদের ব্যবসা করা মুশকিল হয়ে উঠবে। কবে ঠিক হবে কী জানি।
>
> **লালু দাস,** *মাছ ব্যবসায়ী*

আকাশজুড়ে মেঘের খেলা। মঙ্গলবার জলপাইগুড়িতে।

বকেয়া পেতে চলেছেন মালের সেই ঠিকাদার

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ১৭ জুন : পুরসভার তরফে বকেয়া মেটানোর প্রতিশ্রুতি পেয়ে বেশ খুশি শিলিগুড়ির ঠিকাদার শিবরতন আগরওয়াল। ২৫ জুনের মধ্যে বকেয়ার পুরোটাই ঠিকাদারের অ্যাকাউন্টে জমা করবে বলে মাল পুরসভা জানিয়েছে। বিষয়টি একটি চুক্তিপত্রের মাধ্যমে চূড়ান্তও করা হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে পুরসভায় চুক্তিপত্রটি স্বাক্ষরিত হয়।

চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি বলেন, 'আদালতের নির্দেশ মেনেই শিবরতনবাবুকে ডেকে আলোচনা করা হয়েছে। তারপর বকেয়া মেটানোর বিষয়টি লিখিতভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

২০১৭-'১৮ সাল নাগাদ পুরসভার হাইমাস্ট লাইটের কাজের বরাত পান শিবরতন। সেই কাজের পর ৫০ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার মধ্যে ৪৫ লক্ষ টাকা আগেই মিটিয়ে দেওয়া হয়। দীর্ঘ আট বছর বকেয়া ছিল ৫ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। আদালতের নির্দেশ মেনে পুরসভা ১২ জুন শিবরতনকে চিঠি করে। ১৭ জুন পুরসভায় একটি বিশেষ বৈঠকে ডাকা হয় তাঁকে। এদিন সময়মতো পুরসভায় তাঁর আইনজীবী সুমন শিকদারকে নিয়ে হাজির হন। পুরসভার তরফে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি, কাউন্সিলার পুলিন গোলদার, নারায়ণ দাস, মণিকা সাহা, নির্বাহী আধিকারিক চন্দ্রশেখর দাস, অর্থ আধিকারিক মিঠুন দাস। সেই বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় ২৫ জুনের মধ্যে বকেয়া ৫ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা সরাসরি শিবরতনের অ্যাকাউন্টে জমা করা হবে। যদিও প্রথমদিকে পুরসভার তরফে আরও মাসখানেক সময় চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু শেষমেশ ২৫ জুনের মধ্যে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। শিবরতনের কথায়, 'পুরসভার চেয়ারম্যান বকেয়া মেটানোর কথা দিয়েছেন।'

এ বিষয়ে সিপিএমের মাল এরিয়া কমিটির সম্পাদক রাজা দত্তর বক্তব্য, 'স্থানীয় কিছু ঠিকাদারদের পঙ্গু করে দিয়েছে পুরসভা। ভবিষ্যতে এমন বকেয়া মেটানোর মামলা আরও হতে পারে, সেজন্য পুরসভার তৈরি থাকা উচিত।' যাঁরা যথাযথ কাজ করেছেন তাঁদের প্রত্যেকের টাকা পুরসভাকেই মেটাতে হবে বলে জানালেন বিজেপির মাল টাউন মণ্ডল সভাপতি নবীন সাহা।

পুরসভার আরও একটি কাজ করেছিলেন শিবরতন। সেই কাজটি ছিল ১ কোটি ৮ লক্ষ ৪৮ হাজার ৩৪৩ টাকার। যার মধ্যে কাজ শেষ হওয়ার পর ২০২৩ সালে ২০ লক্ষ টাকা মিটিয়ে দিয়েছিলেন পুরসভার তৎকালীন চেয়ারম্যান স্বপন সাহা। তারপর বকেয়া আর এক টাকাও মেটায়নি পুরসভা। সেটা নিয়েও মামলা হয় কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চে। গত বছর ২৬ সেপ্টেম্বরের মধ্যে বকেয়া বিলের ৬০ শতাংশ মেটানোর নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। তারপর পুরসভার পালাবদলের পর বকেয়া পাননি শিবরতন। গত নভেম্বরেই এই বিষয়ে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করেছেন তিনি। চলতি মাসে যে কোনও দিন হতে পারে সেই মামলার শুনানি।

ঘটনাক্রম

- ২০১৭-'১৮ সাল নাগাদ মাল পুরসভার হাইমাস্ট লাইটের কাজের বরাত পান শিলিগুড়ির ঠিকাদার
- সেই কাজের পর ৫০ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার মধ্যে ৪৫ লক্ষ টাকা আগেই মিটিয়ে দেওয়া হয়
- দীর্ঘ আট বছর বকেয়া ছিল ৫ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা
- এই ঘটনা আদালত পর্যন্ত গড়ায়
- অবশেষে ২৫ জুনের মধ্যে বকেয়ার পুরোটাই দেবে বলে কথা দিয়েছে পুরসভা

ক্ষোভ শাসকদলের কাউন্সিলারদের একাংশের

কয়েকটি ওয়ার্ডে গ্রিন সিটির আলো

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ১৭ জুন : আলোয় সাজানো হবে ময়নাগুড়ি শহরকে। এজন্য পাঁচটি জোনে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে এলাকা। গ্রিন সিটি মিশনের আওতায় টেন্ডার হয়ে যাওয়ার পর প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ শুরু হয়েছে। পাকা রাস্তার ধারে মাটি খুঁড়ে সিমেন্ট কংক্রিটের খুঁটি নির্মাণ করা হয়েছে। যদিও শাসকদলের কাউন্সিলারদের একাংশের অভিযোগ, আগে থেকেই কয়েকজন বসে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, অথচ আলোর সমস্যা পুর এলাকার প্রায় সর্বত্র। ফলে এই প্রকল্প থেকে বাদ পড়েছে বেশ কয়েকটি ওয়ার্ড।

১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অমিতাভ চক্রবর্তীর কথায়, 'আগেই কয়েকজন বসে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পরে বোর্ড মিটিংয়ে শুধুমাত্র আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম। আমার ওয়ার্ডের উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের ময়নাগুড়ি ডিপোর সামনে ঘন অন্ধকার থাকে। পাশেই নতুন বাজার কর্মতীর্থ ভবন এবং কিষান মান্ডি। এগুলো প্রাধান্য পায়নি।'

অন্যদিকে, পেটকাটিতে আগাগোড়াই পথবাতির তীব্র সমস্যা বলে জানালেন পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার রিম্পা রায়। তিনি বললেন, 'দাবি জানিয়েছিলাম পেটকাটি ছুঁয়ে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হোক। দাবি মান্যতা পায়নি।' ওয়ার্ডের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় গ্রিন সিটি মিশনের আলোর প্রকল্পের কাজ করা হলে নাগরিকরা উপকৃত হতেন বলে মনে করেন ২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার বর্ণালি বাড়ুইও। যদিও পুরসভার চেয়ারম্যান অনন্তদেব অধিকারী বলেন, 'সার্বিক আলোচনার মাধ্যমে করা হয়েছে। একবারে সব ওয়ার্ডে এই কাজ করা সম্ভব নয়। পরবর্তীতে বরাদ্দ মিললে অবশ্যই পরিসর বাড়ানো হবে।'

এ ব্যাপারে ময়নাগুড়ি নাগরিক চেতনার সম্পাদক অপু রাউতের বক্তব্য, 'এই আলোর প্রকল্প সম্পর্কে পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন শহরে বিভিন্ন ধরনের কারচুপির অভিযোগের কথা শুনেছি। সকলেই জানেন সেকথা। সরকারি প্রকল্প এক অর্থে জনগণের টাকা। সেই টাকা যাতে জনগণের উদ্দেশে সঠিকভাবে ব্যয় করা হয় সেটাই ময়নাগুড়ির মানুষের দাবি।'

ওই প্রকল্পে মোট ব্যয় হবে ১ কোটি ৫৩ লক্ষ ৯ হাজার ২৪ টাকা। পাঁচটি পৃথক জায়গাকে চিহ্নিত করে টেন্ডার করা হয়েছে। শহরের ব্যাংক মোড় থেকে খুকশিয়া মোড় পর্যন্ত ব্যয় হবে ৪৫ লক্ষ ৫১ হাজার ৯১৬ টাকা। নতুন বাজার ট্রাফিক থেকে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল পর্যন্ত ব্যয় ধার্য করা হয়েছে ১২ লক্ষ ৩৭ হাজার ৫০ টাকা। দুর্গাবাড়ি মোড় থেকে ইন্দিরা মোড় ২৮ লক্ষ ৭০ হাজার ৩৮৭ টাকা ব্যয় হবে। শহরের প্রধান ট্রাফিক মোড় থেকে সিনেমা হল মোড়ে ধার্য করা হয়েছে ১২ লক্ষ ৩৭ হাজার ৫০ টাকা। বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ি থেকে থানা মোড়ের ক্ষেত্রে ব্যয় ধার্য করা হয়েছে যথাক্রমে ৬ লক্ষ ৪২ হাজার ৬২১ টাকা।

গ্রিন সিটি মিশনের আলোর খুঁটি ময়নাগুড়ি শহরে।

টার্মিনাসের ভেতরে পার্কিং করা বাস। ধূপগুড়িতে।

ক্ষোভে ফুঁসছেন বাস মালিকরা

রাজস্ব দিয়েও নিরাপত্তা নেই

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ১৭ জুন : বাস টার্মিনাসের ভেতরে বাস পার্কিং করে রাখার জন্য রাজস্ব গুনতে হচ্ছে মালিকদের। তবুও সেখানে নেই কোনও সিসিটিভি ক্যামেরা এবং নিরাপত্তারক্ষী। আর রাতের অন্ধকারে বাস পার্কিং করে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে তার দায় কে নেবে বলেও প্রশ্ন তুলছেন মালিকরা।

যদিও ধূপগুড়ি পুর প্রশাসকমণ্ডলীর ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশকুমার সিং বলেন, 'বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখা হচ্ছে। সিসিটিভি ক্যামেরা এবং পাহারাদারের বিষয়েও আলোচনা চলছে। সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানোর বিষয়ে টেন্ডার প্রক্রিয়াও শুরু করা হয়েছে। দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

টার্মিনাস সূত্রে খবর, সন্ধ্যায় রুট থেকে ফেরার পর টার্মিনাসে একে একে বাস পার্কিং করা হয়। পার্কিংয়ের জন্য বাস প্রতি ২৫ টাকা করে পুর কর্তৃপক্ষ আদায় করে। কিন্তু বিনিময়ে বাসগুলির রাতে কোনও নিরাপত্তা থাকছে না। বাস মালিক সিদ্ধেশ্বর বসুর কথায়, 'এর আগেও দেখেছি, বাস টার্মিনাসে কোনও সিসিটিভি ক্যামেরা নেই। রাতেও কোনও পাহারায় কাউকে রাখা হচ্ছে না। তাহলে পার্কিং ফি কেন নেওয়া হচ্ছে? অন্ধকারে কেউ বাসের কাচে ঢিল মারলেও ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পুর কর্তৃপক্ষকে বারবার জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি।'

তাঁর কথায় সায় জানালেন আরেক বাস মালিক বাদল মণ্ডল। বললেন, 'পার্কিংয়ের জায়গা না থাকাতেই বাস মালিকরা টার্মিনাসের ভেতরে পার্কিং করে রাখছেন এবং তার বিনিময়ে ফি (রাজস্ব) দেওয়া হয়। কিন্তু নিরাপত্তার অভাব থেকেই যাচ্ছে। বড় এবং ছোট মিলিয়ে প্রায় ২০-২৫টি বাস টার্মিনাসে পার্কিং করে রাখা হয়। তাতে কেউ কখনও শত্রুতা বা ষড়যন্ত্র করে গাড়ির ক্ষতি করলে বিপাকে পড়তে হবে বাস মালিকদের।' যেখানে নিরাপত্তারক্ষী বা সিসিটিভি ক্যামেরা নেই, সেখানে কে কার দায়িত্ব নেবে সেই প্রশ্নও তুলেছেন তাঁরা।

এর আগে টার্মিনাসে ফি না দিয়েই বাস রাখা হচ্ছিল। তখন বাস কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অবৈধ পার্কিং করা নিয়ে অভিযোগ উঠেছিল। কিন্তু বর্তমানে ফি আদায় হওয়ায় পুরোটাই বৈধ বলে দাবি করা হয়েছে।

সমস্যা যেখানে

- টার্মিনাসে পার্কিংয়ের জন্য বাস প্রতি ২৫ টাকা করে নেওয়া হয়
- টার্মিনাসে নেই কোনও নিরাপত্তারক্ষী
- তাছাড়া সিসিটিভি ক্যামেরাও নেই
- রাতে কিছু হলে দায় কে নেবে বলে প্রশ্ন তুলছেন মালিকরা

অমিল বই

জলপাইগুড়ি, ১৭ জুন : চলতি বছর থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা সিমেস্টার পদ্ধতিতে হবে। সেপ্টেম্বর মাসে দ্বাদশ শ্রেণির প্রথম সিমেস্টার পরীক্ষা হওয়ার কথা। তবে এখনও পর্যন্ত জলপাইগুড়ির অনেক স্কুলেই নতুন সিলেবাসের ইংরেজি বই পর্যাপ্ত পরিমাণে না আসায় কর্তৃপক্ষ সমস্যায় পড়েছে। সোনাউল্লা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অনির্বাণ সেন বললেন, 'প্রায় প্রতিটি স্কুলেই একই অবস্থা।' জলপাইগুড়ি জেলা পরিদর্শক (মাধ্যমিক) বালিকা গোলের অবশ্য আশ্বাস, 'সমস্যার বিষয়টি ইতিমধ্যেই সংসদে জানানো হয়েছে। নতুন সিলেবাসের ইংরেজি বই দ্রুতই চলে আসবে।'

দোকানে চুরি

ধূপগুড়ি, ১৭ জুন : মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শহরের সিনেমা হল মোড়ে এক গয়নার দোকানে চুরির ঘটনা ঘটে। ৬ গ্রাম সোনা, একশো গ্রামের বেশি রুপো, নগদ ৫ হাজার টাকা এবং কিছু পুরোনো গয়না চুরি গিয়েছে। ধূপগুড়ি থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

পাড়ায় পাড়ায়

ধূপগুড়ি

পার্থেনিয়ামে মুখ ঢেকেছে শহরের

ধূপগুড়ি, ১৭ জুন : শহরে যত্রতত্র গজিয়ে উঠেছে পার্থেনিয়াম গাছ। যা নিয়ে শহরে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি হচ্ছে বলে অভিযোগ। পুর কর্তৃপক্ষ উদাসীন। দেখা গিয়েছে, শহরের ৩, ৪, ১২ সহ একাধিক ওয়ার্ডেই পার্থেনিয়াম গাছ গজিয়ে উঠেছে। সাধারণভাবে দেখলে মনে হবে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে পার্থেনিয়ামের বাগান তৈরি করেছে এবং যত্নও নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু আদতে তা নয়। আদতে গাছগুলি কেটে না ফেলায় ক্রমশই ছড়িয়ে গিয়ে বড় বাগানের আকার ধারণ করেছে। শহরের বাসিন্দা সৌরভ দাস বলেন, 'পার্থেনিয়াম গাছ ক্ষতিকারক বলেই শুনেছি। তা সত্ত্বেও কেন গাছগুলি কেটে ফেলা হচ্ছে না, তা স্পষ্ট নয়।' একই দাবি করেছেন অপর বাসিন্দা উত্তম সরকার। তাঁর কথায়, 'চিকিৎসকরাও পার্থেনিয়ামের ক্ষতি নিয়ে সরব হন। তবুও ব্যবস্থা গ্রহণে কেন অনীহা তা বোঝা যাচ্ছে না। অবিলম্বে পুর কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।' ধূপগুড়ি পুর প্রশাসকমণ্ডলীর ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশকুমার সিং বলেন, 'এই ধরনের অভিযোগ আসেনি। তবে খোঁজ নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

ময়নাগুড়ি

নালার জল উপচে ভোগান্তি

ময়নাগুড়ি, ১৭ জুন : হোটেলের সামনে নিকাশিনালার নোংরা জল উপচে পড়ছে। সেই নোংরা জল বেলচা দিয়ে হোটেলের সামনে থেকে সরিয়ে দিচ্ছেন দোকানের কর্মীরা। এমন ছবি ধরা পড়ছে ময়নাগুড়ি পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের নতুন বাজার বাস টার্মিনাস এলাকায়। অল্প বৃষ্টি হলে নিকাশিনালার জল উপচে রাস্তায় জমে যায়। রাস্তার পাশে কয়েকটি হোটেল রয়েছে। ফলে অনেক সময় ওই নোংরা জল হোটেলের ভেতরে ঢুকে যায়। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, স্থানীয় প্রশাসনকে বহুবার জানানো সত্ত্বেও কোনও লাভ হয়নি। সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলার প্রদ্যুৎ বিশ্বাস বলেন, 'বিষয়টি পুরসভা এবং জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদকে জানানো হয়েছে।' বাস টার্মিনাসের পাশে রয়েছে জরদা নদী। স্থানীয় হোটেলের কর্মী লক্ষ্মী দাস বলেন, 'বহুদিন ধরে এলাকায় এই সমস্যা রয়েছে। নিকাশিনালা নিয়মিত পরিষ্কার করলে আমরা এই দুর্ভোগ থেকে রেহাই পেতাম।'

তথ্য : শুভাশিস বসাক এবং বাণীব্রত চক্রবর্তী

স্কুলের সামনে মরণফাঁদ

জলপাইগুড়ি, ১৭ জুন : পোস্ট অফিস মোড়, জলপাইগুড়ি শহরের অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ একটি রাস্তা। প্রতিদিন স্কুল, কলেজ এবং প্রশাসনিক কাজকর্মের এই রাস্তা প্রচুর মানুষ ব্যবহার করেন। সেই রাস্তার মাঝেই তৈরি হয়েছে একটি গর্ত। তাও আবার ফণীন্দ্রদেব ইনস্টিটিউটের শিশু বিভাগের সামনেই, যা দেখতে ছোট হলেও হয়ে উঠতে পারে মরণফাঁদ। ফলে যে কোনও সময় ঘটে যেতে পারে বড় দুর্ঘটনা।

স্কুটারচালক মৌপ্রিয়া দাসের কথায়, 'এর আগেও একটা গর্ত হয়েছিল। ঠিক করতে না করতে ফের আরও দুটো গর্ত তৈরি হয়েছে। খুবই সমস্যা হচ্ছে। স্কুলের ছাত্ররা সাইকেল নিয়ে এই রাস্তা দিয়ে যায়, গর্ত কাটাতে গিয়ে বড় দুর্ঘটনা না ঘটে যায়।' ট্রাফিক পুলিশের তরফে প্রাথমিকভাবে গর্তের সামনে কমলা কোণ বসানো হলেও, একেবারে টার্নিংয়ের মুখে এবং রাস্তার মাঝে গর্তটি হওয়ায় বিপাকে কমবেশি সকলেই।

পোস্ট অফিস মোড় থেকে যে রাস্তাটি ডিএম অফিসের দিকে যাচ্ছে সেই মোড়ের মুখেই রয়েছে এই গর্ত। ধীরে ধীরে ওই গর্ত নিচ্ছে বড় আকারও। যে কোনও সময় ওই রাস্তার গর্তটি বড় হয়ে কিংবা ধসে বিপত্তি ডেকে আনতে পারে বলে মনে করছেন দোকানি থেকে পথচারীরা।

এ ব্যাপারে জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান-ইন-কাউন্সিল তথা পুরসভার পিডব্লিউডি বিভাগের দায়িত্বে থাকা সন্দীপ মাহাতো বলেন, 'এর আগেও আমরা ওখানে তৈরি হওয়া গর্ত সংস্কার করেছি। শিশুদের সুরক্ষার কথা ভেবে স্কুলের সামনের গর্তও দ্রুত সংস্কার করা হবে।'

পোস্ট অফিস মোড়ে স্কুলের সামনে বিপজ্জনক সেই গর্ত।

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

■ জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংক

এ পজিটিভ	২
এ নেগেটিভ	০
বি পজিটিভ	১
বি নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	০
এবি নেগেটিভ	০
ও পজিটিভ	৪
ও নেগেটিভ	০

■ মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংক

■ পিআরবিসি

এ পজিটিভ	১০
এ নেগেটিভ	০
বি পজিটিভ	৮
বি নেগেটিভ	২
ও পজিটিভ	৬
ও নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	৪
এবি নেগেটিভ	১

কত্ত আম!

মঙ্গলবার দিনবাজারে মানসী দেব সরকারের তোলা ছবি।

বিদেশের মাটিতে উজ্জ্বল অভীকের প্রতিভা

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৭ জুন : ২০২২ সালে মাধ্যমিকে রাজ্যে চতুর্থ। ২০২৪ সালে উচ্চমাধ্যমিকে প্রথম। এবার বিশ্বের দরবারে গিয়েও প্রতিভা দেখাচ্ছেন আলিপুরদুয়ারের ছেলে অভীক দাস। বর্তমানে তিনি বেঙ্গালুরুতে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সের ছাত্র। সেখান থেকেই সম্প্রতি স্পেনের বার্সেলোনায় ফিজিক্স লিগ অ্যাক্রস নিউমেরাস কান্ট্রিস ফর কিক-অ্যাস স্টুডেন্টস (প্ল্যাঙ্কস) প্রতিযোগিতার জন্য গিয়েছিলেন অভীক সহ ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সের চার পড়ুয়া। গোটা বিশ্বের প্রতিযোগীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে অভীকদের দল। এই খবর আলিপুরদুয়ারে পৌঁছাতেই খুশির আমেজ সেখানে।

বার্সেলোনায় অন্য পড়ুয়াদের সঙ্গে অভীক।

বর্তমানে অভীক মুম্বইয়ে একটি সামার প্রোজেক্টের জন্য গিয়েছেন। সেখান থেকেই ফোনে বললেন, ‘বিদেশে গিয়ে প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া সত্যিই খুশির এবং গর্বের। এর আগেও প্ল্যাঙ্কসে আমাদের ইনস্টিটিউট অংশ নিয়েছিল। এত বছরে সর্বোচ্চ সপ্তম স্থান ছিল। এবছর আমরা ষষ্ঠ স্থানে নিয়ে গেলাম।’

প্ল্যাঙ্কস প্রতিযোগিতার জন্য প্রথমে একটি বাছাই পর্বের প্রতিযোগিতা হয়েছিল অনলাইনে। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে পড়ুয়ারা পদার্থবিদ্যার এই প্রতিযোগিতার জন্য অংশ নিয়েছিলেন। বাছাই পর্বে বেঙ্গালুরু ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স থেকে অভীকদের চারজনের দল মূল পর্বের জন্য বাছাই হয়। চারজনকেই একসঙ্গে মূল পর্বের পরীক্ষা দিতে হয়েছে। ওই পরীক্ষা হয়েছিল চার ঘণ্টার।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও সোশ্যাল মিডিয়ায় শুভেচ্ছা জানিয়েছেন অভীক সহ ওই প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া অন্যদের। অভীকের বাবা প্রবীর দাস বলেন, ‘এই প্রথম ও বিদেশে গিয়ে এরকম প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করল। আমরা গর্বিত ওর জন্য।’

সংঘাতের আগুন

ইজরায়েলি হানায় জ্বলছে তেহরানের তৈল পরিশোধনাগার। মঙ্গলবার।

৬ বাগানের লিজ মেরিকোর

নাগরাকাটা, ১৭ জুন : ডুয়ার্স ও পাহাড় মিলিয়ে সম্প্রতি ৬টি চা বাগানের জমির লিজের অনুমোদন পেল মেরিকো গ্রুপ। ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের পক্ষ থেকে ৩০ বছরের জন্য ওই বাগানগুলিকে লিজ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর ফলে বাগানগুলির আর্থিক পরিস্থিতি ভালো হবে বলে মত শ্রমিক-মালিক দু’পক্ষেরই। মেরিকো-র কর্ণধার সুরজিৎ বক্সী বলেন, ‘এখন ব্যাংকের মতো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে বিনিয়োগের জন্য ঋণপ্রাপ্তি সম্ভব হবে। এরপর আমাদের প্রথম কাজ হবে নতুন গাছ রোপণ, বাগানের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে উন্নয়নের কাজ করা।’

মেরিকো গ্রুপ দার্জিলিংয়ের রংলি রংলিয়ট, জলপাইগুড়ির নাগেশ্বরী, আলিপুরদুয়ারের বীরপাড়া, হান্টাপাড়া, ধুমচিপাড়া ও তুলসীপাড়া চা বাগানগুলি লিজের জন্য সরকারি অনুমোদন পেয়েছে। এর বাইরে ওই কোম্পানির মাধ্যমে ডুয়ার্সের আরও ৬টি চা বাগান চলছে। ওই বাগানগুলির জমির লিজের জন্যও তারা আবেদন করেছে। সেই অনুমোদনও হয়ে যাবে বলে মালিকপক্ষের আশা। সব মিলিয়ে মেরিকো’র ১২টি চা বাগানের ওপর ১৫ হাজার শ্রমিক নির্ভরশীল। এতদিন মাঝেমধ্যেই বেশ কয়েকটি বাগান থেকে মজুরি বকেয়া থাকার অভিযোগ পাওয়া যেত। যদিও ৩-৪টি বাগানে অল্প কিছু মজুরি বকেয়া রয়েছে বলে সুরজিৎ জানিয়েছেন।

ব্যাংক জালিয়াতিতে ইডি’র হানা

শিলিগুড়ি, ১৭ জুন : সাধারণ মানুষের তথ্য দিয়ে একাধিক ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট তৈরি করে তা বিভিন্ন অনৈতিক কাজে ব্যবহার করার জন্যে আগেই শিলিগুড়ি পুলিশ অভিযান চালিয়েছিল। এবার অভিষেক বনসল নামে ওই প্রতারকের বাড়ি, তার কাকার বাড়ি, এজেন্টদের বাড়ি ও অফিস সহ মোট ৬টি জায়গায় অভিযান চালাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের নতুনপাড়া, ৮ নম্বর ওয়ার্ডের খালপাড়া, ৯ নম্বর ওয়ার্ডে এমজি রোড, ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের লেকটাউনের মোট ছয়টি জায়গায় অভিযান চালিয়েছে ইডি। কেন্দ্রীয় বাহিনীর সশস্ত্র জওয়ানদের প্রতিটি লোকেশনে নিরাপত্তার জন্যে রাখা হয়েছিল। অভিযুক্তের খোঁজ না পেলেও তার কাকা সহ পরিবারের বাকি সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন ইডি’র কর্তারা।

অভিযুক্তের সঙ্গে ফাঁসিদেওয়ার মহম্মদ সহিদুলের যোগও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। পুলিশ সূত্রে খবর, সাধারণ মানুষের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে কোটি কোটি টাকার নয়ছয় হয়েছে। সেই সূত্র ধরেই তদন্তে এসেছেন কেন্দ্রীয় সংস্থার আধিকারিকরা। অভিযুক্ত এই মুহূর্তে পালিয়ে দুবাইয়ে রয়েছে। যদিও বিষয়টি নিয়ে তদন্তকারী সংস্থার কোনও আধিকারিকই মন্তব্য করতে চাননি। অভিযুক্তের পরিবারের তরফেও কোনও বক্তব্য মেলেনি।

অভিযুক্ত অভিষেক বনসলের বিরুদ্ধে এর আগেও শিলিগুড়ি পুলিশ এবং কলকাতা পুলিশে মামলা হয়েছে। শিলিগুড়ি পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ অভিযান চালিয়ে অভিযুক্তের গোপন ঠিকানা থেকে প্রচুর ব্যাংকের পাসবই, চেকবই, এটিএম কার্ড উদ্ধার করেছিল। নতুনপাড়ার ওই ঠিকানা দিয়েই এদিন অভিযান শুরু করে ইডি। এরপর অভিযুক্তের বাড়ি, অফিস, এজেন্টদের বাড়ি, কাকার বাড়ি এবং অফিসে অভিযান চালান ইডি’র আধিকারিকরা। জানা গিয়েছে, শহর এবং গ্রামের বিভিন্ন মানুষের আধার এবং প্যান কার্ডের তথ্য রয়েছে অভিযুক্তদের কাছে। সেই তথ্য দিয়ে একেক জনের নামে ১০ থেকে ১২টি করে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট তৈরি করা হয়েছে। সেগুলির মাধ্যমে কালো টাকা হাতবদল করা হত বলে অভিযোগ। পরিবর্তে ওই অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের কিছু টাকা দেওয়া হত।

ওবিসি তালিকা

প্রথম পাতার পর

রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত বিচারাধীন মামলায় সুপ্রিম কোর্টে সমস্ত বিষয় জানানো হয়েছে এবং শীর্ষ আদালত রাজ্যকে কাজ চালিয়ে যেতে বলেছে বলে মন্তব্য করায় বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা প্রশ্ন করেন, ‘আপনারা বিজ্ঞপ্তির কথা বলেছেন?’

অ্যাডভোকেট জেনারেল উত্তর দেন, শীর্ষ আদালতে তালিকা জমা দেওয়া হবে। উত্তরের জন্য অপেক্ষা করা উচিত। এই মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, এটা জনস্বার্থ মামলা হিসেবে বিবেচনা করা দরকার। নিয়োগ প্রক্রিয়া আটকে রয়েছে। এরপর রাজ্যের সিদ্ধান্ত সঠিক প্রমাণিত হলে সমস্যা তৈরি হবে।

বিচারপতি মান্থা পালটা প্রশ্ন করেন, ‘আপনাদের পদক্ষেপ ঠিক কী? বিজ্ঞপ্তিতে আদালতের নির্দেশ মানা হয়েছে কি? লেজিসলেটিভ প্রসেস মেনেছেন?’ বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী অ্যাডভোকেট জেনারেলকে বলেন, ‘আপনি আমাদের রায় নিয়ে বিস্তারিত বর্ণনা কেন দিচ্ছেন? প্যান্ডোরার বাক্স খুলছেন। সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে ব্যাখ্যা করুন। রায়ে স্থগিতাদেশ দিতে বলুন। ৬৬টি জনগোষ্ঠীকে নিয়ে তো কিছু বলা হয়নি।’

বিধানসভায় বিষয়টি পেশ করা হয়েছে বলে দাবি করে অ্যাডভোকেট জেনারেল জানান, অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণমন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক বিধানসভায় উল্লেখ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী, বিরোধী দলনেতা আলোচনায় অংশ নিয়েছেন। এ কথা শুনে ডিভিশন বেঞ্চ প্রশ্ন করে, ‘বিধানসভায় পেশ করার আগে বিজ্ঞপ্তি ঘোষণা করে দিলেন?’ অ্যাডভোকেট জেনারেল উত্তর দেন, ড্রাফট প্রকাশ হয়েছে, গেজেট প্রকাশিত হয়নি।

আদালতের মঙ্গলবারের রায়ে অসন্তুষ্ট আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘আপনাদের রায়ে কিছু অস্পষ্ট অংশ রয়েছে।’ মূল মামলাকারীদের আইনজীবী এস শ্রীরাম বলেন, ‘আদালত আইন বুঝে রায় দিয়েছে।’ শীর্ষ আদালতে ১৫ জুলাই এই মামলার শুনানি রয়েছে। তারপর ২৪ জুলাই হাইকোর্টে এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। তবে ৩১ জুলাই পর্যন্ত নতুন তালিকা সহ সমস্ত বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ থাকবে।

এদিকে, শিক্ষামন্ত্রীর উদ্বোধন করা পোর্টালে বুধবার সকাল ১০টা থেকে পড়ুয়ারা কলেজে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। আদালত স্পষ্ট করেছে, আগে তালিকাভুক্ত ৬৬টি জনগোষ্ঠী নিয়ে কোনও আপত্তি নেই। ২০১০ সালে বাম সরকার ৪১টি মুসলিম ও ১টি অমুসলিম সম্প্রদায়কে ওবিসি চিহ্নিত করে। ২০১২ সালে ৩৪টি মুসলিম ও ১টি অমুসলিম সম্প্রদায়কে চিহ্নিত করা হয়। এই ৭৭টি জনগোষ্ঠী আদালতের প্রশ্নের মুখে পড়েছে।

অ্যাডভোকেট জেনারেলের আদালতের বক্তব্য সর্বৈব মিথ্যা দাবি করে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তাঁর অ্যাডভোকেট লাইসেন্স বাতিল করার আর্জি জানিয়ে মামলা করবেন বলেছেন।

ইউনেসকাপের সীমান্ত পরিদর্শন

ফুলবাড়ি ও খড়িবাড়ি, ১৭ জুন : দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার চার দেশ ভারত, নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্য ও পরিবহণ সংযোগের চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পথ নির্ধারণের লক্ষ্যে মঙ্গলবার ভারত-বাংলাদেশ এবং ভারত-নেপাল সীমান্ত পরিদর্শন করল ইউনাইটেড নেশন ইকোনোমিক অ্যান্ড সোশ্যাল কমিশন ফর এশিয়া অ্যান্ড প্যাসিফিক (ইউনেসকাপ)। ফুলবাড়ি ও পানিট্যাঙ্কি সীমান্ত দিয়ে এখন বাণিজ্য চলছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক স্তরে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্থলবন্দরের পরিকাঠামো কি অবস্থায় রয়েছে, কোনও সমস্যা হচ্ছে কিনা, মূলত তা খতিয়ে দেখতে প্রতিনিধিদলটির দুটি সীমান্ত পরিদর্শন।

বদলিতে প্রভাব খাটায় চক্র

প্রথম পাতার পর

আগামীদিনে এনআরএল-এর পাইপলাইন যে পথে যাবে সেখানে নামে-বেনামে প্রচুর জমির পাওয়ার অফ অ্যাটর্নির মাধ্যমে মালিকানা হাতিয়ে নিয়েছে চক্রের পান্ডারা। কোচবিহার জেলা লাগোয়া ময়নাগুড়ি ব্লকের অঞ্চলগুলি থেকে দোমোহনি, ক্রান্তি লাগোয়া এলাকাগুলিতেও সক্রিয় এই চক্র। রেকর্ড কেটে ফের ‘মিসলেনিয়াস কেস’-এর মাধ্যমে ফেরানো এবং দু’দফায় টাকা নেওয়ার মতো গুরুতর অভিযোগ রয়েছে এই অফিসের বিরুদ্ধে। রথেরহাট থেকে বিএলএলআরও অফিসে আসা এক তরুণ মঙ্গলবার বলেন, টাকার বিনিময়ে আমাদের বসতবাড়ি সহ অনেকটা জমি অন্যের নামে করে দেওয়া হয়েছে। সেটা ফের আমাদের নামে ফেরাতে যে টাকার দাবি করা হচ্ছে তা দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের নেই। যদি কাজ না হয় আগামীদিনে জমির মোট ৩২ জন ভাগীদার নিয়ে অফিসের দরজায় ধর্না দেব।

অফিস বিল্ডিং এবং চত্বরের বাইরে ভেতরে সব জায়গায় খোলাখুলিই চলে প্রতিটি কাজের দরদাম এবং নগদ লেনদেন। সেকাজে জড়িত ছোট ও মাঝারি দালালরা। রাঘববোয়ালরা মাঝেমধ্যে অফিসে এলেও দ্রুত বেরিয়েও যান। অফিস চত্বরের ভেতরে এক চায়ের দোকানে বসে জমি সংক্রান্ত কাজে আসা এক ব্যক্তিকে এক দালাল অবলীলায় বলেন, মিউটেশন, কনভারশন সহ সোজাসাপটা কাজ হলে আমরা করে দেব। আমাদের ভিজিটও কম। বড় কাজের জন্যে বড় লোক আছে। পঞ্চাশ হাজারের নীচে তারা কাজ করে না। একটু অপেক্ষায় বোঝা গেল সাপ্টিবাড়ি থেকে আসা এক দালালকেই ‘বড় লোক’ হিসেবে তুলে ধরতে চেয়েছেন চায়ের দোকানে গ্রাহক টানতে বসা দালাল।

মজার বিষয় হল, মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত বিএলএলআরও অফিসের দুই আধিকারিকের খবর নিয়ে দিনভর অফিস ও আশপাশে জোর আলোচনা যেমন চলেছে তেমনি শেষপর্যন্ত কোন আধিকারিক টিকবেন তা নিয়ে দালাল এবং আশপাশের ব্যবসায়ীদের বাজি ধরতেও দেখা গিয়েছে। বাজির দরে অবশ্য এগিয়ে মহিলা আধিকারিকই। কারণ তাঁর লাইন নাকি সরাসরি ওপরে। সেই ‘ওপর’ মানে কী, জানতে চাইলে ভূমি অফিসের কর্মীদের থেকে মুচকি হাসি ছাড়া কিছুই মেলেনি।

গতির বলি ৩

প্রথম পাতার পর

অন্যদিকে, ওই স্কুল পড়ুয়ার বাড়ি থেকে সামান্য দূরে দেব মাহালিদের পাড়াজুড়েও ছিল শোকের পরিবেশ। ছোট ছেলের মৃত্যুর সংবাদ শোনার পর থেকেই ঘনঘন মূর্ছা যাচ্ছিলেন মা সরস্বতী। দাদা বিশ্ব মাহালি বলেন, ‘আমরা দুজনেই কেরলে ইডলি ধোসা তৈরির কারখানায় কাজ করতাম। ছুটিতে কয়েকদিনের জন্য বাড়িতে আসি। কাজে যোগ দিতে এদিনই আমাদের একসঙ্গে কেরলগামী ট্রেনে চাপার কথা ছিল। তার আগে ভাই চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেল। এই মৃত্যু মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।’

প্রেমিকার ঘরে গুলিবিদ্ধ

তৃণমূল কর্মীর মৃত্যুতে রহস্য

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৭ জুন : প্রেমিকার বাড়িতে এসে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে ইটভাটার মালিক তৃণমূলের এক সক্রিয় কর্মীর। পুলিশ জানায়, মৃতের নাম সাদ্দাম হোসেন (২৯)। তাঁর বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার রাঙ্গাইপুর গ্রামে। মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধন্দে রয়েছে তাঁর পরিবার। মঙ্গলবার দুপুরে বাংলা-বিহার সীমানার হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। চাঁচলের এসডিপিও সোমনাথ সাহা বলেন, ‘সম্পর্কের টানাপোড়েনে তরুণ নিজেই আত্মঘাতী হয়েছেন বলে মনে হচ্ছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।’

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিদিনের মতো বাড়ি থেকে বেরিয়ে ইসলামপুর গ্রামে ইটভাটায় যাওয়ার সময় ভিঙ্গল গ্রাম পঞ্চায়েতের খোকরা গ্রামে গৃহবধূ শালিখা খাতুনের বাড়িতে যান সাদ্দাম। ইদানীং ওই বাড়িতে তাঁর অবাধ যাতায়াত ছিল। রাঙ্গাইপুরের সাদ্দামের বাড়ির অদূরে গোলা মোড়ে একসময় পোশাক সেলাই করতেন ওই মহিলা। সেখানে যাতায়াতের সুবাদে মহিলার সঙ্গে সাদ্দামের পরিচয়। মহিলা তৃতীয় বিয়ে করলেও থাকতেন খোকরায় বাপের বাড়ির পাশে। সেখানে তৃতীয় স্বামী মাঝেমধ্যে আসতেন। সাদ্দামও নিয়মিত যেতেন। সাদ্দামের দুটি কন্যাসন্তান এবং শালিখার একটি কন্যাসন্তান রয়েছে।

টানাপোড়েন

- মৃত সাদ্দাম ইটভাটার মালিক, তৃণমূলের সক্রিয় কর্মী ছিলেন
- ওই মহিলার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক ছিল সাদ্দামের বলে পুলিশের দাবি
- সম্পর্কের টানাপোড়েনে তরুণ নিজেই আত্মঘাতী হয়েছেন বলে পুলিশ দাবি করেছে
- ওই ঘর থেকে উদ্ধার হয়েছে ব্যবহৃত অবৈধ পিস্তলটি

এদিন শালিখার বাড়িতে গিয়ে সেখানেই তিনি গুলিবিদ্ধ হন। গুলি লাগে মাথার ডান দিকে। গুরুতর আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সেখানেই কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার খবর পেয়ে চাঁচল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোমনাথ সাহার নেতৃত্বে ঘটনাস্থলে যায় হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। শুরু হয় তদন্ত। কেউ গুলি চালিয়েছে। কেন গুলি চালানো হয়েছে। প্রেমিকার বাড়িতে কেনই বা এসেছিলেন সাদ্দাম। তবে কি সম্পর্কের টানাপড়েন নাকি পরকীয়ার কারণ? এমন নানা প্রশ্ন উসকে দিয়েছে এই ঘটনার পর। সম্পর্কের টানাপোড়েনে তরুণ নিজেই মাথার বাঁ দিকে গুলি করে আত্মঘাতী হয়েছেন বলে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান। ওই ঘর থেকে উদ্ধার হয়েছে ব্যবহৃত অবৈধ পিস্তলটিও। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ওই মহিলা এবং তাঁর স্বামীকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। জেলা পুলিশ দাবি করেছে, গুলি চালিয়ে সাদ্দাম আত্মঘাতী হয়েছেন। ওই মহিলার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক ছিল তাঁর। এদিন সাদ্দাম গিয়ে ওই মহিলাকে তাঁর সঙ্গে যাওয়ার জন্য জোর করেছিলেন। মহিলা যেতে রাজি না হওয়াতেই সাদ্দাম আত্মঘাতী হয়েছেন বলে পুলিশের দাবি।

সাদ্দামের কাকা সাদিকুল ইসলাম বলেন, ‘সকালে ওকে বাড়িতে দেখেছিলাম, তারপরে কিছুক্ষণ পর শুনি সাদ্দামের গুলি লেগেছে। কী হয়েছে, সেটা পুলিশই খুঁজে বের করুক।’

যদিও সাদ্দামের দাদা ওয়েস আলির কথায় সন্দেহ ঘনীভূত হয়েছে। দাদা ওয়েসের দাবি, ‘আমরা জানতাম ওই মহিলাকে আমার ভাই বাড়ি তৈরি করার সময় ইট সহ অন্যান্য নির্মাণসামগ্রী দিয়ে সাহায্য করেছিল। তার টাকা পাওনা ছিল। সেই টাকা আদায়ের জন্যই ওই মহিলার বাড়িতে যায় ভাই।’

খুলে গেল সেই বেতাব ভ্যালি। বাইরে অপেক্ষা পর্যটকদের। অনন্তনাগে মঙ্গলবার।

নতুন বেতন চুক্তির দাবি

নাগরাকাটা, ১৭ জুন : দ্রুত নতুন বেতন চুক্তি করার দাবিতে আন্দোলনে নামল চা বাগান কর্মচারীদের যৌথ মঞ্চ স্টাফ অ্যান্ড সাব-স্টাফ জয়েন্ট কমিটি। মঙ্গলবার মঞ্চের তরফে বিভিন্ন চা বাগানে গেট মিটিং করা হয়। আগামী শুক্রবার এনিয়ে এক ঘণ্টার কর্মবিরতির ডাকও দেওয়া হয়েছে। সংগঠনের আহ্বায়ক আশিস বসু বলেন, ‘১৭ মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও স্টাফ ও সাব-স্টাফদের নতুন বেতন চুক্তি করা নিয়ে মালিকপক্ষের সাড়াশব্দ নেই। যদিও বিষয়টি নিয়ে তাঁদের বহুবার লিখিতভাবে বলা হয়েছে। শ্রম দপ্তরও সব জানে। তাই বাধ্য হয়েই আমাদের আন্দোলনে নামতে হয়েছে। এদিন আমাদের দাবিপত্র ফের বাগান পরিচালকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। আশা করছি দ্রুত তাঁরা পদক্ষেপ করবেন।’

স্টাফ সাব-স্টাফ জয়েন্ট কমিটি জানাচ্ছে, ২০২৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর বাগান কর্মচারীদের পুরোনো বেতন চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যায়।

নেতানিয়াহুর

প্রথম পাতার পর

আওয়াজে ভয় পেয়ে সরে যেতে দেখা যায়। তৎক্ষণাৎ ধোঁয়ায় ভরে যায় টেলিভিশন কেন্দ্রের স্টুডিও।

ইজরায়েলের শক্তপোক্ত আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আয়রন ডোমকে ব্যর্থ করে প্রথমদিকে সাফল্য পেয়েছিল ইরান। একের পর এক ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় নাকাল হয় তেল আভিভ। ইজরায়েলের খোদ প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে পর্যন্ত বাংকারে আশ্রয় নিতে হয়। কিন্তু লড়াইয়ের চতুর্থ দিন থেকে পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ চলে যেতে থাকে ইজরায়েলের হাতে। ইরানের শীর্ষ নেতাকে আশ্রয় নিতে হয়েছে বাংকারে। মঙ্গলবার পঞ্চম দিনে পরিস্থিতি অনেকটাই ইরানের নিয়ন্ত্রণের বাইরে।

যদিও কোণঠাসা হয়েও হার মানতে নারাজ তেহরানের শাসকরা। মাথানত করা কিংবা যুদ্ধ বন্ধের কোনও ইঙ্গিত নেই তাঁদের পক্ষ থেকে। বরং পালটা ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় তেল আভিভে ইজরায়েলি গুপ্তচর সংস্থা মোসাদের সদর দপ্তরের ব্যাপক ক্ষতি করতে সফল হয়েছে ইরান। জেরুজালেম ও তেল আভিভ লক্ষ্য করে ইরানের ছোড়া ৫০টি ক্ষেপণাস্ত্রের অধিকাংশ আয়রন ডোমে প্রতিহত হলেও কয়েকটি লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করেছে। তেল আভিভে ধ্বংস হয়েছে একটি বাস ডিপো। বেশ কয়েকটি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

এরপর তেহরানে আরও বিপদ বাড়বে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী। তিনি তেহরানের বাসিন্দাদের সরে যেতে বলেছেন। একটি ভাইরাল ভিডিওতে (উত্তরবঙ্গ সংবাদ যার সত্যতা যাচাই করেনি) দেখা যাচ্ছে তেহরান থেকে বাইরে যাওয়ার এক রাস্তায় ১০ কিমিজুড়ে শুধু গাড়ির সারি। সবাই প্রাণভয়ে পালানোর চেষ্টা করছেন। তেহরান খালি করার পরামর্শ দিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও ট্রুথ সোশ্যালে লিখেছেন, ‘আমি ইরানকে পরমাণু চুক্তিতে সই করতে বলেছিলাম। ওরা তা করেনি। আমি আবার বলছি, ইরানের পরমাণু অস্ত্র রাখার অধিকার নেই।’ কানাডায় জি৭ সম্মেলনের মাঝপথে আচমকা তাঁর দেশে ফিরে যাওয়ার পথে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ‘আমরা যুদ্ধবিরতির চেয়ে ভালো কিছুর চেষ্টা করছি। সমস্যার স্থায়ী সমাধান চাইছি।’

সেই সমাধান কী, তা অবশ্য খোলসা করেননি। বরং ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ ইরান-ইজরায়েলের যুদ্ধবিরতির লক্ষ্যে পদক্ষেপ করতেই তিনি ফিরে গিয়েছেন বলে মন্তব্য করায় বেজায় চটেছেন ট্রাম্প। ট্রুথ সোশ্যালে তিনি লিখেছেন, ‘ভুল! তিনি জানেন না কেন আমি ওয়াশিংটনে যাচ্ছি। ওঁর বাজে বকার অভ্যাস আছে।’

মঙ্গলবার সারাদিন তেহরানজুড়ে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে। অনবরত বেজেছে সাইরেন। ভারত প্রথম ধাপে ৬০০ জন পড়ুয়াকে তেহরান থেকে ১৪৮ কিলোমিটার দূরে কোম শহরে সরিয়ে নিয়েছে। ১১০ জনকে সড়কপথে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আর্মেনিয়ায়। বাকি পড়ুয়া ও নাগরিকদের দ্রুত তেহরান ছাড়ার পরামর্শ দিয়েছে ভারতীয় দূতাবাস। নিজ নিজ দেশের নাগরিকদের একই পরামর্শ দিয়েছে আমেরিকা, পোল্যান্ড ও চিন। গত সপ্তাহে ইজরায়েলের হামলায় ইরানি সেনার এলিট ফোর্স রেভলিউশনারি গার্ডের কমান্ডার হোসেন সালামি এবং সশস্ত্র বাহিনীর চিফ অফ স্টাফ মহম্মদ হোসেন বাগেরির পর মেজর জেনারেল শাদমানির মৃত্যু ইরান সরকার ও সেনাবাহিনীর পক্ষে বড় ধাক্কা। যদিও তাঁর মৃত্যু নিয়ে ইরান মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত সরকারিভাবে কিছু জানায়নি।

মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি বজায় রাখার কথা বলেও ইজরায়েলের পাশে দাঁড়িয়েছে জি৭। এই গোষ্ঠীর আমেরিকা, কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, ব্রিটেন এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন যৌথ বিবৃতিতে বলেছে, ‘ইরানের কাছে পারমাণবিক অস্ত্র থাকা অনুচিত।’ বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘আত্মরক্ষার প্রশ্নে আমরা ইজরায়েলের পাশে আছি।’ পশ্চিমী দেশগুলির সমর্থন পাওয়ায় আরও আত্মবিশ্বাসী ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী।

নেতানিয়াহু বলেন, ‘আমরা এই সংঘর্ষকে বেশিদিন টেনে নিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতী নই। দ্রুত রাশ টানা দরকার।’ শুধু আকাশপথে নয়, মঙ্গলবার হামলা হয়েছে ইরানি রেভলিউশনারি গার্ড পরিচালিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান সেপাহ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে। ইজরায়েলি হ্যাকারবাহিনী প্রিডেটরি স্প্যারো ওই ব্যাংকের ডেটাবেস হ্যাক করে বহু গুরুত্বপূর্ণ নথি মুছে দিয়েছে।

চা বাগানে কাজের সময় বদলের ভাবনা

নাগরাকাটা, ১৭ জুন : প্রচণ্ড গরমে অস্বস্তিকর পরিস্থিতি এড়াতে অসমের চা বাগানের শ্রমিকদের কাজের সময় পরিবর্তন করেছে সেখানকার শ্রম দপ্তর। একইরকম হাঁসফাঁস পরিস্থিতি উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স-তরাইয়েও। এমন আবহে এখানেও কাজের সময় বদলের দাবি জোরালো হতে শুরু করেছে। যদিও চা বণিকসভাগুলি জানাচ্ছে, সরকারিভাবে কোনও নির্দেশিকা তাদের কাছে আসেনি। শ্রমিক সংগঠনগুলির কাছ থেকেও কোনও প্রস্তাব মেলেনি।

অসমের বাগানগুলিতে কাজের রীতি সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। সেটা আপাতত বদল করে সকাল ৬টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত করা হয়েছে। ডুয়ার্স-তরাইয়ে কাজ শুরু হয় সকাল ৭টা থেকে। সাড়ে ৭টা পর্যন্ত কিছু বাগান কাজে যোগ দিতে অনুমতি দেয়। এর থেকে দেরি হলে আর কাউকে সচরাচর সেদিন নেওয়া হয় না। ১২টায় মধ্যাহ্নভোজনের জন্য ছুটি দেওয়া হয়। ফের ১টা থেকে ৩টা পর্যন্ত কাজ করার পর শ্রমিকরা কাঁচা পাতা ওজন করাতে চলে যান। কিছু বাগানে মধ্যাহ্নভোজনের পর কাজ শুরু হয় ২টা থেকে। চলে ৪টা পর্যন্ত। শ্রম আইন অনুযায়ী ৮ ঘণ্টা কাজ বরাদ্দ থাকে শ্রমিকদের। অসম বা উত্তরবঙ্গে সর্বত্র একই নিয়ম।

সম্প্রতি রাজ্যজুড়ে স্কুলে অতিরিক্ত দু’দিনের ছুটি দেওয়া হয়েছে। শনিবার থেকে উত্তরের জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাত হয়েছে। এর জেরে দিনের তাপমাত্রা কিছুটা কমেছে। তবে ফের পারদ চড়তে শুরু করলেই সমস্যা হবে। চা শ্রমিক সংগঠনগুলি জানাচ্ছে, গনগনে রোদে চা শ্রমিকদের কাজ করতে হয়। তাঁদের অসুবিধে তাই আরও বেশি।

তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান নকুল সোনার বলেন, ‘বর্তমানে যেমন পরিস্থিতি চলছে তাতে শ্রমিকদের পক্ষে কাজ করা কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। পরিস্থিতি দেখে নিয়ে আমরা কাজের সময় নিয়ে অবশ্যই ভাবনাচিন্তা করে রাজ্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করব।’ ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও সাংসদ মনোজ টিগ্গার কথায়, ‘শ্রমিক-মালিক দু’পক্ষেরই যাতে ভালো হয় এমন কোনও সিদ্ধান্ত এখানে নেওয়া যেতেই পারে। দ্রুত চা বণিকসভাগুলির সঙ্গে কথা বলব।’ মালিকদের অন্যতম সংগঠন ডিবিআইটিএ-র সচিব শুভাশিস মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘তপ্ত আবহাওয়ার উদ্বেগ অবশ্যই রয়েছে। তবে এটা নিয়ে এখনও পর্যন্ত কেউ কোনও দাবি জানায়নি। সরকারি নির্দেশিকাও আসেনি।’

ভুটান থেকে দেহ আনতে বিপত্তি

জয়গাঁ, ১৭ জুন : ভুটানে কাজে গিয়ে জলপাইগুড়ির এক শ্রমিকের মৃত্যু হল। মৃতের নাম কামিনী রায়। তিনি জলপাইগুড়ি বেরুবাড়ি এলাকার বাসিন্দা। মৃত্যুর পর তাঁর দেহ ভুটান থেকে আনতে গিয়ে এসএসবি’র সঙ্গে বচসায় জড়ায় তাঁর পরিবার। যদিও পরবর্তীতে সমস্ত তথ্য যাচাই করার পর দেহ নিয়ে যেতে দেন এসএসবি’র জওয়ানরা। শ্রমিকের পরিবারের তরফে জানা গিয়েছে, কামিনী ভুটানে শ্রমিকের কাজ করতেন। সোমবার বাড়িতে জানানো হয় যে তিনি আত্মহত্যা করেছেন। এরপর জয়গাঁয় এসে থানায় যোগাযোগ করেন মৃতের পরিজনরা। জয়গাঁ থানা পরিবারকে তাঁর মৃতদেহ ভুটান থেকে নিয়ে আসার কথা বলা হয়। সোমবার রাত ১০টায় মৃতদেহ জয়গাঁতে নিয়ে আসার সময়েই এসএসবি জওয়ানরা শ্রমিকের পরিজনদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন। এক-দুই কথায় দুই পক্ষের মধ্যে বচসা শুরু হয়। মৃতের স্ত্রী মোহিনী রায় বলেন, ‘গেটের সামনে এসে এসএসবি জওয়ানরা গাড়ির তল্লাশি করতে শুরু করেন।’

পরে এসএসবি’র তরফে জয়গাঁ থানায় যোগাযোগ করা হলে মৃতের সম্পর্কে তথ্য মেলে। তার ফলে দেহ ভুটানগেট পার করিয়ে প্রথমে জয়গাঁ থানায় আনা হয়।

চলতি কা নাম ‘রেলগাড়ি’

প্রথম পাতার পর

দুর্ঘটনার পর ওয়াকি-টকি বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছিলেন সিআরএস। তারপর সংখ্যাটা ৭২ থেকে ১০০-এর কাছাকাছি হলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা অনেক কম। অন্যদিকে, নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে ৩৭৭টি ওয়াকি-টকির প্রয়োজন হলেও ২০২৪ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত ছিল মাত্র ১৬৯টি। দুর্ঘটনার পর মাত্র এক জোড়া ওয়াকি-টকি বাড়ানো হয়েছে।

যেদিন দুর্ঘটনা ঘটেছিল, সেদিন নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে ১৮টি মালগাড়ি রওনা হয়েছিল বিভিন্ন গন্তব্যে। ওই মালগাড়িগুলির কোনও ক্রু’র কাছেই ওয়াকি-টকি ছিল না। রেলকর্মীরাই জানাচ্ছেন, বর্তমানে যা পরিস্থিতি তাতে এখনও একাধিক ট্রেনের ক্রুদের ওয়াকি-টকি দেওয়া হয় না। রেলের দেওয়া সিইউজি সিম ব্যবহার করেই কাজ চালাতে হচ্ছে লোকোপাইলট এবং ট্রেন ম্যানেজারদের।

দুর্ঘটনায় ১১ জনের মৃত্যুর খবর পেয়ে সেদিন নির্মলজোতে ছুটে গিয়েছিলেন মেডিকেল মোড়ের বাসিন্দা রতন রায়। পেশায় গাড়িচালক রতন বলছেন, ‘খুব কাছ থেকে দেখেছিলাম, লাশগুলো কীভাবে টেনেহিঁচড়ে বের করা হচ্ছিল। অথচ সেই মানুষগুলো কি কখনও ভেবেছিলেন, সেটাই তাঁদের শেষযাত্রা হবে? না, আমরা কেউই সেটা ভাবি না। কিন্তু রেল যেভাবে চলছে বলে শুনছি, তাতে এরপর নিশ্চিত ভয় হবে ট্রেনে উঠতে। এত টাকা দিয়ে টিকিট কেটে এটাই কি আমাদের প্রাপ্য?’

রাঙ্গাপানির সেই দুর্ঘটনার কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রথমে মালগাড়ির লোকোপাইলট এবং সহকারী লোকোপাইলটকে দোষী সাব্যস্ত করে দিয়েছিল ভারতীয় রেল বোর্ড। কিন্তু মাসখানেক বাদে সিআরএস ৫২ পাতার যে রিপোর্ট পেশ করেন, সেখানে রেলের পরিকাঠামোর খামতির কথাই তুলে ধরা হয়। উত্তরবঙ্গ সংবাদ অবশ্য তার আগেই দুর্ঘটনার সম্ভাব্য কারণ হিসেবে একাধিক বিষয় তুলে ধরেছিল। সব থেকে বড় গাফিলতি ছিল স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালিং ব্যবস্থার প্রশিক্ষণে। এই ব্যবস্থায় কী করে ট্রেন চালাতে হয়, চালকদের ৯০ শতাংশই এখনও তা জানেন না। অভিযোগ, যাঁরা অন্য ডিভিশন থেকে এসেছেন সেরকম হাতেগোনা কয়েকজন চালক ছাড়া কাটিহার ডিভিশনের অন্য চালকদের স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালে ট্রেন চালানো কিংবা বিফল হলে কী করতে হবে সেই সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা নেই।

আলিপুরদুয়ারে রেলের যে প্রশিক্ষণ স্কুল রয়েছে, সেখানে হাতেকলমে এসব শেখানোর কথা ছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ কোনও প্রশিক্ষণ হয়নি বলেই দাবি লোকোপাইলটদের একাংশের।

এখানেই শেষ নয়। এক বছর আগেই সিআরএস কবচ প্রযুক্তি চালু করার কথা উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু এখনও কাটিহার ডিভিশনে কবচ প্রযুক্তি চালুই করা যায়নি। আর এতেই প্রশ্ন উঠছে যাত্রীসুরক্ষা নিশ্চিত করতে রেলের সদিচ্ছা নিয়ে।

সুকান্তপল্লির বাসিন্দা অভিষেক বসাকের কথায়, ‘কোচবিহারে চাকরিসূত্রে নিয়মিত ট্রেনে যাতায়াত করতে হয়। গত কয়েক বছরে এত ট্রেন দুর্ঘটনা দেখেছি ও শুনেছি, যাতে সবসময় একটা ভয় তো কাজ করেই। রেল আসলে কোনওদিনই সেভাবে যাত্রীসুরক্ষার কথা ভাবেনি।’

আইপিএলের সময়ই নেতৃত্ব ছাড়ার সিদ্ধান্ত বুমরাহর

লিডস, ১৭ জুন : চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। নিয়েছিলেন পরামর্শ। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সঙ্গেও আলোচনা করেছিলেন।

শুধু তাই নয়, বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের সঙ্গেও কথা বলেছিলেন তিনি। আর তারপরই জাতীয় দলের নেতৃত্ব ছাড়ার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেছিলেন জসপ্রীত বুমরাহ। কারণ, তিনি বুঝে গিয়েছিলেন পাঁচ টেস্টের দীর্ঘ সিরিজের ধকল তাঁর শরীর নিতে পারবে না। তাই ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের কারণেই টিম ইন্ডিয়ার টেস্ট অধিনায়কত্ব থেকে সরে যান বুমরাহ।

শুক্রবার থেকে লিডসের হেডিংলের মাঠে শুরু হচ্ছে ভারত বনাম ইংল্যান্ডের টেস্ট সিরিজ। প্রথম টেস্টের আগে আজ লন্ডন থেকে ভারতীয় দল পৌঁছে গিয়েছে লিডসে। কোচ গৌতম গম্ভীরও নয়াদিল্লি থেকে পৌঁছে গিয়েছেন লিডসে। বুধবার থেকে হেডিংলের মাঠে চূড়ান্ত পর্বের অনুশীলন শুরু করছে টিম ইন্ডিয়া। তার আগে আজ স্কাই স্পোর্টসে প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার দীনেশ কার্তিককে একান্ত সাক্ষাৎকার দিয়েছেন বর্তমান ক্রিকেট দুনিয়ার সেরা বোলার। জাতীয় দলের নেতৃত্ব গ্রহণ না করার সিদ্ধান্তের রহস্য ফাঁস করে বুমরাহ বলেছেন, 'আমার সিদ্ধান্তের মধ্যে কোনও বিতর্ক বা রূপকথার গল্প খুঁজবেন না। বিরাট-রোহিতদের অবসরের সিদ্ধান্তের আগেই আমি বিসিসিআইয়ের সঙ্গে কথা বলেছিলাম।

যে ফিজিও ও চিকিৎসকরা আমার পিঠের চোটের সময় থেকে জড়িয়ে, তাঁদের সঙ্গেও কথা বলি। তার পরই ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের কথা বিবেচনা করে জাতীয় দলের নেতৃত্ব না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিই আমি।' আইপিএলের মাঝেই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেছিলাম আমি। কারণ, আমি বুঝে গিয়েছিলাম পাঁচ টেস্টের ধকল নিতে হলে আমার ক্রিকেট কেরিয়ারের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়তে পারে।'

স্কোয়াডে যুক্ত হলেন হর্ষিত রানা

শুক্রবার থেকে হেডিংলে ক্রিকেট মাঠে শুভমান গিল ইতিমধ্যেই টিম ইন্ডিয়ার নতুন অধিনায়ক হয়েছেন। তাঁর ডেপুটির দায়িত্বে রয়েছেন ঋষভ পন্থ। শুক্রবার থেকে হেডিংলে স্টেডিয়ামে নয়া পরীক্ষা শুরু হচ্ছে টিম ইন্ডিয়ার। তার আগে আজ বুমরাহ বলেছেন, 'সব পক্ষের সঙ্গে আলোচনার পরই টিম ইন্ডিয়ার নয়া অভিযান শুরুর আগে একজন অধিনায়কের দায়িত্ব সম্পর্কেও মুখ খুলেছেন বুমরাহ। বলেছেন, 'বিসিসিআই আমায় দলের অধিনায়ক হিসেবে ভেবেছিল। কিন্তু পরিস্থিতি বিবেচনা করে আমার মনে হয়েছিল, অধিনায়কত্ব একটা বিশেষ দায়িত্ব।' সেই দায়িত্ব পালন করতে বুমরাহ তৈরি ঠিকই। কিন্তু দলের অধিনায়ক হিসেবে না থেকে লিডারশিপ গ্রুপের অংশ হওয়ার পরিকল্পনা করে ফেলেছেন তিনি। বুমরাহর কথায়, 'অধিনায়কের দায়িত্ব একজনেরই থাকে। কিন্তু একটা দলের লিডারশিপ গ্রুপে অনেকেই থাকেন। আপাতত আমি সেটাই করতে চাই। কারণ, যদি অধিনায়কের দায়িত্ব নিয়ে ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টকে গুরুত্ব না দিয়ে সব টেস্ট খেলার কথা ভাবি, তাহলে আমার বাকি কেরিয়ার নিয়ে সংশয় তৈরি হতে পারে।'

জাতীয় দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে বুমরাহর। তিনি জানেন নেতৃত্বের গুরুত্বের কথাও। এই দায়িত্বের জন্য তিনি অতীতে কঠিন পরিশ্রমও করেছেন। কিন্তু একইসঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতির দাবিও মেনে নিয়েছেন বুমরাহ। আসন্ন সিরিজে মোট কয়টা টেস্টে বুমরাহ খেলতে পারবেন, স্পষ্ট নয়। কিন্তু হেডিংলেতে প্রথম টেস্টে খেলার জন্য তৈরি বুমরাহ। ভারতীয় পেসারের কথায়, 'সিরিজের কটা টেস্ট খেলতে পারব, জানি না। আপাতত প্রথম টেস্টের জন্য আমি তৈরি। বাকিটা সময়ের উপরই ছেড়ে দেওয়া ভালো।' এদিকে, আজ সরকারিভাবে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের তরফে হর্ষিত রানাকে দলের সঙ্গে যুক্ত করার কথা জানিয়ে দিয়েছে। প্রাথমিকভাবে হর্ষিত বিলেত সফরের সিনিয়ার দলে ছিলেন না। ১৯ নম্বর সদস্য হিসেবে তাঁকে টিম ইন্ডিয়ার স্কোয়াডে যুক্ত করা হল।

হেডিংলেতে সবুজের সমারোহ

রুট, স্টোকসদের হুংকার শার্দূলের

লিডস, ১৭ জুন : অপেক্ষা আর কয়েক ঘণ্টার। চূড়ান্ত কাউন্ট ডাউনও শুরু হয়ে গিয়েছে। শুক্রবার থেকে লিডসের হেডিংলের মাঠে শুরু হয়ে যাচ্ছে ভারত বনাম ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজ।

তার আগে আজ দুই দলই লিডসে পৌঁছে গিয়েছে। আগামীকাল থেকে শুভমান গিলদের অনুশীলন শুরু হচ্ছে হেডিংলে স্টেডিয়ামে। যেখানে বাইশ গজে সবুজের সমারোহ। ঘাসে ঢাকা পিচ। যেখানে শুরু থেকে জোরে বোলারদের দাপটের অপেক্ষা। এমন কঠিন পরিবেশে বিলেতের মাটিতে ক্রিকেটীয় চ্যালেঞ্জ সামলানোর আগে বেন স্টোকস, জো রুটদের উদ্দেশ্যে আজ হুংকার ছেড়েছেন ভারতীয় অলরাউন্ডার শার্দূল ঠাকুর। বলেছেন, 'ইংল্যান্ডের মাটিতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলাটা সবসময়ই চ্যালেঞ্জিং। এখানকার পরিবেশ, পিচ সবই ভিন্ন। কখনও আকাশ মেঘলা থাকে, আবার কখনও রোদ থাকে। সঙ্গে সারাদিনই হাওয়া চলে। এমন পরিবেশের চ্যালেঞ্জ সামলানোর জন্য দল হিসেবে আমরা তৈরি।'

শুভমান গিলের নেতৃত্বে নয়া শুরুর অপেক্ষায় টিম ইন্ডিয়া। শুক্রবারই হতে চলেছে পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে চলা ভারতীয় ক্রিকেটের শুভ মহরত। তার আগে প্রতিপক্ষকে সতর্ক করে দিয়ে শার্দূল আজ বলেছেন, 'আমরা নতুন শুরু করতে চলেছি। নয়া সিরিজের পাশে ভারতীয় দলও পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে চলেছে। অনেক তরুণ উঠে আসছে। ইংল্যান্ডও এখন ভিন্ন ধরনের খেলছে। এমন দলের বিরুদ্ধে বাইশ গজের চ্যালেঞ্জ নিতে আমরা তৈরি। ইংল্যান্ডকে চমকে দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে আমাদের। সেটা মাঠে করে দেখাতে হবে।' অতীতে বিলেতে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে শার্দূলের। তিনি ভালোই জানেন ইংলিশ কন্ডিশনের কথাও। সেই অভিজ্ঞতা থেকে অতীত ও বর্তমানের মেলবন্ধন ঘটিয়ে শার্দূল আজ বলেছেন, '২০২১ সালের সিরিজে ইংল্যান্ডে আমরা খারাপ করিনি। সিরিজ জিততে না পারলেও আমরা কয়েকটি ম্যাচ জিতেছিলাম। বর্তমান দলের ক্ষমতা রয়েছে বিপক্ষকে চমকে দেওয়ার। দুর্দান্ত ক্রিকেট খেলে ইংল্যান্ডকে চমকে দেওয়ার জন্য আমরা তৈরি।'

আত্মবিশ্বাসী শার্দূলের হুংকারের পাশে হেডিংলের বাইশ গজ নিশ্চিতভাবে চিন্তা বাড়িয়েছে ভারতীয় শিবিরের। পিচে ঘাস রয়েছে ভালোরকম। সঙ্গে শুরুর আর্দ্রতাও। হেডিংলের পিচ কিউরেটার রিচার্ড রবিনসন আজ বলেছেন, 'উইকেটে ঘাস রয়েছে ঠিকই। কিন্তু খেলার আগে ঘাস আরও কাটা হবে। লিডসে এখন প্রবল গরম। তাই পিচে বেশি করে জল দেওয়া হচ্ছে। খেলার শুরুতে পিচে আর্দ্রতাও থাকবে। যদিও খেলা গড়ানোর সঙ্গে পিচ ব্যাটিংয়ের জন্য সহজ হবে। চতুর্থ-পঞ্চম দিন থেকে বল ঘুরতেও পারে।'

শেষ পর্যন্ত কী হবে, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে হেডিংলের সবুজ পিচের মাঝেও শার্দূলের হুংকার নিশ্চিতভাবেই তাৎপর্যের।

চেনা দায়। আলাদা করা যাচ্ছে না হেডিংলের পিচ ও আউটফিল্ডকে।

লিডসে পৌঁছানোর পর ক্যাফেতে বসে নীতীশ কুমার রেড্ডির থেকে তেলুগু ভাষা শেখার চেষ্টা করছেন ধ্রুব জুরেল। মঙ্গলবার।

সিরিজ জয়ী অধিনায়ককে পতৌদি মেডেল

লন্ডন, ১৭ জুন : পতৌদি ট্রফির নাম বদলে তেন্ডুলকার-অ্যান্ডারসন ট্রফি। নতুনভাবে নামাঙ্কিত এই ট্রফির জন্য ২০ জুন থেকে পাঁচ ম্যাচের সিরিজে ইংল্যান্ডের টক্কর নেবে শুভমান গিলের 'নয়া' ভারত। কিন্তু স্বয়ং শচীন তেন্ডুলকার চেয়েছিলেন, ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজে দীর্ঘদিন ধরে জুড়ে থাকা পতৌদির নামকে কোনওভাবে ধরে রাখা হোক। মাস্টার ব্লাস্টারের এহেন ইচ্ছেতে সবুজ সংকেত দিল ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)। সিরিজ জয়ী অধিনায়ককে পতৌদির নামাঙ্কিত মেডেল দেওয়া হবে।

শচীনের অনুরোধে সায় ইসিবি-র

ট্রফির নাম পরিবর্তন হওয়ার পর শচীন ব্যক্তিগতভাবে ইসিবি-র সঙ্গে যোগাযোগ করেন। অনুরোধ জানান, যাতে পতৌদির ঐতিহ্য ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজের সঙ্গে অক্ষুণ্ণ থাকে। শচীনের ইচ্ছেকে গুরুত্ব দিতে যেখানে আইসিসি-র চেয়ারম্যান জয় শা-ও অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছেন। শেষপর্যন্ত জয়ের হস্তক্ষেপেই সিরিজ জয়ী অধিনায়ককে পতৌদি মেডেল দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইসিবি। এই প্রসঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের একটি সূত্র জানিয়েছে, শচীন নিজে ইসিবি-র কাছে অনুরোখ রেখেছিল, যাতে ভারত-ইংল্যান্ড দ্বৈরথে পতৌদির নাম জুড়ে থাকে। জয় শা-ও সেই আলোচনায় মতামত রেখেছিলেন। তারপরই পতৌদির নামাঙ্কিত মেডেল দেওয়ার সিদ্ধান্তে সিলমোহর পড়ে।

গিলে রোকো-র ছায়া দেখছেন বাটলার

লিডস, ১৭ জুন : পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেট। শুক্রবার থেকে ভারতীয় ক্রিকেটে শুরু হতে চলেছে শুভমান গিল জমানা।

শুভমানের নেতৃত্ব ভারতীয় ক্রিকেটকে কোন পথে নিয়ে যাবে, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে শুভমানের সাফল্য নিয়ে মজে রয়েছেন তাবড় ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। জস বাটলার, গ্রাহাম গুচ, দীনেশ কার্তিকরা ইতিমধ্যেই শুভমানের নেতৃত্বে ভারতীয় ক্রিকেটে সাফল্যের দিশা দেখছেন। শুধু তাই নয়, কিংবদন্তি প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক গুচ মনে করছেন, নেতা শুভমান যদি তাঁর ব্যাটিংয়ের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারেন, তাহলে নেতৃত্বের চ্যালেঞ্জটা সহজ হয়ে যাবে। বাটলার আবার শুভমানের মধ্যে দুই প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মার ছায়া দেখছেন।

পারফর্ম করো : গুচ

কোহলি মানেই ছিল আগ্রাসন। ব্যাটিংয়েও যেমন, নেতা হিসেবেও তেমনই। আবার রোহিত ছিলেন ঠান্ডা মাথায় দলকে সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কান্ডারি। রোকো জুটির ছায়া শুভমানের মধ্যেও রয়েছে বলে মনে করছেন বাটলার। এক ক্রিকেট ওয়েবসাইটে বাটলার আজ বলেছেন, 'শুভমান দুর্দান্ত প্রতিভা। ব্যাট হাতে শুভমানের স্কিলের কথা সবারই জানা।' রোহিত-কোহলিদের সঙ্গে দীর্ঘসময় খেলেছেন বর্তমান ভারতীয় দলের টেস্ট অধিনায়ক শুভমান। তাঁদের নেতৃত্বের ধরন নেতা শুভমানের মধ্যে দেখার আশায় বাটলার। তাঁর কথায়, 'আইপিএলে অধিনায়ক হিসেবে শুভমানকে আমরা দেখেছি। কিন্তু আইপিএল আর জাতীয় দলের নেতৃত্ব এক নয়। বিলেতের মাটিতে অধিনায়ক শুভমানকে দেখার অপেক্ষায় রয়েছি আমি।' ক্রিকেটার হিসেবে বাটলার রোহিত-কোহলিদের বিরুদ্ধে খেলেছেন। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই বাটলারের মনে হচ্ছে, 'রোকো জুটির ছায়ায় বেড়ে উঠেছে শুভমান। ফলে আমি নিশ্চিত রোকো জুটির ছায়া শুভমানের নেতৃত্বে দেখা যাবে।'

বাটলার যখন মনে করছেন শুভমানের মধ্যে রোকো জুটির ছায়া দেখা যাবে। তখন কিংবদন্তি প্রাক্তন ইংরেজ অধিনায়ক গুচের ভাবনা একটু ভিন্ন। তাঁর মনে হচ্ছে, শুভমান যদি ব্যাট হাতে সফল হতে পারেন ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে, তাহলে নেতা হিসেবে নতুন ভারত অধিনায়কের কাজটাও সহজ হবে। গুচের কথায়, 'ভারতীয় ক্রিকেটে প্রতিভার অভাব নেই। নয়া সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে এখন ভারতীয় ক্রিকেট। আমার মনে হয়, ২৫ বছরের তরুণ শুভমানকে জাতীয় দলের অধিনায়ক করা ভালো সিদ্ধান্ত। ও যদি ব্যাট হাতে সফলভাবে নিজের কাজটা করতে পারে, তাহলে অধিনায়কত্বের চ্যালেঞ্জটাও সহজে সামলে নিতে পারবে ও।' তুলনায় অভিজ্ঞ ও সিনিয়ার হিসেবে জসপ্রীত বুমরাহ ও ঋষভ পন্থকে পাশে পাওয়া শুভমানের জন্য আশীর্বাদ হতে পারে বলে মনে করছেন গুচ।

বাটলার, গুচের তুলনায় অনেক কাছ থেকে শুভমানকে দেখেছেন কার্তিক। তাঁরা পরস্পরের বিরুদ্ধে ও একসঙ্গে খেলেছেনও। এহেন শুভমান নেতৃত্বের দায়িত্ব সম্পর্কে প্রবলভাবে সচেতন বলে মনে করছেন ডিকে। টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন উইকেটকিপার-ব্যাটারের শুভমান সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ হল, 'শুভমান দুর্দান্ত ক্রিকেটার। পজিটিভ ভাবনার ছেলে। ওকে আমি কাছ থেকে দেখেছি। সেই অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, শুভমান ভালোই জানে ও বোঝে জাতীয় দলের নেতৃত্ব বিষয়টা কেমন। মনে হয় না খারাপ করবে ও।'

সহ অধিনায়ক ঋষভ পন্থ ও অধিনায়ক শুভমান গিল জুটির ওপর অনেকাংশে নির্ভর করবে ইংল্যান্ডে ভারতের ভাগ্য।

গড়াপেটা রুখতে উদ্যোগ আইএফএ-র

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ জুন : কলকাতা ফুটবল লিগে গড়াপেটা রুখতে 'ইন্টিগ্রিটি অফিসার' নিয়োগ করছে আইএফএ।

সাম্প্রতিক অতীতে কলকাতা লিগে একাধিকবার মাথাচাড়া দিয়েছে গড়াপেটার ছায়া। অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় বছর খানেক আগে অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তিকে আজীবন নির্বাসিতও করে আইএফএ। তারপরও ওই ব্যক্তিকে কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স অ্যাসোসিয়েশনের একটি ম্যাচে মাঠে দেখা গিয়েছিল। তা নিয়ে শোরগোল পড়ে যায় ময়দানে। ঘটনায় কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্সকে শোকজ করা হয়। শাস্তিস্বরূপ প্রাথমিকভাবে কালীঘাটের ক্লাবটিকে আর্থিক জরিমানা করার পরিকল্পনা থাকলেও মঙ্গলবার আইএফএ-র কার্যকরী সমিতির সভায় তা বাতিল করা হয়। পরিবর্তে তাদের আইএফএকে জানাতে বলা হয়েছে, ভবিষ্যতে একইরকম কোনও ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে না। অন্যথা আইএফএ যা শাস্তি দেবে তা মাথা পেতে গ্রহণ করতে হবে। তবে ভবিষ্যতে গড়াপেটা রুখতে 'ইন্টিগ্রিটি অফিসার' নিয়োগ করছে আইএফএ। প্রাক্তন ফুটবলার তথা অবসরপ্রাপ্ত পুলিশকর্মী সুরজিৎ দে-কে সেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে লিগের ডার্বি

এদিকে, আসন্ন প্রিমিয়ার লিগের উদ্বোধনী ম্যাচের জন্য কলকাতায় কোনও মাঠ পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে যা পরিস্থিতি জেলার কোনও মাঠেই হয়তো লিগের উদ্বোধন হবে। সেখানে এবারেও জমকালো অনুষ্ঠান আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে। সূচি প্রকাশিত না হলেও, জানা গিয়েছে লিগে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচ হতে পারে জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে।

ম্যাথিউজকে বিদায়ি বার্তা রোহিতের

মুশফিক-শান্তর শতরানে এগিয়ে বাংলাদেশ

শতরানের পর উল্লাস নাজমুল হোসেন শান্তর।

গল, ১৭ জুন : গত সপ্তাহে শেষ হয়েছে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ২০২৩-'২৫ পর্ব। ফাইনালে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে প্রথমবার টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের খেতাব উঠেছে দক্ষিণ আফ্রিকার হাতে।

মঙ্গলবার শ্রীলঙ্কা-বাংলাদেশ সিরিজ দিয়ে শুরু হয়ে গেল টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ২০২৫-'২৭ পর্ব। প্রথম দিনের পর চালকের আসনের নাজমুল হোসেন শান্তরা। দিনের শেষে তাদের স্কোর ২৯২/৩। ক্রিজে অধিনায়ক শান্ত (অপরাজিত ১৩২) ও মুশফিকুর রহিম (অপরাজিত ১০৫)।

অথচ দিনের প্রথম ঘণ্টা ছিল শ্রীলঙ্কার দখলে। পঞ্চম ওভারেই আসিথা ফার্নান্ডো (৫১/১) ফিরিয়ে দেন আনামুল হককে (০)। এরপর অভিষেককারী থারিন্দু রত্নায়েকে (১২৪/২) পরপর দুই বলে সাজঘরের রাস্তা দেখান শাদমান ইসলাম (১৪) ও মোমিনুল হককে (২৯)। ফলে ১৬.১ ওভারে বাংলাদেশের স্কোর হয়ে যায় ৪৫/৩। এরপর শ্রীলঙ্কার বোলারদের আর সুযোগ দেননি শান্ত-মুশফিকুর জুটি। চতুর্থ উইকেটে তাঁরা অপরাজিত ২৪৭ রান জোড়েন।

এদিন ম্যাচ শুরু আগে শেষ টেস্ট খেলতে নামা অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউজকে গার্ড অফ অনার দেন সতীর্থরা। ম্যাথিউজের উদ্দেশে একদিনের ক্রিকেটে ভারতের অধিনায়ক রোহিত শর্মার বার্তা, 'অসাধারণ টেস্ট কেরিয়ারের জন্য অভিনন্দন। নিজের দেশের একজন সত্যিকারের সেবক তুমি। আমি নিশ্চিত তুমি দেশের জন্য যা করেছো সেটা সবাই উপলব্ধি করবে।'

গোলের পর উচ্ছ্বসিত চেলসির এনজো ফার্নান্ডেজ।

সহজ জয় চেলসির

আটলান্টা, ১৭ জুন : সহজ জয় দিয়ে নতুন ফর্ম্যাটের ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপে অভিযান শুরু করল চেলসি। নিজেদের প্রথম ম্যাচে মেজর লিগ সকারের ক্লাব লস অ্যাঞ্জেলেস এফসি-কে ২-০ গোলে হারাল তারা। তবুও হতাশ ব্লুজ ব্রিগেডের কোচ এনজো মারেস্কা। এবার ক্লাব বিশ্বকাপের আয়োজনে কোনও ত্রুটি রাখেনি ফিফা। তবুও হাতেগোনা কিছু ম্যাচ বাদ দিলে সেই অর্থে মাঠই ভরছে না। সোমবার লস অ্যাঞ্জেলেস-চেলসি ম্যাচে সত্তর হাজারের গ্যালারির অর্ধেকও ভরল না। হাজার পঞ্চাশ আসন ফাঁকাই পড়েছিল। যা নিয়ে চেলসি কোচ বলেছেন,

ফাঁকা মাঠ, হতাশ মারেস্কা

'মাঠের পরিবেশটা সত্যিই হতাশ করার মতো। ফাঁকা স্টেডিয়াম। তবে আমরা পেশাদার, আমাদের যে কোনও পরিস্থিতিতে মানিয়ে নিতে হবে।'

যদিও ম্যাচে দাপট ছিল চেলসিরই। ৬৬ শতাংশ বলের দখল ছিল ইংল্যান্ডের ক্লাবটির কাছে। ৩৪ মিনিটে পেদ্রো নেটোর গোলে এগিয়ে যায় তারা। দ্বিতীয়ার্ধে দ্বিতীয় গোলটি করেন এনজো ফার্নান্ডেজ।

অন্যদিকে, উত্তেজনায় ভরপুর বোকা জুনিয়ার্স বনাম বেনফিকা ম্যাচ ড্র হল ২-২ গোলে। ম্যাচে লাল কার্ড দেখেন তিন ফুটবলার। এছাড়া এস তুনিসকে ২-০ গোলে হারিয়েছে ফ্ল্যামেঙ্গো।

অভিষেককে নিয়ে চিন্তা বাগানে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ জুন : অভিষেক সিং টেকচামের সবুজ-মেরুনে যোগ দেওয়ার উপর প্রশ্নচিহ্ন। তাঁর সঙ্গে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের কথাবার্তা পাকা হওয়ার পর হঠাৎই বেঁকে বসেন এই সাইডব্যাক। মোহনবাগান ম্যানেজমেন্টের সন্দেহ তাঁকে এফসি গোয়ায় যোগ দিতে বলেন জাতীয় দলের কোচ মানোলো মার্কুয়েজ। শুভাশিস বসু থাকায় তিনি নিয়মিত খেলার সুযোগ পাবেন না, এমনটাই বোঝানো হয় অভিষেককে। তারা জয় গুপ্তাকে ছেড়ে দিচ্ছে বলেই গোয়া চাইছে তাঁকে। শোনা যাচ্ছে, জয়কে নিতে আগ্রহী ইস্টবেঙ্গল। তবে সূত্রের খবর, মেহতাব সিং মোহনবাগানে প্রায় নিশ্চিত হওয়ার পথে। এদিকে, ইস্টবেঙ্গলের নজরে এক স্প্যানিশ স্ট্রাইকার।

ক্যাসের রায় ইন্টার কাশীর পক্ষে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ জুন : শেষপর্যন্ত কি ইন্টার কাশীকেই আই লিগ চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করতে হবে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনকে? পরিস্থিতি কিন্তু সেদিকেই এগোচ্ছে।

এদিন ক্যাসের তরফে এক নির্দেশিকায় ফেডারেশন আপিল কমিটির সিদ্ধান্তকে বদলে ইন্টার কাশীর পক্ষে দেওয়া হয়েছে। এআইএফএফের তরফে জানানো হয়, তারা ক্যাসের এই সিদ্ধান্তকে মেনে নিয়ে কাশীকে ৩ পয়েন্ট দিতে চলেছে। এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নামধারী এফসি-র অবৈধ ফুটবলার খেলানোর আবেদনের ভিত্তিতে। এরপরেও ইন্টার কাশীর বিপক্ষে তিন ক্লাব চার্চিল ব্রাদার্স, রাজস্থান ইউনাইটেড ও রিয়াল কাশ্মীর এফসি অবৈধ ফুটবলার খেলানোর অভিযোগ জানায়। ফলে আপিল কমিটি আবারও তিন দলের বিপক্ষে খেলা অবৈধ বিদেশি খেলানোর দায়ে কাশীর পয়েন্ট কেটে নেওয়ায় পয়েন্টের বিচারে চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে সরে যায় তারা।

কিন্তু এই বিষয়টি নিয়েও ক্যাসের দ্বারস্থ হয় ইন্টার কাশী। এই সপ্তাহের শেষের দিকে তারও শুনানি হওয়ার কথা। যা খবর তাতে এই বিষয়টিও ক্লাবের পক্ষেই যাওয়ার সম্ভাবনা। কারণ একজন বেশি বিদেশি তারা খেলিয়েছে, এটাই ছিল অভিযোগ। কিন্তু সিএমএস অর্থাৎ ছাড়পত্র দিয়েছে ফেডারেশন। ফলে সাতজন বিদেশিও যদি কাশী খেলিয়ে থাকে, তাহলেও তার দায় নিতে হবে ফেডারেশনকেই। কারণ অনুমতি তারা দিয়েছে। এই তিন দলের বিপক্ষে পয়েন্ট পেয়ে গেলে চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাবে ইন্টার কাশীই। তাতে আরও একবার মুখ পুড়বে ফেডারেশনের।

বয়স নির্ধারণে নয়া নিয়ম বোর্ডের

মুম্বই, ১৭ জুন : বয়স বিভাগের ক্রিকেটে জালিয়াতি রুখতে নয়া নিয়ম আনতে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। এই বছর আইপিএল তারকা বৈভব সূর্যবংশীর বয়স নিয়ে বিতর্ক তৈরি হওয়ার পর কড়া নিয়ম আনতে চলেছে বোর্ড।

পুরোনো নিয়ম অনুযায়ী, টিডব্লিউ৩ (হাড়ের মাধ্যমে বয়স নির্ধারণ) পদ্ধতিতে খুদে ক্রিকেটারদের বয়স নির্ধারণ করা হত এবং সেই পরীক্ষার পরের বছর টিডব্লিউ৩ ফলাফলের সঙ্গে ১ বছর যোগ করে ওই ক্রিকেটারের যোগ্যতা ঠিক হত।

কিন্তু নয়া নিয়ম অনুযায়ী, যদি আগের বছরের টিডব্লিউ৩ পরীক্ষার ফলাফলের সঙ্গে ১ বছর যোগ করে কোনও ক্রিকেটারের বয়স যদি বেশি হয় তবে সে দ্বিতীয়বার হাড়ের পরীক্ষা করার সুযোগ পাবে। বর্তমানে অনূর্ধ্ব-১৬ ছেলেদের জন্য হাড়ের বয়সের সীমারেখা ১৬.৫ বছর। মেয়েদের ক্ষেত্রে সেই সীমা ১৫। অর্থাৎ, ২০২৫-'২৬ মরশুমে কোনও অনূর্ধ্ব-১৬ ছেলে ক্রিকেটারের হাড়ের বয়স যদি ১৫.৪ বছর হয় তবে পরের মরশুমে ওই ক্রিকেটারের টিডব্লিউ৩ পরীক্ষার প্রয়োজন নেই। কারণ সেক্ষেত্রে ১ বছর যোগ করে হাড়ের বয়স হবে ১৬.৪ বছর। কিন্তু ১ বছর যোগ করে হাড়ের বয়স যদি ১৬.৫-এর বেশি হয় তবে ওই ক্রিকেটার দ্বিতীয়বার টিডব্লিউ৩ পরীক্ষার সুযোগ পাবে। বোর্ডের এক সূত্রের মতে, কোনও ক্রিকেটার যাতে বিজ্ঞানের হিসেবের পরিবর্তে পাটিগণিতের হিসেবে সুযোগ না হারায় তাই এই নয়া নিয়ম।

উত্তরবঙ্গে ফুটবল ট্রায়ালে ভাস্কর, অ্যালভিটো

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ জুন : উত্তরবঙ্গের ফুটবলারদের কাছে কলকাতা সহ বড় আসরে খেলার সুযোগ। একটি বেসরকারি সংস্থা অ্যাকাডেমি গড়ার জন্য ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায় ও অ্যালভিটো ডি কুনহাকে উত্তরবঙ্গে পাঠাচ্ছে ফুটবলার তুলতে আনতে। বিভিন্ন জেলায় হবে ট্রায়াল। দার্জিলিংয়ে ২০ ও ২১ জুন, জলপাইগুড়ির বেলাকোবায় ২২, ২৩, ২৪ তারিখ। পরদিন থেকে ২৭ জুন পর্যন্ত আলিপুরদুয়ারে এবং মালবাজারের সেবক গ্রাউন্ডে ২৮ ও ২৯ তারিখ। অনূর্ধ্ব-১৯, ১৭ ও ১৫ বছরের ছেলেরা অংশ নিতে পারবে এই ট্রায়ালে। তাঁদের জেলা লিগ সহ বিভিন্ন টুর্নামেন্টে খেলানোর পরিকল্পনা আছে বলে জানান ভাস্কর।

হাসপাতালে সিএবি সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ জুন : মাঝরাত থেকে অসহ্য পেটে যন্ত্রণা। সঙ্গে বমি ও পেট খারাপ। এমনই একাধিক উপসর্গ নিয়ে আজ সকালে দক্ষিণ কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হলেন সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়। আপাতত চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন তিনি। জানা গিয়েছে, সিএবি সভাপতি ডায়ারিয়াতে আক্রান্ত হয়েছেন। সন্ধ্যার দিকে হাসপাতালের তরফে জানানো হয়েছে, স্নেহাশিসের অবস্থা স্থিতিশীল। আগামী দুই-তিনদিন তাঁকে হাসপাতালে থাকতে হতে পারে বলে খবর। বিকেলের দিকে সিএবি সভাপতিকে হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিলেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বড়চৌকি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ এর সকল সদস্য/সদস্যাকে জানানো যাইতেছে যে প্রকাশিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকা (১০/০৬/২০২৫) অনুযায়ী আগামী ১১/০৭/২০২৫ সালে সমিতির ডেলিগেট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। এই মর্মে নমিনেশন ফর্ম পাওয়া যাইবে ২২/০৬/২৫ হইতে ২৩/০৬/২৫ তারিখ পর্যন্ত সমিতি হইতে এবং জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৫/০৬/২৫। বিশদ বিবরণের জন্য সমিতির অফিস গৃহে যোগাযোগ করুন।

স্বাঃ এ.আর.ও, বড়চৌকি

লিগের শেষদিকে বাগান খেলবে নিজেদের মাঠে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ জুন : দায়িত্ব নিয়ে ক্লাব সচিব সৃঞ্জয় বসু মৌখিক দাবি করলেও আদতে মোহনবাগান মাঠে এখনই কলকাতা লিগের ম্যাচ হওয়ার কোনও সম্ভাবনাই নেই। এমনকি আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত নিজে সবুজ-মেরুন কর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে অনুরোধ করেন ম্যাচ করতে দেওয়ার। কিন্তু সদ্য দায়িত্ব নেওয়া কমিটি ইতিমধ্যেই নাকচ করে দিয়েছেন সেই অনুরোধ। অন্য কোনও ম্যাচ তো বটেই নিজেদের ম্যাচও এখনই হচ্ছে না মোহনবাগান মাঠে। এদিন মাঠ সচিবকে নিয়ে মাঠ পরিদর্শনে আসেন সচিব সৃঞ্জয়।

ক্লাবের কলকাতা লিগের দল গঠনের জন্য যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের ট্রেনিং গ্রাউন্ডে চলছে ট্রায়াল। গতবারের বেশকিছু ফুটবলারকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবার। দীপেন্দু বিশ্বাস-রাজ বাসফোররাও হয়ত খেলবেন না কলকাতা লিগে। একমাত্র সুহেল আহমেদ বাট নিজে খেলতে চেয়ে কোচ দেগি কার্ডোজোকে অনুরোধ করেছেন বলে তাঁকে হয়ত দলে রাখা হবে। তবে যাঁরাই খেলুন, তাঁদের আপাতত ব্যারাকপুর বা নৈহাটির মতো মাঠে গিয়েই খেলতে হবে। সচিব নিজেই এদিন বলেন, 'মনে হচ্ছিল মাঠটা তৈরি হয়ে যাবে। কিন্তু এখন ভালোভাবে দেখার পর বুঝতে পারলাম মাঠ খেলার জায়গায় আসবে জুলাইয়ের শেষে। কারণ সামনেই বৃষ্টি হওয়ার জন্য মাঠের কাজ ব্যাহত হচ্ছে বারবার। ফলে কলকাতা লিগের শেষেরদিকে কিছু ম্যাচ হয়তো আমাদের মাঠেই দল খেলবে। কিন্তু শুরুতে নয়।' ডুরান্ড কাপের সময়ে এই মাঠ অনুশীলনের জন্য ব্যবহার করার কোনও ভাবনা আছে কিনা, সেই বিষয়েও পরিষ্কার করে কিছু আয়োজকদের তরফে এখনও ক্লাবকে জানানো হয়নি।

মোহনবাগান মাঠ পরিদর্শনে সচিব সৃঞ্জয় বসু। মঙ্গলবার।

> মনে হচ্ছিল মাঠটা তৈরি হয়ে যাবে। কিন্তু এখন ভালোভাবে দেখার পর বুঝতে পারলাম মাঠ খেলার জায়গায় আসবে জুলাইয়ের শেষে।
>
> **সৃঞ্জয় বসু**

এদিকে, এদিন মোহনবাগানে গিয়ে দেখা গেল সবুজ-মেরুন আলোতে সাজিয়ে তোলা হয়েছে ক্লাব। আগামী শনিবার ক্লাব তাঁবুতে নতুন কমিটির হাতে শংসাপত্র তুলে দেবে নির্বাচন পরিচালন কমিটি। সেই উপলক্ষ্যে ক্লাবে কিছু অনুষ্ঠান হওয়ার কথা। এছাড়াও এই সপ্তাহেই সম্ভবত এই বছরের মোহনবাগান রত্ন কে হবেন, তা বেছে নেওয়া হবে। সদ্য প্রাক্তন সভাপতি টুটু বসুর নাম উঠতে পারে আলোচনায়।

বাগান কর্তারা যখন মাঠ নিয়ে ব্যস্ত, সেদিনই ট্রান্সফার ব্যান উঠে গেল মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের। মঙ্গলবার ট্রান্সফার ব্যান উঠে যাওয়ার চিঠি কর্তৃপক্ষের কাছে আসে।

মায়ের সঙ্গে ছুটির মেজাজে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের তারকা ওপেনার স্মৃতি মান্ধানা।

ফের শীর্ষে স্মৃতি

দুবাই, ১৭ জুন : সিংহাসন পুনরুদ্ধার।

মহিলাদের আইসিসি ওডিআই র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষস্থান ফিরে পেলেন স্মৃতি মান্ধানা। ২০১৯ সালের নভেম্বরের পর এই প্রথম ৫০ ওভারের ফরম্যাটে ব্যাটারদের ক্রমতালিকায় একনম্বরে উঠলেন তিনি। মাঝে দীর্ঘ সময় একনম্বরে ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক লরা উলভারডট। এর মধ্যে একাধিকবার দুই নম্বরে উঠলেও শীর্ষস্থান অধরা ছিল স্মৃতির। সম্প্রতি রেটিংয়ে ১৯ পয়েন্ট হারানোয় দুই নম্বরে নেমে এসেছেন লরা। সেখানে ৭২৭ পয়েন্ট নিয়ে প্রায় সাড়ে পাঁচ বছরেরও বেশি সময় পর সিংহাসন পুনরুদ্ধার করলেন ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের আইকন স্মৃতি মান্ধানা।

সম্প্রতি ত্রিদেশীয় সিরিজে দুরন্ত ছন্দে ছিলেন ভারতের ২৮ বছরের এই ব্যাটার। একটি শতরান সহ ৫টি ইনিংসে মোট ২৬৪ রান করেন। ফাইনালে ১০১ বলে ১১৬ রানের ইনিংস খেলেন। সেই সুবাদে র‍্যাংকিংয়েও শীর্ষে উঠে এলেন। ৭১৯ পয়েন্ট নিয়ে যুগ্মভাবে দ্বিতীয় স্থানে ইংল্যান্ডের নাতালি সিভার ও উলভারডট।

টেস্ট হয়তো চার দিনের

লন্ডন, ১৭ জুন : ২০২৭-'২৯ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ পর্বে দেখা যেতে পারে চারদিনের টেস্ট ম্যাচ। ছোট দেশগুলি যাতে আরও বেশি সংখ্যক টেস্ট খেলতে পারে সেকথা মাথায় রেখেই চারদিনের টেস্টে অনুমতি দিতে চলেছে আইসিসি। তবে ভারত, ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়া প্রথাগত পাঁচদিনের টেস্টই খেলবে।

সূত্রের খবর লন্ডনে সদ্য সমাপ্ত বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল চলাকালীন আইসিসি-র আলোচনায় সভাপতি জয় শা নতুন প্রস্তাবে প্রাথমিকভাবে সম্মতি দিয়েছেন। তবে পুরো ব্যাপারটা এখনও আলোচনার পর্যায়ে রয়েছে।

চারদিনের টেস্টে খরচ এবং সূচির দিক থেকে লাভবান হবে ছোট দেশগুলি। ফলে বেশি সংখ্যক ম্যাচ খেলার সুযোগ থাকবে তাদের সামনে। দিনের সংখ্যা কমলেও ওভার সংখ্যা ৯০ থেকে বেড়ে ৯৮ হতে পারে।

টুটু বসুর নামাঙ্কিত প্যাভিলিয়ন

কলকাতা, ১৭ জুন : টুটু বসুকে বিশেষ সম্মান জানাচ্ছে ভবনীপুর ক্লাব। দক্ষিণেশ্বরের যে মাঠে ভবানীপুরের অনুশীলন হয় তা পুরোপুরি নিয়ে নিয়েছে ময়দানের শতাব্দীপ্রাচীন ক্লাবটি। ওই মাঠেরই প্যাভিলিয়নের নাম হচ্ছে টুটু, ওরফে স্বপনসাধন বসুর নামে। আগামী ২৯ জুন নবকলেবরে সজ্জিত মাঠ ও প্যাভিলিয়নের উদ্বোধন হবে।

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর চার্লি কোম্পানি। ছবি : বিধান ঘোষ

চ্যাম্পিয়ন চার্লি কোম্পানি

হিলি, ১৭ জুন : বিএসএফের ১২৩ ব্যাটেলিয়নের ৬ দলীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল চার্লি কোম্পানি। মথুরাপুর বিওপি সংলগ্ন ফুটবল মাঠে মঙ্গলবার ফাইনালে তারা ১-০ গোলে ফক্সট্রট কোম্পানিকে হারিয়েছে।

উত্তরের খেলা

জলপাইগুড়ি দল রওনা আজ

জলপাইগুড়ি, ১৭ জুন : রাজ্য সিনিয়ার অ্যাথলেটিক্স মিট ২০-২২ জুন যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে অনুষ্ঠিত হবে। জেলা ক্রীড়া সংস্থার সহসচিব উজ্জ্বল দাসচৌধুরী জানিয়েছেন, প্রতিযোগিতার জন্য ২১ জনের জলপাইগুড়ি দল বুধবার রওনা হবে। জুনিয়ার পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় ১০টি সোনা সহ ২১টি পদক এসেছে জলপাইগুড়ির ঘরে।

জোড়া গোল নিশান্তের

জলপাইগুড়ি, ১৭ জুন : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগে মঙ্গলবার নেতাজি মডার্ন ক্লাব ৪-১ গোলে জেওয়াইসিসি-কে হারিয়েছে। ম্যাচের সেরা নিশান্ত লোহার জোড়া গোল করেন। নেতাজির বাকি গোল দুইটি বিকি জমাদার ও কুণাল মঙ্গরের। জেওয়াইসিসি-র গোলটি দীপঙ্কর রায়ের।

ম্যাচের সেরা স্বর্ণদীপ সাংমা। ছবি : শিবশংকর সূত্রধর

স্বর্ণদীপের হ্যাটট্রিক

কোচবিহার, ১৭ জুন : জেলা ক্রীড়া সংস্থার মরু ঘোষ ও হরেন্দ্রচন্দ্র রক্ষিত ট্রফি ফুটবল লিগে মঙ্গলবার গারোপাড়া ক্লাব ৩-০ গোলে প্রভাতী ক্লাবকে হারিয়েছে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে ম্যাচের সেরা স্বর্ণদীপ সাংমা হ্যাটট্রিক করেন। তিনি নীলমণি হাজরা ও প্রতিমা হাজরা ট্রফি পেয়েছেন।

জেতালেন প্রতীক

মেখলিগঞ্জ, ১৭ জুন : কুচলিবাড়ি ফুটবল ক্লাবের প্রতিযোগিতায় মঙ্গলবার মৃগিপুর প্রান্তিক যুব সংঘ ১-০ গোলে হারিয়েছে হেলাপাকড়ি ফুটবল ক্লাবকে। গোলস্কোরার প্রতীক রায়। বৃহস্পতিবার মুখোমুখি হবে কুচলিবাড়ি এফসি-বি ও বজরং একাদশ মেখলিগঞ্জ।

জয়ী ইউনাইটেড

আলিপুরদুয়ার, ১৭ জুন : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে সোমবার আদিবাসী সুপার ইউনাইটেড ২-১ গোলে মর্নিং সকারকে হারিয়েছে। ভিএনসি মাঠে ইউনাইটেডের কৃষ্ণা এক্কা ও বিনয় কাওয়ার গোল করেন। সকারের গোলটি জিএস রিনুর।